পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1554, Saturday, 02 December 2023 FREE www.parichoy.com

হেনরি কিসিঞ্জার: অভিবাসী থেকে ক্ষমতায়, বিতর্ক ছিল সঙ্গী

বিস্তারিত ০৬ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে প্রথম সময় নিয়ন্ত্রিত 'অগ্নিবোমার' অস্তিত্ব-৫ম পাতায়
- রোমানিয়া থেকে হাঙ্গেরিতে অনুপ্রবেশকালে ৪৩ বাংলাদেশি আটক-৫ম পাতায়
- ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদকারী উগ্রপন্থী ইসরায়েলিদের ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র-৬ষ্ঠ পাতায়
- শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রভারত সম্পর্কে কতটা প্রভাব ফেলবে? -৭ম পাতায়
- ইসরায়েলের সমালোচক মেহেদি হাসানের অনুষ্ঠান বন্ধ করল মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি-৭ম পাতায়
- সান ফ্রান্সিসকো ও ওয়াশিংটন অফিস বন্ধ করতে বাধ্য হলো ভারতের বিদেশবিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-৭ম পাতায়
- নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে আছে : সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল - ৮ম পাতায়
- বিএনপিকে ছাড়াই বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন!-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে নির্বাচনের পরের অর্থনীতি নিয়ে যত শঙ্কা-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন: ক্ষমতার দাপটে আচরণবিধি লঙ্ঘন?-৯ম পাতায়
- ড. ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল-৯ম পাতায়

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে স্বাগত যুক্তরাষ্ট্রের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ ব্যাংকে আমানত রাখা ও লেনদেনের সুযোগ, মিলবে ৯ শতাংশ মুনাফা

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL
VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘কান্ট্রি রিপোর্টস অন টেরোরিজম-২০২২’ রিপোর্ট প্রকাশিত

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিকে স্বাগত যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গত শুক্রবার (০১ ডিসেম্বর) প্রকাশিত নতুন এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ সরকারের অন্য কর্মকর্তারা প্রায়ই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশটির জিরো টলারেন্স নীতির ওপর জোর দেন এবং আল-কায়েদা ও আইএসআইএসের মতো বিশ্বব্যাপী সংঘটিত জিহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর উপস্থিতি অস্বীকার করে চলেন।

‘কান্ট্রি রিপোর্টস অন টেরোরিজম-২০২২’ এর বাংলাদেশ অংশে বলা হয়, বিশেষত আল-কায়েদা অনুমোদিত গোষ্ঠী, জামাত-উল-মুজাহিদীন (জেএমবি) এবং আইএসআইএস অনুমোদিত জেএমবি শাখা, নব্য জেএমবির মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোতে কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে আমলে নেয়ায় ২০২২ সালে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী সহিংসতার অল্প কিছু ঘটনা ঘটেছে। অক্টোবরে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ আল-কায়েদা অনুপ্রাণিত একটি গোষ্ঠী জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াকে নির্মূলের জন্য অভিযানের ঘোষণা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশ কয়েক ডজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ অনুসারে, গত অক্টোবরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকালে আল-

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে প্রথম সময় নিয়ন্ত্রিত ‘অগ্নিবোমার’ অস্তিত্ব

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা হরতালের দিন গত বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে কেরানীগঞ্জ থেকে দিশারী পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। সেটি বাবুবাজার ব্রিজের ওপর পৌঁছালে যাত্রীরা পেছনের সিটের দিকে বোমাসদৃশ বস্তু দেখতে পান। সেটি থেকে তখন ধোঁয়া উড়ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। বোমা নিষ্ক্রিয় করতে ডাক পড়ে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ ব্যাংকে আমানত রাখা ও লেনদেনের সুযোগ, মিলবে ৯ শতাংশ মুনাফা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বাড়ানোর মাধ্যমে চলমান ডলারসংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিদেশে আয় করে নিজের অথবা পরিবারের কারও নামে এফসি অ্যাকাউন্ট খুলে সে দেশের মুদ্রা রাখা যাবে বাংলাদেশের ব্যাংকে। শুধু তাই নয়, আমানতের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় সর্বোচ্চ প্রায় ৯% সুদ পাওয়া যাবে। ফরেন এক্সেচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট (এফইপিডি) থেকে জারি করা এক সার্কুলারে গত বুধবার (২৯ নভেম্বর) এমনটি জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, নতুন সুবিধা অনুযায়ী কোনো প্রবাসী বাংলাদেশি চাইলে তার নিজের অথবা পরিবারের অন্য কারও নামে এফসি অ্যাকাউন্ট খুলে ফরেন কারেন্সি জমা করতে পারবেন। মেয়াদ শেষে সুদসহ জমা থাকা ফরেন কারেন্সি দেশে ব্যবহার করা যাবে বা চাইলে বিদেশেও নিয়ে যাওয়া যাবে।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা পাচারে অভিযুক্ত ৫ বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক: ১ কোটি ১০ লাখ র‍্যান্ড বা প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার একটি আদালতে দুই বাংলাদেশিকে হাজির করা হয়। পরে তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার র‍্যান্ড বা ১ লাখ ১৮ হাজার টাকার বিনিময়ে জামিন দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শুক্রবার (০১ ডিসেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যম সানডে ওয়ার্ল্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থ পাচারের অভিযোগে দুই

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

রোমানিয়া থেকে হাঙ্গেরিতে অনুপ্রবেশকালে ৪৩ বাংলাদেশি আটক

পরিচয় ডেস্ক: রোমানিয়া থেকে অবৈধভাবে শেঙ্গেন জোনে প্রবেশের সময় ৪৩ জন বাংলাদেশিসহ ৬০ জন অভিবাসীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক অন্য ১৭ জন ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের নাগরিক। আটক বাংলাদেশিদের বয়স ২১ থেকে ৩৬ বছর। এসব অভিবাসী বৈধ পথে কাজের অনুমতি নিয়ে রোমানিয়া গিয়েছিলেন। সেখান থেকে অবৈধভাবে শেঙ্গেনভুক্ত দেশ হাঙ্গেরি প্রবেশ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। পৃথক দুটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রোমানিয়া সীমান্ত পুলিশ।

পুলিশের বিজ্ঞপ্তির বরাতে ইনফোমাইগ্রেন্টসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে পিএইচডিধারীর সংখ্যা ৫১ হাজার ৭০৪, ২০-২৪ বছর বয়সী ৭৮৩ জন

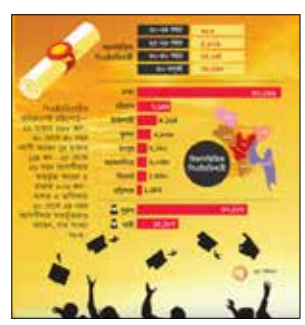

পরিচয় ডেস্ক:জ্ঞান সৃষ্টি, গবেষণার উৎকর্ষ এবং উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় গবেষকদের পিএইচডি (ডক্টরেট অব ফিলোসফি) অভিসন্দর্ভকে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ তিন দশক দেশে পিএইচডিধারীর সংখ্যা ছিল বেশ কম। তবে গত দুই দশকে এ সংখ্যা বেড়েছে ব্যাপক মাত্রায়। দেশে এখন পিএইচডিধারীর সংখ্যা ৫১ হাজার ৭০৪ বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২-এর ‘ন্যাশনাল রিপোর্টে’ উঠে এসেছে। গত ২৮ নভেম্বর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বিবিএস।

বয়সভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী এসব পিএইচডিধারীর অধিকাংশই চল্লিশোর্ধ্ব২৯ হাজার ৯৯৮ জন। ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী আছেন ১৫ হাজার ১১৪ জন। ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত আছেন ৫ হাজার ৮০৯ জন। আবার এ তালিকায় ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্তরাও আছেন, যার সংখ্যা ৭৮৩ জন।

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

‘কে কি বললেন’

প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচন দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি করবে- অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান

অর্থনীতি বাঁচাতে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে - প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল

ইউরোপ-আমেরিকার দিকে চেয়ে থাকলে পরিবর্তন হবে না - গণঅধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর

লোভে পড়ে যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, তারা রাজনীতির আবর্জনা - বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

হেনরি কিসিঞ্জার: অভিবাসী থেকে ক্ষমতায়, বিতর্ক ছিল সঙ্গী

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। তবে শুধু এই পরিচয়ে তাঁকে বেঁধে ফেলা কঠিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়ে মার্কিন কূটনীতির অন্যতম প্রতীক ধরা হয় তাঁকে। কাজ করেছেন দুজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে। সফলতা আর সমালোচনা যেন পাল্লা দিয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, রেখেছে।

বলা হয়, মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে 'কুখ্যাত' যুদ্ধাপরাধী কিসিঞ্জার। অথচ বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধ-সংঘাতের 'কারিগর' কিসিঞ্জারকে কখনো সেভাবে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি। উল্টো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এ নিয়েও চরম বিতর্কের মুখে পড়ে নোবেল কমিটি। সমালোচিত হন কিসিঞ্জার।

আলোচিত-সমালোচিত কিসিঞ্জার স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

শতবর্ষে এসেও বেশ সক্রিয় ছিলেন কিসিঞ্জার। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের বৈঠকে দেখা গেছে তাঁকে। নেতৃত্বের ধরন নিয়ে বই প্রকাশ করেছেন। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি নিয়ে মার্কিন সিনেটের মুখোমুখি হয়েছেন। সবচেয়ে অবাক

করা বিষয়, গত জুলাইয়ে তিনি আকস্মিক সফরে চীনের বেইজিং যান। বৈঠক করেন চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গেও।

রিচার্ড নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ড়এ দুই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি, ইসরায়েল ও প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করায় কিসিঞ্জারের ভূমিকা ছিল।

কিসিঞ্জারের জন্ম ১৯২৩ সালের ২৭ মে, জার্মানির ফোর্থ শহরে। পুরো নাম হেইঞ্জ আলফ্রেড কিসিঞ্জার। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে জার্মানি ছেড়ে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন কিশোর কিসিঞ্জার। তখনো ইউরোপবাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মুখে পড়েনি। হিটলারের নাৎসিদের হাতে ব্যাপক ইহুদি নির্যাতন শুরু হয়নি।

এ ছাড়া কম্বোডিয়া ও লাওসে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সম্প্রসারণ ও পরবর্তী সময় যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ, আর্জেন্টিনা ও চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানে সমর্থন, ১৯৭৫ সালে পূর্ব তিমুরে ইন্দোনেশিয়ার রক্তক্ষয়ী অভিযানের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদকারী উগ্রপন্থী ইসরায়েলিদের ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত ইসরায়েলি উগ্র সেটলারদের (বসতি স্থাপনকারী) ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, ওয়াশিংটন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ওই উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করবে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তাঁর যুদ্ধ মন্ত্রিসভার সঙ্গে তাঁর বৈঠকেই জানিয়ে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে। তবে সেই ব্যক্তিদের পরিচয় বা সংখ্যার বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দেননি।

যেসব এলাকা মিলিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলে দাবি করা হয় পশ্চিম তীর তার মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এখানে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতি স্থাপন চলছে। মার্কিন মধ্যস্থতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা সেটিতে প্রায় দশক ধরে অচলাবস্থা চলছে। এর মধ্যে পশ্চিম তীরে ভয়াবহভাবে বেড়েছে সহিংসতা।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকর্মী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর আবার হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। সহিংসতা এবার গত ১৫ বছরের যে কোনো সংঘাতকে ছাড়িয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ইসরায়েল সরকারের মুখপাত্র আইলন লেভির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল দ্য গার্ডিয়ান। তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে বলেছেন, ইসরায়েল দৃঢ়ভাবে কোনো মাস্তানি বা গুন্ডামি বা নিজের আইন তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টার নিন্দা জানায়।

পশ্চিম তীরে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এটি বন্ধ করতে বলেছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত ১৮ নভেম্বর ওয়াশিংটন পোস্টে লেখা মতামতে 'অপরাধীদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'আমি ইসরায়েলের নেতাদের সঙ্গে একটি বিষয়ে জোর দিয়েছি যে, পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থীদের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে এবং যারা সহিংসতা করছে তাদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম তীরে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলাকারী উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারিসহ আমাদের নিজস্ব পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।'

পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা সংবেদনশীল বিষয়ে আলোচনা করার এখতিয়ার না থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ওয়াশিংটন চেয়েছিল ইসরায়েল অপরাধীদের বিচার করুক। কিন্তু এখনো এমন পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এই নিষেধাজ্ঞা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আসতে পারে।

ইসরায়েলের গাজার উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী হামাস গত ৭ অক্টোবর ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা এবং প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করার পর থেকে ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের স্থানীয়দের ওপর হামলা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান এমনটিই বলছে। ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েল গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলার ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে ইলন মাস্ককে গাজায় আমন্ত্রণ জানাল হামাস

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলার ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্ককে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। গত মঙ্গলবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে সংবাদ সম্মেলনে হামাস নেতা ওসামা হামদান এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'গাজার জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি কতটা বিস্তৃত, তা দেখার জন্য আমরা ইলন মাস্ককে গাজা সফরের আমন্ত্রণ জানাই। ৫০ দিনের মধ্যে গাজার নিরীহ বেসামরিক মানুষের ওপর ফেলা হয়েছে ৪০ হাজার টনের বেশি বোমা। আমি ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে পুনর্মূল্যায়ন এবং ইসরায়েলকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানাই।'

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সের বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষী পোস্ট ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। গাজায় নির্বিচারে ইসরায়েলি বোমা হামলার সমালোচনার জন্য মাস্কও নিন্দিত হন। ইসরায়েল সফর করার পরই এবার তাকে গাজা পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হলো। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি গ্রাম ঘুরে দেখেছেন মাস্ক। ইসরায়েলে দুই দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। তারপর ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ সম্পর্কে সুরও কিছুটা পাল্টে যায় ফিলিস্তিনের প্রতি সহানুভূতিশীল এই ধনকুবেরের। গাজায় বোমা ফেললে তা ইসরায়েলের জন্যই খারাপ ফল বয়ে আনতে পারে বলে কয়েক দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ইলন মাস্ক। তিনি বলেছিলেন, হামাসের একজন সদস্যকে মারার মাধ্যমে তারা কতজন হামাস যোদ্ধাকে সৃষ্টি করছে? গাজায় কারও সন্তানকে যদি খুন করা হয়, তাহলে জন্ম নেবে কয়েকজন হামাস যোদ্ধা।

কিন্তু ইসরায়েল সফরের পর মাস্ক বলেন, হামাসকে লক্ষ্যবস্তু বানানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওই সময় বেসামরিকদের হতাহতের ব্যাপার এড়িয়ে যান এই ধনকুবের। এ ছাড়া গাজায় নিজ প্রতিষ্ঠান স্টারলিংকের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার কথাও আগে বলেছিলেন মাস্ক। কিন্তু ইসরায়েল সফরের পর তিনি জানান, ইসরায়েলের অনুমোদন ছাড়া গাজায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হবে না।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থানের গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গল্প এবার উঠে আসবে সেলুলয়েডের পর্দায়। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে নিউইয়র্ক সিটিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন রিয়েল এস্টেট টাইকুন হিসেবে উত্থানের গল্প উঠে আসবে এতে। ভ্যারাইটি জানিয়েছে, 'দ্য অ্যাপ্রেনটিস' শিরোনামের চলচ্চিত্রটিতে তরুণ ট্রাম্প চরিত্রে দেখা যাবে মার্ভেল অভিনেতা সেবাস্তিয়ান স্ট্যানকে। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, জনপ্রিয় ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাতা আলী আব্বাসির পরিচালিত সিনেমাটিতে ট্রাম্পের সাবেক স্ত্রী প্রয়াত ইভানা ট্রাম্পের চরিত্রে অভিনয় করবেন হলিউড অভিনেত্রী মারিয়া বাকালভা।(২য় ছবি)

এ ছাড়া সিনেমাটিতে যুক্তরাষ্ট্রে আইনজীবী ও রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী রয় কোনের চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা জেরেমি স্ট্রেং, যাকে ট্রাম্প তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে একজন পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

'দ্য অ্যাপ্রেনটিস'-এর নির্বাহী প্রযোজক অ্যামি বেয়ারের সিএনএনকে পাঠানো এক সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানিয়েছেন, আলী আব্বাসি পরিচালিত চলচ্চিত্রটির লগলাইন হলো, 'দুর্নীতি ও প্রতারণার জগতে ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্বেষণ।'

সিনেমাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যের উত্থানে জয়ী ও বিজিতের সংস্কৃতির ফলে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের যে ক্ষয় হয়েছে, তা উঠে আসবে।

'দ্য অ্যাপ্রেনটিস' কবে মুক্তি পাবে, তা জানায়নি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। প্রযোজকদের পক্ষ থেকে গত বুধবার (২৯ নভেম্বর) সিএনএনকে নিশ্চিত করা হয়, সিনেমাটির দৃশ্য ধারণ শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'পাম অ্যান্ড টমি'তে মটলি ক্রু ড্রামার টমি লি হিসাবে অভিনয়ের জন্য স্ট্যান গত বছর গোল্ডেন গ্লোব ও এমি মনোনয়ন অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা' ও 'অ্যাভেঞ্জার্স' সিনেমায় এবং ডিজনি প্লাসের 'দ্য ফ্যালকন অ্যান্ড দ্য উইন্টার সোলজার' মিনি সিরিজে বাকি বার্নস চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এদিকে হলিউড অভিনেত্রী বাকালোভা ২০২০-এর 'বোরাত সাবসিকোয়েন্ট মুভিফিল্ম'-এ তুতার সাগদিয়েভ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন এবং এ কাজের জন্য তিনি প্রথম বুলগেরীয় অভিনেত্রী হিসেবে অস্কারের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। এরপর তিনি কমেডি ঘরানার 'দ্য বাবল' (২০২২), 'বডিজ বডিজ বডিজ' (২০২২) এবং 'ফেয়ারিল্যান্ড' (২০২৩) চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে কতটা প্রভাব ফেলবে?

পরিচয় ডেস্ক: ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক শিখ সম্প্রদায়ের নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যা করতে ভারতীয় এক কর্মকর্তা নির্দেশনা দিয়েছেন। মার্কিন সরকারি কৌঁসুলিরা গত বুধবার (২৯ নভেম্বর) এমনই অভিযোগ করেছেন। এ ঘটনায় ভারতীয় এক নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। অবশ্য মার্কিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওই হত্যাচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুই দেশের সম্পর্কে এর প্রভাব কতটা, সেটা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বলে দেবে।

পান্নুন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডারও নাগরিক। তিনি নিউইয়র্কে বসবাস করতেন। তিনি ভারতে স্বাধীন খালিস্তান আন্দোলনের জোরালো সমর্থক। স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নানাভাবে জড়িত তিনি। ভারত সরকার তাঁকে সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

ফেডারেল কৌঁসুলিরা বলছেন, নিউইয়র্কে শিখ নেতাকে হত্যা করতে ভারতীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে কাজ করেছেন ভারতীয় নাগরিক (৫২) নিখিল গুপ্ত।

গত বুধবার (২৯ নভেম্বর) মার্কিন ফেডারেল কৌঁসুলি অবশ্য অভিযোগপত্রে ভারত সরকারের ওই কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করেননি বা অভিযোগপত্রে তাঁর নামপরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি। অভিযোগপত্রে তাঁকে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্বে থাকা 'জ্যেষ্ঠ মাঠ কর্মকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই কর্মকর্তা আগে ভারতের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে কাজ করেছেন।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রভাব

এর আগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক খালিস্তান আন্দোলনের এক নেতাকে হত্যায় ভারতের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আরেক শিখ নেতাকে হত্যাচেষ্টায় ভারতের জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

গত বুধবার (২৯ নভেম্বর) পান্নুনকে হত্যাচেষ্টা সংক্রান্ত সে অভিযোগপত্র প্রকাশ হওয়ার আগে ভারত একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উদ্বেগ জানানোর পর এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ফেডারেল কৌঁসুলিরা বলেন, গত ৩০ জুন চেক প্রজাতন্ত্রে নিখিল গুপ্ত গ্রেপ্তার হন। যুক্তরাষ্ট্র ও চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় প্রত্যাবাসন চুক্তির আওতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তাঁকে কখন যুক্তরাষ্ট্রে ফেরানো *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতাকে হত্যার ছক যেভাবে কষেছিল 'ভারতীয় কর্মকর্তা'

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তর দেশটির নাগরিক ও শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। ওই ষড়যন্ত্রে এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একইসঙ্গে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, কীভাবে ভারতের এক সরকারী কর্মকর্তা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন।

যে মার্কিন নাগরিককে হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল বলে অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর জানাচ্ছে, সেই গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নু ২০২০ সাল থেকে ভারত সরকার দ্বারা ঘোষিত সন্ত্রাসী। তিনি একটি শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের আইনি পরামর্শদাতা। ওই সংগঠনটির এক নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারকে জুন মাসে কানাডায় হত্যা করা হয়।

মাস দুয়েক আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ তুলে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের সমালোচক মেহেদি হাসানের অনুষ্ঠান বন্ধ করল মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের মধ্যে সাংবাদিক মেহেদি হাসানের টিভি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি। প্রগতিশীল এই টিভি উপস্থাপককে ইসরায়েলি নীতির অন্যতম কড়া সমালোচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

গত বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) নিউজ ওয়েবসাইট সেমাফোর সবার আগে মেহেদি হাসানের অনুষ্ঠান বন্ধের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। সেমাফোর জানিয়েছে, মেহেদি হাসান শো-এর জায়গায় উপস্থাপক আয়মান মোহেলদিনের অনুষ্ঠান বাড়িয়ে দুই ঘণ্টা করা হবে। আরব আমেরিকান মোহেলদিনও ইসরায়েলি সরকারের সমালোচক। আর মেহেদি হাসানকে বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করানোর ইঙ্গিত দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যমটি।

ফিলিস্তিনপন্থি অধিকারকর্মীরা বলছেন, গাজা যুদ্ধের মধ্যে ইসরায়েলের সমালোচনা করে এমন ব্যক্তিদের ওপর দমন-পীড়নের অংশ হিসেবে সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে সরিয়ে দিয়েছে এমএসএনবিসি। হামাসের হামলার জবাবে গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নির্বিচারে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। এরই মধ্যে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

বামপন্থি মার্কিন কংগ্রেসম্যান রো খান্না বলেছেন, গাজা যুদ্ধের সময়ে এই টিভি অনুষ্ঠান বন্ধের কারণে এমএসএনবিসি সম্পর্কে মানুষের মাঝে বাজে ধারণার সৃষ্টি হবে। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, এমএসএনবিসি হলো বাকস্বাধীনতার বড় সমর্থক। তাই এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

ফিলিস্তিনি আমেরিকান মানবাধিকার আইনজীবী নুরা ইরাকাত বলেন, অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন এই অনুষ্ঠান *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

চীন ছেড়ে ভারত থেকে পণ্য আমদানি বাড়াচ্ছে আমেরিকার ওয়ালমার্ট

পরিচয় ডেস্ক: চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানি বাড়িয়েছে ওয়ালমার্ট। ব্যয় সংকোচন এবং সাপ্লাই চেইনে বৈচিত্র্য আনতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ডেটা ফার্ম ইয়েতির তথ্যানুসারে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের এক-চতুর্থাংশই ভারত থেকে পাঠিয়েছে ওয়ালমার্ট। ২০১৮ সালে এই পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র ২ শতাংশ। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সান ফ্রান্সিসকো ও ওয়াশিংটন অফিস বন্ধ করতে বাধ্য হলো ভারতের বিদেশবিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা 'র'

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের বিদেশবিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং বা 'র' যুক্তরাষ্ট্রে দুটি কার্যালয় বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংস্থাটিকে এমনটি আর কখনও করতে হয়নি। ভারতের গণমাধ্যম দ্য প্রিন্টের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, গত গ্রীষ্মের শুরুতে র-এর সান ফ্রান্সিসকো অফিসের প্রধানকে ফিরিয়ে নিতে ভারতের প্রতি অনুরোধ করে যুক্তরাষ্ট্র। একই সময়ে সংস্থাটির লন্ডন কার্যালয়ের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকেও ভারতে ফেরত পাঠানো হয়।

তারও আগে চলতি বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পর এখনও র-এর ওয়াশিংটন অফিসের নতুন প্রধান নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ র-এর সদ্যসাবেক প্রধান সামন্ত গোয়েল দায়িত্ব ছাড়ার আগেই গত ৩০ জুন ওয়াশিংটন অফিসে নতুন প্রধান নিযুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সে অনুমতি দেয়নি।

এমন এক সময়ে এসব কিছু ঘটছে যখন যুক্তরাষ্ট্র র-এর বিরুদ্ধে নিজ ভূখণ্ডে গুপ্তহত্যা চালানোর চেষ্টার অভিযোগ করেছে। সম্প্রতি জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের পরিচিত শিখ আইনজীবী ও অ্যাক্টিভিস্ট গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল র। এজন্য র-এর কর্মকর্তারা নিখিল গুপ্ত নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে। পান্নুনকে হত্যার বিনিময়ে নিখিলকে দেড় লাখ ডলার দেওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু তার আগে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) র-এর নীলনকশা ভেদ করে। বুধবার (২৯ নভেম্বর) ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান ও সিআইএপ্রধান উইলিয়াম বার্নস সম্প্রতি ভারতের একই পদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। নিজ ভূখণ্ডে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করায় নয়াদিল্লিকে কঠিন ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের কূটনৈতিক টানাপড়েনের আগে অটোয়ার সঙ্গে নয়াদিল্লির একই ধরনের অবস্থা দেখা গেছে। গত জুনে কানাডায় হরদীপ সিং নিজ্জার নামের এক ভারতীয় শিখ নেতা খুন হন। কানাডার অভিযোগ, নিজ্জার হত্যার সঙ্গে ভারত সরকারের হাত রয়েছে। এ ঘটনায় উভয় দেশ পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কার করে। ভারত কানাডায় ভিসা কার্যক্রম বন্ধ করে। অবশ্য সম্প্রতি তা চালু করা হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র র-এর বিরুদ্ধে কী কারণে ব্যবস্থা নিয়েছে তা বোঝা গেলেও যুক্তরাজ্য সুনির্দিষ্ট কী কারণে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাটির লন্ডন অফিস থেকে এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করেছে তা স্পষ্ট নয়। তবে এটাকে সাংকেতিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। এর অর্থ হলো, তোমাদের কর্মকর্তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হচ্ছে। কারণ নিজ ভূখণ্ডে র-এর কর্মকাণ্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিল যুক্তরাজ্য। সূত্র : দ্য প্রিন্ট

নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে আছে - সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল

পরিচয় ডেস্ক: প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ একটা সঙ্কটে আছে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে আছে। এই সঙ্কট থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এখানে সবাইকে সমভাবে দায়িত্বশীল হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

গত সোমবার (২৭ নভেম্বর) সকালে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

দেশের গণতন্ত্রে মাঝে মাঝে ধাক্কা আসে উল্লেখ করে সিইসি বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবতে হবে। একটি দেশ বা জাতি একটি প্রজন্মকে নিয়ে থেমে থাকবে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আসতে থাকবে। আমেরিকার গণতন্ত্র আড়াই শ’ বছরের। বিলেতের গণতন্ত্র তিন শ’ থেকে চার শ’ বছরের। বিলেতের ইতিহাস হয়তো দেড় হাজার থেকে দুই হাজার বছরের। কিন্তু তাদের গণতন্ত্র টিকে আছে কমপক্ষে তিন শ’ বছর ধরে। আমাদের গণতন্ত্র কিন্তু নতুন। মাঝে মাঝে ধাক্কা আসে। সামরিক শাসন, গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি হয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এখনো স্থিরভাবে আমরা ৫০ বছর এগুতে পারিনি। তিনি বলেন, আমরা দেখতে চাই ভোটাররা আসছেন বা আসতে পারছেন। পথে বা বাড়িতে কেউ তাদের বাধা দিচ্ছে না। যদি বাধা দেয়া হয়, তাহলে নির্বাচন প্রভাবিত হয়ে যায়। নির্বাচন অবাধ হলো না। আমরা দেখতে চাই তারা সকল কেন্দ্রে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে, নির্বাচনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নির্বাচন ঘিরে রাজনীতি দ্বিধাবিভক্ত। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জনগণকে গ্রহণ করতে হবে। যদি মানুষ বলে ভোট ভালো হয়েছে। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। আমরা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই। অর্থনীতিসহ অনেক কিছু ঠিক রাখতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন লাগবে।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, বিদেশী থাবা আছে, আমাদের সেটি মাথায় রাখতে হবে। বিদেশীদের বেশি কিছু চাওয়া নেই। আমাদের নির্বাচন গ্রহণযোগ্য দেখতে চায় তারা। তিনি বলেন, কমিশন কখনই এককভাবে নির্বাচন করতে পারে না। প্রশাসনের ওপর নির্ভর করতে হয়। সবার সৎ ও সাহসী মনোভাব দরকার। আমরা আশা করব, আপনারা সেভাবেই কাজ করবেন। হাবিবুল আউয়াল আরো বলেন, আচরণবিধি কেউ লঙ্ঘন করছে কি না দেখবেন। আপনারা সঠিকভাবে আইন প্রয়োগ করবেন। দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা রক্ষায় আপনারা যতদূর পারেন সাহায্য করবেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া ঠেকানোর নতুন কৌশল

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি ও আরো কিছু বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে থাকায় নতুন কৌশল নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এবার এক আসনে নিজেদের একাধিক প্রার্থী রাখার সুযোগ রেখেছে ক্ষমতাসীন দলটি। কৌশলটা ভোটের লড়াইয়ে কতটা সুফল দিতে পারে?

বিপদের আশঙ্কাই বা কতটুকু?

গত রবিবার (২৬ নভেম্বর) বিকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোয়ন প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। সেদিন সকালে মনোনয়ন প্রার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী এবং দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে তিনি নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও উৎসবমূখর করার নির্দেশনা দেন। এজন্য তিনি যা করতে বলেন তা হলো:

১. বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিনা ভোটে কেউ পাশ করতে পারবেন না। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ডামি প্রার্থী রাখতে হবে।

২. স্বতন্ত্র এবং বিদ্রোহী প্রার্থীদের সহযোগিতা করতে হবে। তাদের উৎসাহিত করতে হবে। আওয়ামী লীগে বিদ্রোহী প্রার্থী হতে কোনো বাধা নেই।

৩. অন্য দলের প্রার্থীদেরও সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতে হবে।

আওয়ামী লীগ থেকে ৩০০ আসনে এবার মনোনয়ন চেয়েছিলেন তিন হাজার ৩৬২ জন। প্রতি আসনে গড়ে প্রার্থী ছিলেন ১১ জন। এর মধ্যে ২৯৮ আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন না পেয়ে যেমন হতাশ হয়েছেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রীর কথায় ‘স্বতন্ত্র বা ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হতে উৎসাহিতও হয়েছেন। এখন এমন কোনো আসন নেই যেখানে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রার্থী নেই। কোনো কোনো আসনে একাধিক বিদ্রোহী প্রার্থীও আছেন। ৩০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন। ওই দিন পার হলে বোঝা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিএনপিকে ছাড়াই বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন!

পরিচয় ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়নি।

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. জাহাংগীর আলম বলেছেন, “ ৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শেষ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় নির্বাচনের তফসিল পুনর্নিধারণের কোনো সুযোগ নেই” ফলে প্রশ্ন উঠেছে এই নির্বাচনকে কি অংশগ্রহণমূলক বলা যাবে?

সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, “আওয়ামী লীগ আর বিএনপি ছাড়া বাংলাদেশে কোন নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক অন্তত আমি বলতে পারব না”

অন্যদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, “তফসিল ঘোষণার আগে ও পরের পরিস্থিতি আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। এ পর্যবেক্ষণে আমাদের ধারণা হয়েছে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, তা আমরা এবারও দেখতে পাচ্ছি না”

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, “বিএনপি নির্বাচনে আসল কিনা তার চেয়ে বড়

কথা হল, জনগণ যদি ভোট দেয় তাহলে সেটাকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলা যাবে” কত শতাংশ ভোট পড়লে সেটাকে আপনারা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলবেন? জবাবে তিনি বলেন, “সেই সংখ্যা বলতে পারব না। তবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি আসেনি, তবুও ৪৮ থেকে ৫২ শতাংশ ভোট পড়েছিল”

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনেও বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোন আগ্রহ দেখানো হয়নি। নির্বাচন কমিশন আগে থেকেই যে ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল, বিএনপি নির্বাচনে আসলে তফসিল পরিবর্তন করা হবে। ফলে বিএনপি নির্বাচনে না আসায় নির্বাচন কমিশন তফসিল পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেনি। ইসি সচিব বৃহস্পতিবার পরিস্কার বলেছেন, “এ অবস্থায় নির্বাচনের তফসিল পুনর্নিধারণের কোনো সুযোগ নেই”

এক প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, প্রার্থীরা রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এই নির্বাচনে কয়টি দল কোন আসনে অংশগ্রহণ করছে তা শুক্রবার জানানো হবে। নির্বাচনি আচরণ বিধি প্রতিপালন বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, “স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিশেষ করে আইজিপি সামগ্রিক বিষয় অবহিত করেছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছেন তিনি। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। পাশাপাশি নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর কথা জানিয়েছে সংস্থাটি।

গত ২৯ নভেম্বর বুধবার জাতিসংঘের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে একথা জানানো হয়। ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও সমালোচকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান দমনপীড়ন একটি অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

শাহজাহান ওমর ভালো লাগা থেকেই আওয়ামী লীগে এসেছেন বললেন ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি নেতা শাহজাহান ওমর ভালো লাগা থেকে আওয়ামী লীগে এসেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি আরো বলেন, ৩০টি নিবন্ধিত রাজনীতির দল নির্বাচন অংশ নিচ্ছে। এটা একটা বড় সাফল্য। বিএনপিরও অনেকে অংশ নিচ্ছেন।

শুক্রবার ০১ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন,‘৩০ দলের নির্বাচনে অংশ নেওয়া বড় সাফল্য। বিএনপিরও তো ১৫ কেন্দ্রীয় নেতা, ৩০ সাবেক সংসদ সদস্য এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। ইউরোপ-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় অনেক দেশেই নির্বাচনে বিরোধী দল অংশ নেয় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশেসব থানার ওসি বদলির সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থানার ওসিদের বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পর্যায়ক্রমে তাদের বদলির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে চিঠি দিয়েছে কমিশন। গত বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এ চিঠি পাঠানো হয়েছে।চিঠিতে বলা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের নিমিত্তে সব থানার ওসিদের পর্যায়ক্রমে বদলি করার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে যেসব থানার ওসিদের বর্তমান কর্মস্থলে ০৬ মাসের অধিক চাকরিকাল সম্পন্ন হয়েছে তাদের অন্য জেলায় বা অন্যত্র বদলির প্রস্তাব আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করা প্রয়োজন। চিঠির অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পুলিশের মহাপরিদর্শককেও পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনের পরের অর্থনীতি নিয়ে যত শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ এখন বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপের মুখে পড়ছে। কমছে রিজার্ভ, বাড়ছে ডলার সংকট। রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সেও ভাটার টান।

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন। ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ছিল। ৩০০ আসনের নির্বাচনে দুই হাজার ৭৪১ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন । প্রতি আসনে লড়তে চাচ্ছেন গড়ে ৯ জনেরও বেশি প্রার্থী। নিবন্ধিত ৪৪টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৩০ টি দল নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। তবে সংসদের বাইরে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ আরো কিছু দল এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশে নির্বাচন নিয়ে একটি বৈরি পরিস্থিতি চলছে। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের চাপ আছে। কিন্তু তার মধ্যেও দেশ একপাক্ষিক নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির কারণে সরকারের অর্থনীতির দিকে যে নজর দেয়ার দরকার।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী গত বুধবার বাংলাদেশের রিজার্ভের পরিমাণ আরো কমে ১৯.৪০ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। বুধবারের আগে তা ১৯.৫২ বিলিয়ন ডলার ছিল। তবে দায়হীন বা প্রকৃত রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার।

২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। তা ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ। এরপর থেকেই রিজার্ভের 'ক্ষয়' শুরু হয়। গত দুই বছর ধরে প্রতি মাসে গড়ে এক বিলিয়ন ডলার করে রিজার্ভ কমেছে। আমদানি কমার পরও জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ডলার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯৩ কোটি ডলার। ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষয় থামানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে রপ্তানি আয় কমছে।

অক্টোবর মাসে ৩৭৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৬৪ শতাংশ কম। তবে আগের মাস সেপ্টেম্বরে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ শতাংশের ওপরে। তার আগের দুই মাস জুলাই ও আগস্টে রপ্তানি বেড়েছিল যথাক্রমে ১৫ ও ৩ দশমিক ৮০ শতাংশ।

প্রবাসী আয় কয়েক মাস কমে আবার বাড়া শুরু করেছে। নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে প্রবাসী আয় বেড়েছে। প্রথম ১৫ দিনে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। গত বছর একই সময়ে এসেছিল ৯২ কোটি ডলার। কিন্তু এর ইতিবাচক প্রভাব রিজার্ভে পড়ছে না।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয় (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, ''যে অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো দীর্ঘদিন ধরে করা দরকার ছিল, সেগুলো আরো পিছিয়ে নির্বাচনের পরে করার কথা বলা হচ্ছে। এটা কোনো সঠিক চিন্তা নয়, কারণ, আমাদের অর্থনৈতিক সংকটের এখন যা ধরন, সেটা দূর করতে পদক্ষেপ নিতে আমরা যদি আরো দেরি করি, তাতে সংকট আরো গভীর হবে।''

তার কথা, ''মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভের পতন যদি ঠেকানো না যায়, তাহলে সংকট আরো বাড়বে। এটার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ব্যাপক সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক ঐক্যমত দরকার, সেটার কোনো লক্ষণ আমি দেখছি না।''

''আমি আগেও বলেছি, বিদেশি ঋণে যেসব মেগা প্রকল্প নেয়া হয়েছে, তার রিভিউ প্রয়োজন। এর প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যেগুলো জরুরি নয় সেগুলো বাস্তবায়নের বাইরে রাখা উচিত। প্রতি বছরই আমাদের বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। আর এটা শোধ করতে হবে বৈদেশিক মুদ্রায় (ডলারে)। আর এজন্য রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও বিদেশি বিনিয়োগ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের দেখতে হবে যে প্রকল্পগুলো আছে, সেগুলো রপ্তানি উন্নয়নে ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কতটা কাজে লাগবে,'' বলেন অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম রায়হান।

তার কথা, ''মার্কিন শ্রম আইন নিয়ে আবার নতুন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিন্তু অতীতে শ্রম অধিকারের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করেনি। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা বলছে, তাই নতুন শ্রম আইন নিয়ে বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি আছে। নানা ধরনের স্যাংশনের কথা বলা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে শ্রম আইনের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক:জলবায়ু বিষয়ে কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বের কণ্ঠস্বর হিসেবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিযুক্ত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত করেছে আইওএম এবং জাতিসংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা।

শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে দুবাইতে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-কপ ২৮ এর সাইডলাইনে একটি উচ্চ-স্তরের প্যানেল অধিবেশনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন-আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপের কাছ থেকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

কপ-২৮ এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান তথ্যমন্ত্রী ও পরিবেশবিদ ড. হাছান মাহমুদ এ সময় 'অভিযোজন এবং সহনশীলতার জন্য জলবায়ু গতিশীলতাকে বাগে আনা' শীর্ষক উচ্চ-স্তরের এ প্যানেল অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

জলবায়ু গতিশীলতার বিষয়টিকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আলোচনার মূলধারায় আনার এখনই উপযুক্ত সময় উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ক্লাইমেট মোবিলিটি সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুজনিত কারণে বাধ্য হয়ে অভিবাসন এবং বাস্তুচ্যুতির দিকটি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন।

এর আগেও বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে ঢাকায় আইওএমের সহযোগিতায় আয়োজিত দুটি সংলাপ এবং গত বছর মিসরের শার্ম এল শাইখে কপ ২৭ এ বিষয়টি তুলে ধরেছে বলে জানান হাছান মাহমুদ।

একই সঙ্গে কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত ৪ হাজার ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বহুতল সামাজিক আবাসন প্রকল্প নির্মাণসহ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উদ্যোগের নানা দিক তুলে ধরেন তিনি।

মন্ত্রী হাছান বলেন, ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উল্লেখযোগ্য *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন: ক্ষমতার দাপটে আচরণবিধি লঙ্ঘন?

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল-পর্ব সবে শেষ হয়েছে। এরই মাঝে আসতে শুরু করেছে আচরণবিধি লঙ্ঘনের নানা ধরনের অভিযোগ। বিশ্লেষকরা বলছেন এবার শুরুতেই এত আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণ ক্ষমতার দাপট। যারা লঙ্ঘন করেছেন তাদের অধিকাংশই শাসক দলের। আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীদের তালিকায় একজন মন্ত্রী, তিন প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানসহ আরো অনেকে আছেন। আচরনবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রশ্ন করায় চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী একজন সাংবাদিককে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচন কমিশন মোট ২২ জনকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। যারা আচরণ বিধি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল

পরিচয় ডেস্ক: শ্রমিকদের করা মামলায় ১০৩ কোটি টাকা দিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কল্যাণের বিরুদ্ধে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।গত বৃহস্পতিবার (২৯ নভেম্বর) বিচারপতি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাত তাদের সরকারকে পাত্তা দেয় না বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, 'আমাদের বেসরকারি খাতের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি এটাও বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্রে সরকার বললেই পণ্য যাওয়া বন্ধ হয় না। কারণ সেখানে বেসরকারি খাত পণ্য কেনে। তারা সরকারকে অনেক সময় পাত্তাই দেয় না। তারা কেনে কারণ তারা জিনিস সস্তায় পায়।'

বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) মার্কিন শ্রমবিষয়ক নতুন নীতি নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের

কমার্শিয়াল মিনিস্টারের পাঠানো চিঠির বিষয়ে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন।

আবদুল মোমেন আরো বলেন, 'তৈরি পোশাকশিল্প ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং যারা কেনে, তারাও ব্যক্তি মালিকানাধীন। ক্রেতারা ভালো মানের পণ্য ঠিক সময়ে সস্তায় পায়। আমি শুনেছি এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখছে। আমি এ বিষয়টি দেখি না।'

তিনি বলেন, 'চীনের ওপর কত ধরনের সীমাবদ্ধতা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো হোম ডিপোতে গেলে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার পদ থেকে সজীব ওয়াজেদের পদত্যাগপত্র গৃহীত

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। প্রধানমন্ত্রী এ পদত্যাগপত্র গ্রহণও করেছেন। বুধবার (২৯ নভেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এম এম ইমরুল কায়েস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পাট থেকে তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের উত্থানের গল্প

ড. জাইদি সাত্তার: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শিল্প খাত বলতে ছিল পাট শিল্প। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত হিসেবে গুরুত্বের কারণে পাটকে বলা হতো সোনালি আঁশ। একদিকে পাট শিল্পের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়ভাবে উত্থান হয় তৈরি পোশাক শিল্পের (আরএমজি)।শুরুর দিকে কেউই ভাবেনি আরএমজিতে বাংলাদেশ এত দূর যাবে এবং বিশ্বের শীর্ষ তিন রফতানিকারকের জায়গায় চলে যাবে।

পাট শিল্পের সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি ছিল আমাদের দেশে এর ব্যাপক ফলন হয়। অর্থাৎ এ শিল্পের কাঁচামাল দেশেই পাওয়া যায়। আমাদের জুট মিলগুলোও ছিল অনেক বড়। আদমজী জুট মিলস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাট কারখানা ছিল। ১৯৮০ সাল নাগাদ শতকরা ৭০ ভাগ রফতানি ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য (জুট, র জুট ও জুট গুডস)। কিন্তু নব্বইয়ের দশক আসতে আসতে সেটা নেমে ৪০ শতাংশে এসে গেল। আশির দশক থেকে তৈরি পোশাক শিল্পের আবির্ভাব হলো। এখানে দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি দাইয়ুর একটা বড় অবদান ছিল। সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশে আমরা তুলা উৎপাদন করি না। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিও এত বড় ছিল না। সে সময় বরং ভারত ও পাকিস্তান অনেক এগিয়ে ছিল। সে হিসেবে তাদেরই তো পোশাক শিল্পের রফতানিতে বড় হওয়ার কথা। বাংলাদেশ কী করে পারল? সেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার যে কোম্পানি দাইয়ু গ্রুপ তারা দেখিয়ে দিল আমরা তৈরি পোশাকে ভালো করতে পারি।

আমাদের তখন প্রায় ৪০ শতাংশ পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশের বেশি শুল্ক ছিল। ওই অবস্থায় রফতানি করা মুশকিল ছিল। কারণ তখন বিশেষ করে পোশাক শিল্পে শতকরা ৯০ ভাগ কাঁচামাল কাপড়, ইয়ার্ন ও অ্যাকসেসরিজড়াব আমদানি করতে হতো। কিন্তু সে অবস্থায় আমরা কী করে রফতানি করতে পারলাম। প্রধান কারণ হচ্ছে পোশাক শিল্প হচ্ছে শ্রমঘন শিল্প। টেক্সটাইলের প্রক্রিয়ায় যে শেষ ধাপ, সেটা হচ্ছে কাপড় বানানো বা তৈরি করা, সেটি শ্রমঘন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রমঘন শিল্পে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি বুঝল বাংলাদেশে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যাবে। এদিকে ১৯৭৪ সালে মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট (এমএফএ) হলো। উন্নত বিশ্ব অনুভব করল উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে নিজেদের আমদানি সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেহেতু ইইউ আমদানি সীমিতকরণ প্রত্যাখ্যান করে, রফতানি বাড়তে থাকে। পরে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড (জিএটিটি) উরুগুয়ে রাউন্ডে টেক্সটাইল বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এখতিয়ারে আসে। সবশেষে এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইল অ্যান্ড ক্লদিং এমএফএর অধীন কোটা পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করার পথ খুলে দেয়।

দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুরের মতো দেশ প্রচুর পোশাক রফতানি করত। সে সময় যেসব দেশ রফতানি করতে পারছিল না, তাদের কোটা দিল এমএফএ। একটা বাজারের ব্যবস্থা হলো, কিন্তু রফতানি করতে হলে তো প্রস্তুত করতে হবে। সেসব বাজারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে রফতানি করতে হবে। সেই পথটা দেখাল দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানি। তারা বাংলাদেশকে বোঝাল, তোমরা এত শুল্ক দিয়ে কাঁচামাল আমদানি করে পোশাক শিল্পের রফতানি করতে পারবে না। এটাকে যদি ডিউটি ফ্রি (শুল্ক মুক্ত) আমদানির ব্যবস্থা করা যায় তখন ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এগিয়ে এলেন নুরুল কাদের খান নামে এক জাঁদরেল আমলা। সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি দেশ গার্মেন্টস চালু করলেন। তিনি তখন বুদ্ধিটা সরকারকে দেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়ে কথা বলেন। যেহেতু তিনি প্রভাবশালী সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ছিলেন, তার কথা তারা শুনে ডিউটি ফ্রি আমদানির ব্যবস্থা করেন।

সেই ডিউটি ফ্রি আমদানির ব্যবস্থার ফলে আমাদের যে তুলনামূলক সুবিধা সেটা শ্রমঘন শিল্পে ব্যবহার করতে পারি। এ সুবিধার কারণে ডিউটি ফ্রি কাঁচামাল আমদানির সুযোগ তৈরি হয়। এখন ডিউটি ফ্রি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে এক বছরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা গত এক বছরে যুক্তরাজ্যে সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির দিক থেকে সর্বোচ্চ। এই রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কমপক্ষে ৯১ শতাংশই এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

এ ছাড়া টেক্সটাইল, মৎস্য, বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করা হলেও সেই সংখ্যা অতি নগণ্য বলা যায়। চায়না প্লাস ওয়ান নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে যুক্তরাজ্যে পণ্য রপ্তানি বাড়াতে বাংলাদেশ হাইকমিশন কাজ করছে। কৃষিজাত পণ্য, আনারসসহ বিভিন্ন ধরনের ফল রপ্তানির ওপরও জোর দিচ্ছে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ হাইকমিশন।

সোমবার (২৭ নভেম্বর) ব্রিটেনে সফররত এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের সঙ্গে দেখা করার সময় এসব কথা বলেন সাইদা মুনা।

বাংলাদেশের তৈরি পণ্য মূলধারার বাজারে আনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা যদি মূলধারার বাজারে কী ধরনের পণ্য আসছে এবং সেসব পণ্যের উৎস কোথায়, কী ধরনের চাহিদা রয়েছেড়সেগুলো বিশ্লেষণ করতে পারি, তাহলে সেটি দেশের রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে।'

মাহবুবুল আলম বলেন, বর্তমানে রপ্তানি খাতের মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্পে নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এতে অনেক সম্ভাবনাময় খাত উপেক্ষিত হচ্ছে। যা অর্থনীতির জন্য ভালো দিক না। টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনীতিকে বেগবান করতে পোশাকশিল্পের বাইরে অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও নতুন নতুন বাজার সন্ধান করতে হবে। রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে কৃষিজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, ফুল ও ফল রপ্তানিতে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাহলে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে প্রতিটি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা ২০২২ সালে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার নিজ নিজ দেশে পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। যদিও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অনুমতি ছাড়া অনেক বিদেশি এ দেশে কর্মরত থাকায় এই পরিমাণ আরও বেশি হবে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক এই সংস্থাটির উদ্যোগ গ্লোবাল নলেজ পার্টনারশিপ অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (কেএনওএমএডি) নতুন হিসাবে দেখা গেছে, এর আগের বছরের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স যাওয়া ৩৭ শতাংশ বেড়েছে।

বৈধ পথে পাঠানো রেমিট্যান্সের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স গিয়েছে ১০ কোটি ডলার।

স্থানীয় বিশ্লেষকরা একমত যে, দেশের বাইরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান মনে করেন, অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে দেশের বাইরে রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় অন্তত ২০ গুণ বেশি হতে পারে। তিনি বলেনও অনেক ভারতীয়, পাকিস্তানি, শ্রীলংকান ও কিছু চীনা অনুমতি ছাড়াই বাংলাদেশে কাজ করছেন। বৈধ পথে অর্থ পাঠাতে না পারায় তারা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পাঠান।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের সঠিক সংখ্যা জানা কঠিন। কারণ, পরিসংখ্যান সমন্বিতভাবে প্রকাশ করা হয় না। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়ার্ক পারমিটের ১৫ হাজার ১২৮ আবেদন অনুমোদন দেয়। এটি আগের বছরের তুলনায় ৮৭ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি।

আবেদনকারীরা এসেছেন ১০৬টি দেশ থেকে। বিডা নিবন্ধিত শিল্প প্রকল্প, বাণিজ্যিক কার্যালয় ও অন্যান্য সংস্থায় নিযুক্ত বিদেশিদের জন্য এই অনুমতি দেওয়া হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলছে, ২০২০ সালে দেশে কর্মরত বিদেশিরা প্রতি বছর আনুমানিক ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার পাচার করেন।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেনও বাংলাদেশ থেকে অর্থ দেশের বাইরে যাওয়ার প্রকৃত চিত্রের তুলনায় কেএনওএমএডির তথ্য খুবই নগণ্য। বিশেষ করে, যদি অর্থ পাচারের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়। টিআইবির গবেষণার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ওবেসরকারি খাতে অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রায় আড়াই লাখ বিদেশির অধিকাংশই বাধ্যতামূলক ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই কাজ করছেন। তার মতে, ওপদ্ধতিগত ত্রুটি ও জটিলতা, সমন্বয়ের ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্টদের একটি অংশের সক্ষমতা ও ইচ্ছার অভাবের কারণে এই খাতে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মামুন রশীদ বলেন,ওধারণা করা হয় যে, বিদেশি কর্মীরা বছরে ১০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। সেই তুলনায় ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার খুবই কম বলে মনে হচ্ছে।ওএ তথ্য এমন ইঙ্গিত দেয় যে অর্থ পাচার হয়ে যেতে পারে এবং পরিষেবা খাতের তুলনায় উত্পাদন খাতে অনুমতি ছাড়া কাজ করা বিদেশিদের সংখ্যা বেশি হতে পারে, যোগ করেন তিনি।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুসারে, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে চীনে ৯৯ কোটি ২০ লাখ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ২৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার, মালয়েশিয়ায় ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার ও ভারতে ১২ কোটি ৬০ লাখ ডলার পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে ছিল ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, থাইল্যান্ড, জাপান, নরওয়ে, মিয়ানমার, যুক্তরাজ্য ও ব্রাজিল।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বহির্মুখী রেমিট্যান্সের বিষয়ে কেএনওএমএডির তথ্যকে ওসত্যের ভুল ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, বাণিজ্যিক পেমেন্ট বা সার্ভিস পেমেন্টের ক্ষেত্রে যখনই বিধিনিষেধ থাকবে, তখনই এমনটি ঘটতে বাধ্য ওএটি আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকায় এর প্রসার ঘটছে, যোগ করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) এই সাবেক কর্মকর্তা আরও বলেন,ওবিদেশি কর্মীদের দেওয়া বেতন ও অন্যান্য সুবিধা চলতি হিসাব রূপান্তরযোগ্য পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রায় ২ দশক আগে এই প্রক্রিয়ার অনুমোদন দিতে রাজি হয়। তিনি আরও বলেনওতবে ওয়ার্ক পারমিশন মেকানিজমের মাধ্যমে দেশের বাইরে রেমিট্যান্স পাঠানো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের কারণে দেশের অর্থনীতিকে চরম মূল্য দিতে হয়। আয়কর আকারে সরকার যে রাজস্ব পেত তা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

৯০ লাখ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাই বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতি স্মার্টে রূপান্তরে ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করবে দেশের ৯০ লাখ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই), যা করোনাকালে দিনের আলোর মতো ফুটে উঠেছে। সামনের দিনগুলোতে স্মার্ট অর্থনীতির দিকে যাচ্ছে দেশ। এই লক্ষ্য পূরণে এসএমইদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। এদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার।

গত শনিবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'স্মার্ট এসএমইদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি' শীর্ষক সেমিনার এসব কথা বলেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মো. সামীর সাত্তার। সামীর সাত্তার বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে বেগবান রেখেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা। আমাদের ৯০ লাখ এসএমই উদ্যোক্তারা কৃষি, পণ্য উৎপাদনসহ ব্যবসায়ের বিভিন্ন খাতে প্রায় সাড়ে ২৪ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। তাঁদের জিডিপিতে অবদান ২৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এসএমইদের প্রযুক্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি গ্রহণে স্বল্পসুদে পুনঃ অর্থায়ন সহায়তা প্রদান, ফিনটেক-ব্যবস্থার সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, টেকনোলজি ট্রান্সফার, কর ও শুল্ক বিষয়ক সহায়তা প্রদান, নীতি সহায়তা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিসচিব মো. সামসুল আরেফিন বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট অর্থনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জনগণের ভোগান্তি ও ব্যয় কমবে। অপর দিকে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। এসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থনীতিতে অবদানের বিষয়টি মাথায় রেখে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, মাথাপিছু আয়, জ্বালানি সক্ষমতাসহ অন্যান্য সূচকে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে দেশের বেসরকারি খাত। প্রতিকূলতা মোকাবিলা ও উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সক্ষমতা বাড়ানো গেলে অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন সম্ভব। প্রযুক্তি গ্রহণে ভয়-ভীতি দূর করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) চেয়ারম্যান মুহ. মাহবুবর রহমান বলেন, এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিসিক নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

দুই ভুলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, নির্বাচন ঘিরে আরও সংকটের শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক:ভালোই চলছিল। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও এগিয়ে চলছিল বাংলাদেশ; মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল অর্থনীতি। করোনার বছর ছাড়া গত ১০ বছরে গড়ে প্রায় সাত শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি প্রবৃদ্ধি) অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

অর্থনীতি ও সামাজিক সূচকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতকেও পেছনে ফেলেছিল। আন্তর্জাতিক মহলের সুনামও কুড়াচ্ছিল বেশ ভালোই। বিশ্ব আর্থিক খাতের মোড়ল দুই সংস্থা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও দেশ বাংলাদেশের প্রশংসা করছিল। অনেকে বাংলাদেশকে 'মডেল' হিসেবে নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই দিন আর নেই। বেশ বড় ধাক্কা খেয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি; সব সূচকই এখন নেতিবাচক। মূল্যস্ফীতির পারদ ১০ শতাংশে উঠেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১২ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানি আয় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সও কমছে। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে বিদেশি ঋণ ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে; এখন যে বিদেশি ঋণ আসছে, তার ৭০ শতাংশই চলে যাচ্ছে আগে নেওয়া ঋণের সুদ-আসল পরিশোধে। কোনো দেশের ঋণ-রাজস্ব অনুপাত ২০০ থেকে ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত মেনে নেয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে ঋণ-রাজস্ব অনুপাত ৪০০ শতাংশের বেশি। সে হিসাবে সরকারের ঋণ বিপজ্জনক মাত্রা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ রিজার্ভের চেয়ে বেশি। এদিক থেকেও বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ। আগামী বছর থেকে বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপ বাড়তে থাকবে। ডলারের জোগান না বাড়লে পরিস্থিতি খুবই খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে।

দিন যতো যাচ্ছে। অর্থনীতিতে সংকট ততোই বাড়ছে। সরকার চেষ্টা করছে; কিন্তু আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। উল্টো ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সংকটের নতুন ডালপালা উঁকি দিচ্ছে। অন্যতম প্রধান বিরোধীদল বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে এক মাস ধরে হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি পালন করে চলেছে। এ কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফের জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়েছে। বাসসহ ট্রেনেও আগুনের ঘটনা ঘটছে। ভোট যতো ঘনিয়ে আসবে; সংঘাত ততোই বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজনীতির চাকায় আবারও পিষ্ঠ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সরকারকে অর্থনৈতিক সংকট সামাল দেওয়ার পাশাপাশি বিএনপির নির্বাচন বর্জনের আন্দোলনও সামলাতে হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে-অর্থনীতির এই বেহাল দশা কেন হলো? মূলত দুই ভুলে তছনছ হয়ে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি; ওলোটপালট হয়ে গেছে সব হিসাবনিকাশ। এই দুই ভুলের একটি হচ্ছে-দীর্ঘদিন ডলারের দর একই দামে 'স্থির' রাখা। আর আরেকটি হচ্ছে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশে আটকে রাখা।

দুই বছরের করোনা মহামারির ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল অর্থনীতি। প্রধান সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় ফিরছিল। স্বপ্নের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে ঘিরে দেশের উদ্যোক্তারা নতুন করে বিনিয়োগের ছক কষছিলেন। কিন্তু পৌনে দুই বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সব আশা আকাঙ্খা মাটি করে দিয়েছে; অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুঁটছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলার।

দেড় বছর আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে ৮৪ টাকা ৮০ পয়সায় 'স্থির' ছিল ডলারের দর। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার পর বাড়তে থাকে ডলারের দর; টানা বাড়তে বাড়তে আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারেই এখন প্রতি ডলার ১১০ টাকা ৫০ পয়সায় বিক্রি হচ্ছে। গত ১২ নভেম্বর ডলারের দাম নামমাত্র ৫০ পয়সা কমানো হয়েছে। কিন্তু সেই দরে ডলার মিলছে না। ব্যাংকগুলো ১১৫/১১৬ টাকায় নগদ ডলার বিক্রি করছে; এলসি (আমদানি ঋণপত্র) খুলতে ১১৬/১১৭ টাকায় ডলার কিনতে হচ্ছে। প্রবাসীদের কাছ থেকে রেমিটেন্স সংগ্রহ করছে ১২২/১২৩ টাকায়। কিছুদিন আগে খোলাবাজার বা কার্ব মার্কেটে প্রতি ডলার ১২৮ টাকায় উঠেছিল। এখনও ১২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

২০২১ সালের অক্টোবরে আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪ টাকা ৮০ পয়সা। অর্থাৎ দুই বছর আগে এক ব্যাংক আরেক *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জিএসপি সুবিধা এখনো ঝুঁকির মুখে

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার বা জিএসপি সুবিধা এখনো ঝুঁকির মুখেই রয়েছে। গত মাসের মাঝামাঝি ইইউ প্রতিনিধিদল সফর করে যাওয়ার পর যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে এমন চিত্রই উঠে এসেছে। জিএসপি সুবিধার সঙ্গে শর্ত হিসেবে যুক্ত মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার নিয়ে যেসব উদ্বেগ আগে থেকে ছিল, তার প্রায় সবই হালনাগাদ প্রতিবেদনেও তুলে ধরা হয়েছে।

দুর্বল উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পণ্য রপ্তানিতে সহায়তা করতে এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) নীতির আওতায় জিএসপি সুবিধা দেয় ইইউ। ইবিএর সুবিধাভোগী বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও মিয়ানমার নিয়ে 'জয়েন্ট স্টাফ ওয়ার্কিং ডকুমেন্ট' নামে হালনাগাদ প্রতিবেদন গত ২১ নভেম্বর ব্রাসেলস থেকে প্রকাশিত হয়। এর আগে ১২ থেকে ১৭ নভেম্বর পাঁচ দিনের সফর করে যায় ইইউর প্রতিনিধিদল।

মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, পরিবেশ, জলবায়ু ও সুশাসনের ওপর আন্তর্জাতিক মানকে সম্মান জানানোর শর্ত সাপেক্ষে জিএসপি সুবিধা দেওয়া হয়। এ সুবিধার আওতায় ইইউভুক্ত দেশগুলোতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়া প্রায় ৭ হাজার ২০০ পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। এই সুবিধার ফলে বাংলাদেশি পণ্যের বড় রপ্তানি গন্তব্য এখন ইইউ। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির প্রায় ৪৫ শতাংশ গেছে ইইউভুক্ত ২৭ দেশে।

জিএসপি সুবিধা পাওয়া তিন দেশভ্রবাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও মিয়ানমারের সঙ্গে সম্প্রতি সম্পৃক্ততা বাড়িয়েছে ইইউ। কারণ হিসেবে সংস্থাটি বলছে, দেশগুলোতে মৌলিক মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের মানদণ্ডের প্রতি সম্মান দেখানোর ঘাটতির বিষয়টি জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও সুশীল সমাজের প্রতিবেদনে প্রমাণিত।

ইইউ বলেছে, মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে ব্যর্থ হলে সুবিধাভোগী দেশগুলো তাদের জিএসপি সুবিধা হারাতে পারে। তবে পরিস্থিতি উন্নয়নের বিষয়ে বাংলাদেশের ভালো সম্পৃক্ততার স্বীকৃতিও দিয়েছে ইইউ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিটি দেশের বিষয়ে যথ যথ গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শ্রম অধিকার বিষয়ে সৃষ্টিশীল দ্বিপক্ষীয় মতবিনিময়ের জন্য সম্পৃক্ততায় বেশ জোর দেওয়া হয়। ২০২০-২২ মেয়াদে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টেকসই সহযোগিতা অব্যাহত ছিল।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত মানবাধিকার নীতি গুরুতর ও পদ্ধতিগত লঙ্ঘনের দায়ে ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারিতে কম্বোডিয়ার আংশিক জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিবেদনে। তখন কম্বোডিয়ার রপ্তানি কমে যায়। বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গাজায় বোমার চেয়ে রোগেই বেশি মানুষ মারা যেতে পারে - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলি হামলায় গাজার হাসপাতাল ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। বিধ্বস্ত ভবনের নিচে পচছে মরদেহ। এ অবস্থায় হাসপাতাল ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা না গেলে অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে বোমার চেয়ে রোগে বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) মঙ্গলবার এই সতর্কবার্তা দিয়েছে। গাজায় ইতোমধ্যে ডায়রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। শিশুদের মধ্যে এ প্রকোপ বেশি। নভেম্বরের শুরুর দিকে গাজায় স্বাভাবিকের চাইতে ১০০ গুণ বেশি মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

গাজায় ইতোমধ্যে ৪৪ হাজারের বেশি মানুষ ডায়রিয়া ও ৭০ হাজারের বেশি মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে করে সংস্থাটি।

ডায়রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যার পাশাপাশি গাজায় কলেরা বা ওলাউঠা রোগ বাড়তে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেছে ডব্লিউএইচও। গাজায় ইতোমধ্যে প্রায় ১৮ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। উপত্যকাটির মোট জনসংখ্যা ২৩-২৪ লাখ। অর্থাৎ মৃত্যুপুরীটির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ ইতোমধ্যে স্থানচ্যুত হয়েছে।

স্থানচ্যুত মানুষের মধ্যে জাতিসংঘের কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিয়ে আছে প্রায় ১১ লাখ মানুষ। এসব কেন্দ্রে জ্বালানি ও পানিসহ অন্য নিত্যপণ্যে তীব্র সংকট চলছে। একটি টয়লেট ১০০ জনকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। গোসল করার জন্য ঘণ্টার

পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

জাতিসংঘের হিসাবমতে, গাজার উত্তরাঞ্চলে মাত্র ৫টি হাসপাতাল আংশিক সচল আছে। গাজার উত্তরের এই এলাকায় ইসরায়েলের স্থলঅভিযান চলছে। আর গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সচল আছে ১১ টি হাসপাতালের মধ্যে ৮টি হাসপাতাল। দক্ষিণের হাসপাতালগুলোর মধ্যে কেবল মাত্র একটি হাসপাতালেই গুরুতর ট্রমা রোগীদের চিকিৎসা এবং জটিল অস্ত্রোপচার করার সক্ষমতা আছে।

ডব্লিউএইচও এর মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমরা গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পুনরায় সচল করে তুলতে না পারলে এর পরিণামে বোমা হামলায় আমরা যত মানুষকে মরতে দেখছি, তার চেয়েও আরও বেশি মানুষকে রোগে ভুগে মরতে দেখব।

৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলের প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়। আহত হয় প্রায় ৪ হাজার। হামাস জিম্মি করে নিয়ে আসে ২৪০ জনকে।

জবাবে গাজায় নির্বিচারে বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, গোলা ও ড্রোন হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ৪৮ দিনে ১৪ হাজার ৮৫৪ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শিশু ৬ হাজার ১৫০। নারী ৪ হাজারের বেশি। একই সময়ে আহত হয়েছে ৩৬ হাজার।

হামলার পর থেকে গাজায় প্রায় ৭ হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। এর মধ্যে শিশু ৪ হাজার ৭০০। বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজার পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরেও হামলা ও ধরপাকড় বাড়িয়েছে ইসরায়েল। ৭ অক্টোবরের পর থেকে সেখানে অন্তত ২৩৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শিশু প্রায় ৫৩। আহত হয়েছে প্রায় ১ হাজার। গ্রেপ্তার হয়েছে আরও প্রায় ৩ হাজার।

কাতার, যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের মধ্যস্থতায় *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

চীনে শিশুদের নিউমোনিয়া বাড়ছে কেন?

পরিচয় ডেস্ক: চার বছর আগে চীন থেকে শুরু হওয়া কোভিড সংক্রমণের ঘটনা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং লাখ লাখ মানুষ এতে আক্রান্ত হন। এই মুহূর্তে সেখানকার উত্তরাঞ্চলের শিশুদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবর বিবিসির।

সম্প্রতি চীনের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে বিপুল সংখ্যক অসুস্থ শিশু চিকিৎসার জন্য এসেছে বলেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে। শিশুদের মধ্যে এই শ্বাসকষ্টজনিত রোগের কারণ হিসেবে চীনে কোভিড-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া ও শীতের মওসুম- এই দুটি বিষয় উঠে এসেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, চীনে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থদের সংখ্যা কোভিডের মতো মারাত্মক নয় এবং সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে কোনো নতুন বা অস্বাভাবিক রোগজীবাণুও পাওয়া যায়নি।

কোভিড-বিধি পালনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে বেইজিং-এ শিশুদের ফ্লু-জাতীয় রোগের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২২ নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে চীনের কাছে এ বিষয়ে আরও তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে মাস্ক পড়া এবং টিকা নেওয়ার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে আরও তথ্য চেয়ে পাঠনোর পর, চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের (এনএইচসি) কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সিনহুয়ার নিবন্ধে বলা হয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের রোগ নির্ধারণ ও যত্নের দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

পরে ২৩ নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক বিবৃতিতে জানায়, চীন কোনো অস্বাভাবিক বা নতুন রোগজীবাণু শনাক্ত করতে পারেনি এবং দেশটির উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা একাধিক রোগজীবাণুর কারণে হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, গত তিন বছরের তুলনায় অক্টোবর থেকে চীনের উত্তরাঞ্চলে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং চীনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মারিয়া ভ্যান করখভ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

এক বছর আগেই হামলার তথ্য জেনেছিল ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: হামাস ইসরায়েলে ৭ অক্টোবর যে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে, সেই হামলার পরিকল্পনার খবর আগে থেকেই ইসরায়েলের কাছে ছিল। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের আরও এক বছর আগেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল।

হামাসের ওই হামলায় প্রায় ১২০০ ইসরায়েলি নিহত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের যখন হামাসের এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয় তখন তারা এটিকে 'অবিশ্বাস্য' বলে উড়িয়ে দেয়। মার্কিন গণমাধ্যমটির দাবি, ওই হামলা নিয়ে ৪০ পাতার 'নীলনকশা' তাদের হাতে রয়েছে। যেখানে হামাসের এই হামলার পরিকল্পনার একটি বিস্তর বিবরণ রয়েছে। ইসরায়েলি গোয়েন্দারা এর কোড নাম দিয়েছিল 'জেরিকো ওয়াল'। তবে তারা আসলে বিশ্বাস করেনি হামাস শেষ পর্যন্ত এমন আক্রমণ চালাতে পারবে। হামাসের ৭ অক্টোবরের ওই আক্রমণের সঙ্গে ইসরায়েলের কাছে থাকা তথ্যের ব্যাপক মিল রয়েছে। ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে গাজার সঙ্গে ইসরায়েলের সীমান্ত অকার্যকর করে দেওয়ার বিষয়টিও আগে থেকেই

জানত ইসরায়েল। এরপর প্যারাগ্লাইডার দিয়ে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাস সদস্যদের প্রবেশের পরিকল্পনার বিষয়েও অবগত ছিল তারা। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, হামাস সদস্যরা জেরিকো ওয়াল পরিকল্পনা দারুণভাবে অনুসরণ করেছিল হামলার দিন। গত বছর যখন ইসরায়েলি গোয়েন্দারা এই পরিকল্পনার খবর পেয়েছিল তখন তারা বলেছিল যে, এমন কিছু করার ক্ষমতা হামাসের নেই। তাছাড়া তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার বিষয়েও নিশ্চিত না। যদিও গত জুলাই মাসে আরেক বিশ্লেষক ইসরায়েলকে সাবধান করেছিলেন যে, হামাস সদস্যরা সাম্প্রতিক সময়ে এমন সব প্রশিক্ষণ নিচ্ছে যার সঙ্গে জেরিকো ওয়াল পরিকল্পনার মিল রয়েছে।

হামাসের ছক : কিন্তু ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের যখন হামাসের এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয় তখন তারা এটিকে 'অবিশ্বাস্য' বলে উড়িয়ে দেন। তারা আসলে বিশ্বাস করেননি হামাস শেষ পর্যন্ত এমন আক্রমণ চালাতে পারবে। খবর নিউইয়র্ক টাইমস।

বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব: জীবনঝুঁকিতে মধ্যপ্রাচ্যের লাখো মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: তেল খননের সময় বর্জ্য গ্যাস পোড়ানো বা গ্যাস ফ্লারিংয়ের সময় নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে লাখ লাখ মানুষের জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা বিবিসির এক তদন্তে এ তথ্য উঠে এসেছে। গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ বিষয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যেপ্রাচ্যে এবং উপসাগরজুড়ে ফ্লারিং অর্থাৎ খনি থেকে তেল বের করার সময় যেসব বর্জ্য গ্যাস পোড়ানো হয় তা দিয়ে প্রচুর বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। বিবিসির গবেষণায় উঠে এসেছে, গ্যাস ফ্লারিংয়ের কারণে দূষণ শত শত মাইল ছড়িয়ে পড়ছে এবং সমগ্র আরব অঞ্চলজুড়ে বায়ুর গুণমান খারাপ করছে। এমনকি কপ ২৮ আয়োজনকারী দেশ আরব আমিরাতেও এ সমস্যা রয়েছে। ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন কপ ২৮ আয়োজন উপলক্ষে এ বিষয়টি নজরে এসেছে। যদিও সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০ বছর আগে ফ্লারিং নিষিদ্ধ করেছে। তবে বিবিসি প্রকাশিত স্যাটেলাইট চিত্রগুলোতে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে এখনো ফ্লারিং অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছে আরব আমিরাতের বাসিন্দা এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলোর মানুষ।

গবেষণার অংশ হিসেবে ইরাক, ইরান এবং কুয়েতের গ্যাসকূপগুলোর দূষণও বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তবে জড়িত সব দেশ হয় মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে বা প্রতিক্রিয়া জানায়নি বলে জানিয়েছে বিবিসি। অন্যদিকে তেল কোম্পানিগুলো বলছে, তারা বিপি এবং সেল সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে এবং গ্যাস ফ্লারিং নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। দূষণকারী পদার্থের মধ্যে রয়েছে পিএম ২.৫, ওজোন, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এবং বেনজো পাইরিন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

Alliance of South Asian American Labor - ASAAL

You are cordially invited to attend

16th Annual Convention 2023

Saturday, December 2, 2023 from 2 pm to 9 pm

MARRIOTT

Marriott at the Brooklyn Bridge
333 Adams St, Brooklyn, NY 11201

FREE ADMISSION
REGISTRATION IS REQUIRED

PROGRAM

2:00 pm – 9:00 pm Registration: Registration by Chapters

2:30 pm – 3:30 pm Opening Session: The Pledge of the Legion, Manha K. Mahjabeen
Opening Remarks – Convention Committee Chair Dr. Golam M.I. Chowdhury, MS (Med), PhD Research Scientist of Psychiatry, Yale University.
Welcome Remarks – Mohammed Karim Chowdhury, National Secretary,
State of the ASAAL – Maf Misbah Uddin, Founder and National President

3:30 pm – 5:00 pm
Our Seminars:
The 2024 Presidential Election – The Impact of the South Asian Vote
South Asians in America – Be a Winning Candidate
Physicians' shortage and its solution by residency eligible applicants in the New York State

5:00 pm – 6:00 pm Awards Ceremony:
- Hon. Michael Cusick, State Assemblyman (2002-2022)
- Vincent Alvarez, President of the New York City Central Labor Council
- Richard Davis, President of the TWU Local 100
- Jumah Jennifer Gray-Brumskine (Posthumously)

6:00 pm – 8:30 pm General Session and Addresses:
Hon. Kirsten E. Gillibrand, United States Senator for New York
Hon. Thomas DiNapoli, New York State Comptroller
Hon. Andrea Stuart-Cousins, NYC Senetor Majority Leader
Hon. Eric Adams, Mayor, the City of New York
Hon. Jumaane D. Williams, Public Advocate of the City of New York
Hon. Brad Lander, Comptroller of the City of New York
Hon. Donovan Richards, Queens Borough President
Hon. Venessa Gibson, Bronx Borough President
Hon. Antonio Reynoso, Brooklyn Borough President
Hon. Mark Levine, Manhattan Borough President
Hon. Sheikh Rahman, Georgia State Senator, Georgia SD 5
Hon. Nabillah Islam, Georgia State Senator-elect, Georgia SD 7
Hon. Jamaal Bailey, Senetor Bronx SD 36 and Bronx Borough Democratic Party Chair
Hon. Leroy Comrie, Senetor Queens SD 12
Hon. John C. Liu, Senetor, Queens SD 16
Hon. Monika R. Martinez, Senetor Long Island SD 4
Hon. Nethalia Fernandez, Senetor Bronx SD 34
Hon. David I. Weprin, Assemblyman, Queens AD 24
Hon. Karines Reyes, Assemblywoman, Bronx AD 87
Hon. Yudelka Tapia, Assemblywoman, Bronx AD 86
Hon. Ron Kim, Assemblyma, Queens AD 40
Hon. Harvey Efstein, Assemblyman Manhattan AD 74
Hon. Eric Martin Dilan, Assemblyman, Brooklyn AD 54
Hon. Khaleel Anderson, Assemblyman, Queens AD 31
Hon. Zohran Mamdani, Assemblyman, Queens AD 36
Hon. Jessica Gonzalez Rojas, Assemblywoman, Queens AD 34
Hon. Jenifer Rajkumar, Assemblywoman, Queens AD 38
Hon. Phara Souffrant Forest, Assemblywoman, Brooklyn AD 57
Hon. Nickki Lucus, Assemblywoman, Brooklyn AD 60
Hon. Steve Raga, Assemblyman-elect, Queens AD 30
Hon. Sam Burger, Assemblyman, Queens AD 27
Hon. Gale A. Brewer, Councilwoman, Manhattan CD 6
Hon. Farah Louis, Councilwoman, Brooklyn CD 45
Hon. Sandra Ung, Councilman, Queens CD 20
Hon. Shekar Krishnan, Councilwoman, Queens CD 25
Hon. Linda Lee, Councilwoman, Queens CD 23
Hon. Janes F, Gennaro, Councilwoman, Queens CD 24
Hon. Shahana Hanif, Councilwoman, Brooklyn CD 39
Hon. Rita Joseph, Councilwoman, Brooklyn CD 40
Hon. Crystal Hudson, Councilwoman, Brooklyn CD 35
Hon. Kamilla Hanks, Councilwoman, Staten Island CD 49

8:30 pm – 9:30 pm Remarks from the Labor:
Anthony Hermon, NYC President NAACP; Program Director UFT
Pedro A. Cardi, Jr. NYC President NYC Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA); President, Teamsters Local 210
Charles Jenkins, President NYC Coalition of Black Trade Unionist (CBTU); Executive Vice Presidednt TWU Local 100
Sharon DeSilva, Vice President Public Employee Federation (PEF)
Darlene Williams, Vice President, Public Employee Federation (PEF)
Debrah Wiliams, President Local 1930 and Vice President DC 37

9:30 pm – 9:35 pm Vote of Thanks: Dr. Rafeeque Ahmed, ASAAL Healthcare Professionals Chapter

Maf Misbah Uddin
National President

Md. Karim Chowdhury
National Secretary

"Our Work, Our Strength - 2024 Presidential Election"

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

New York New Jersey Georgia Michigan Maryland Pennsylvania Virginia Florida Los Angeles Washington DC

www.asaal.org asaal@asaal.org @asaal08 1-800-464-7370 Alliance of South Asian American Labor (ASAAL)

গৌরী সেনের নোটের ভোট, গণতন্ত্রের বড় চোট

হেলাল মহিউদ্দীন

গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কয়েক দিন পরের ঘটনা। গাড়িতে কর্মস্থলে যাচ্ছিলাম। চালক এই আলাপ সেই আলাপে জানালেন তাঁর এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কথা। বললেন, এক কোটি টাকা খরচ করেছেন জিতে যাওয়া চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। মুচকি হেসে জানতে চাইলাম, গুনল কে? হিসাব জানলেন কীভাবে? তিনি যত উপায়ে সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তাঁর কথা সত্য। কসম-কিরা কেটে জানালেন, শুধু মেম্বার পদপ্রার্থীরাই একেকজন খরচ করেছেন ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা।

ধরেই নিলাম অতিকথন। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা ব্যতিক্রম। তবে যা রটে, তার কিছু ঘটলেও অঙ্কটি কম হওয়ার কথা নয়। চালকের অতিকথনটিই স্থানীয় নির্বাচনের খরচ কী রকম, তা জানতে আমাকে আগ্রহী করে তুলল। তারপর হাটে-মাঠে যখন যেখানে কোনো কাজে গিয়েছি, সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চেয়েছি, আপনাদের জিতে যাওয়া চেয়ারম্যান কী রকম খরচ করেছেন? উত্তরগুলো গড় করে ৪০ থেকে ৫০ লাখের কম খরচের বিবরণ কোথাও পাইনি। যখনই প্রশ্ন করেছি, এত টাকা খরচ করে তাঁদের কী লাভ? উত্তরদাতারা হেসেছেন। লাভালাভের পথঘাট জানিয়েছেন। উত্তরগুলো এতটাই অসম্মানজনক, পত্রিকার পাতায় বা জনপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।

২.

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ লাখ টাকা। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সিংহভাগের নির্বাচন খরচের চেয়েও কম। কমিশন খরচের একটি কাগুজে হিসাব নেবে। চাইলে আমাদের জানাবেও। জিতে যাওয়া ব্যক্তিদের কেউ ২৫ লাখের বেশি খরচ দেখাবেন কি? এবার তো মাঠেই থাকবে প্রবাদের গৌরী সেন। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' অবস্থাটি কেন তৈরি হবে? কারণ অসংখ্য।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে নেমেছেন অসংখ্যজন। কারণ, তাঁরা বুঝে গেছেন, এ রকম ঘোলা পানি খুব সহজে মেলে না। মাছ শিকারের এটিই মোক্ষম সময়। কে না বোঝে, ভুঁইফোড় নাম না জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের একেকজন তিন থেকে চারটি আসনের মনোনয়ন ফরম কিনছেন? প্রতিদিনই ভোটপ্রার্থীর সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, অবাক না হয়ে উপায় কী! ভোটপ্রার্থী অর্থাৎ সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের মধ্যে যে রকম ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার-সুনামি, সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখা মিলছে না।

আমার ব্যক্তিগত যানবাহন নেই। রিকশা-সিএনজিচালিত অটোরিকশা যেটিতেই চড়ি, চালকদের জিজ্ঞাসা করি, ভোটের সময় কোথায় থাকবেন, ঢাকায় না দেশগ্রামে? একজনও পাইনি, যাঁর উত্তর পছন্দের প্রার্থীকে জেতাতে ভোট দেবেনই দেবেন। কয়েকজন সরাসরি জানালেন, ভোট তাঁরা দিতে হয়তো দিতে পারেন, তবে সে জন্য তাঁদের টাকাপয়সা দিয়ে খুশি রাখতে হবে। বড় নোট না দিলে শুধু শুকনা কথায় এবার চিড়ে ভিজবে না।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ রকম অনৈতিক কাজটি করবেন? তাঁর উত্তর ছিল, কে নৈতিক কাজ করছে, দেখান। আরেকজন জানালেন, বানোয়াট বিরোধী প্রার্থী কেনাকাটার হাটই যদি বসে যেতে পারে, আমাদেরই কেন ভালো মানুষ হয়ে থাকতে হবে। আমাদের অনৈতিক ভোটের অর্থনীতি ভোটপাগল আমনাগরিককেও টু পাইস কামানোয় উৎসাহিত করে তুলছে। বিষয়টি কি আশঙ্কাজনক নয়?

এবারের নির্বাচনে আগের মতো জনমানবহীন ভোটকেন্দ্র মোটেই দেখানো যাবে না। পত্রপত্রিকা, টিভিতে, ক্যামেরায় প্রমাণ থাকতে হবে ভোটকেন্দ্রে মানুষের ঢল। আন্তর্জাতিক মহলসহ বিদেশি পত্রপত্রিকাতেও ভোটারপূর্ণ কেন্দ্রের ছবি-ভিডিও ছাপার দরকার হবে। তলানিতে থাকা ভোটার-উৎসাহকে চাঙা করতেও টাকার দরকার। আগের নির্বাচনগুলোয় আমরা ভোট কেনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। এবার ভোটের পাশাপাশি ভোটার কেনার মচ্ছব হবে অনুমান করা যায়।

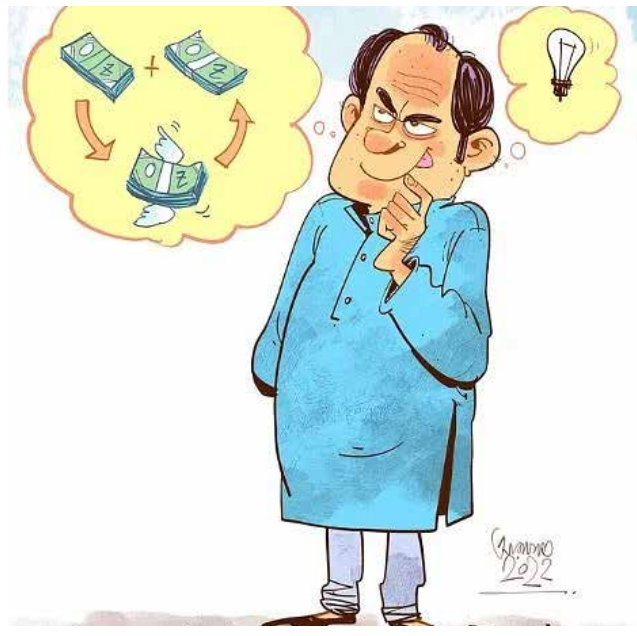

এই সময়ে 'উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর স্বতঃস্ফূর্ত ভোটার' বলতে রয়েছেন শুধু দলীয় কর্মীরাই। এবারের নির্বাচনে তাঁদের পেছনেও অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি খাইখরচের টাকাকড়ি বিলাতে হবে। কারণ, তাঁরাই আসন্ন নির্বাচন সফল করে তুলতে পারার মূল কারিগর। সুতরাং, তাঁদের দাবিও অন্য সময়ের চেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

৩.

নির্বাচনকালে দেশের অর্থনীতি চাঙা হয়ে ওঠে। বাজারে অর্থপ্রবাহ বাড়ে, কিন্তু অর্থপ্রবাহ কোথা হতে শুরু, কোথায় শেষ, বোঝার উপায় থাকে না। বাজারে কালোটাকা নামে বেশি। টাকার সাদাকালো চেনার সহজ উপায় নেই। তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন ব্যাংক) থেকে নয়, খুঁজে না পাওয়া নানা সূত্র থেকে মুড়িমুড়কির মতো নগদ টাকায় বাজারে সয়লাব হয়। তখনই টের পাওয়া যায় কিছু কিছু ভাগ্যবানের ঘরের সিন্দুক-আলমারিও কম বড় টাঁকশাল নয়।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় একই আসনে একই দল থেকে একাধিক প্রার্থীর প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতা অনুচিত কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত হওয়া প্রার্থীরাই নির্বাচন করবেন। অন্যদের দলীয় শৃঙ্খলা মেনে নিতে হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করার যে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে তাতে দলের মনোনীত প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতে পারে স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়ানো তারই দলের প্রার্থীর সঙ্গে।

এবার প্রতিটি আসনের বিপরীতে আওয়ামী লীগ থেকে গড়ে ১১ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। কেউ কেউ নিজেকে জনপ্রিয় মুখ ভেবে, জিতবেনই বিশ্বাসে তেমনটি করবেন। কেউ কেউ শুধুই কামানোর ধান্দায় দর-কষাকষিতে লেগে থাকবেন। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিয়েও অনেকে প্রার্থী হবেন। তারপর চলবে সরে দাঁড়ানোর দরদাম-দামাদামি। অবস্থা এখন আরও সহজ হয়ে এসেছে। খবর হয়েছে, শাসক দলের বিকল্প প্রার্থীই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই বৈধ ঘোষণা হতে পারে।

৪.

ঘাটে ঘাটে অপরাধী চক্রও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সংসদ সদস্য পদে মনোনয়ন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দালালি-বাণিজ্যে নামা চক্রের দু-একজন ধরাও পড়ছে অপরাধ দমন বিভাগ ও গোয়েন্দা সদস্যদের হাতে। নির্বাচনের অর্থনীতিতে চাঁদাবাজিরও বড় ভূমিকা থাকে। আবার নিজেদের চাঁদাবাজির হাত থেকে রক্ষার চালাকির বিষয়ও থাকে।

এ বিষয়ে একটি বহুল প্রচলিত গল্প আছে। সত্য হোক বা বানোয়াট হোক, গল্পটি এমন: একজন সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন। সালটি সম্ভবত ১৯৯৫। সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার জেতার সম্ভাবনা কতটা?' তিনি উত্তর দিলেন, একেবারেই সম্ভাবনা নেই। কৌতূহলী সাংবাদিকের পাল্টা প্রশ্ন, মোটেই সম্ভাবনা নেই জেনেও কেন নির্বাচন করছেন। তাঁর উত্তর, নির্বাচন করছি, কারণ পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকায় আমার প্রচার-প্রচারণা, পোস্টার, নাম কামাই সবই হয়ে যাবে। নির্বাচন না করলে ঘাটে ঘাটে প্রার্থীদের চাঁদাই দিতে হবে নিজের খরচের কয়েক গুণ বেশি।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন বনাম রাজনীতির হারজিত

বিভুরঞ্জন সরকার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে। বিএনপির মতো একটি জনসমর্থন থাকা বড় দল নির্বাচন থেকে দূরে থাকলে সেই নির্বাচন কীভাবে অংশগ্রহণমূলক হবে, সে প্রশ্নও আছে। আবার নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বিএনপিই বা কীভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে টিকে থাকবে, সেটাও অনেকের জিজ্ঞাসা।

বিএনপি শেষ মুহূর্তে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে বলে কেউ কেউ আশা করলেও তা আর হবে বলে মনে হচ্ছে না। বিএনপি আন্দোলনে থাকার কৌশলে অনড় থাকছে। বিএনপিসহ অন্য যারা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে দিন-তারিখও নির্ধারণ করেছিল, তাদের এখন 'কূল নাই, কিনার নাই' অবস্থা। 'একতরফা' নির্বাচন রাজনৈতিক সংকট না কমিয়ে বাড়াবে বলে আশঙ্কা থাকলেও এখন বোধ হয় অন্য কোনো বিকল্প নেই। এখন শুধু এটাই বলা যায় যে ৭ জানুয়ারি দেশে একটি নির্বাচন হবে এবং আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এসে নতুন রেকর্ড গড়বে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকে আওয়ামী লীগ এবার কৌশল বদল করেছে। এবার নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যে হবে তার আলামত এখনই লক্ষ করা যাচ্ছে। এবার আর কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আসতে পারবেন না।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। কোনো হস্তক্ষেপ হবে না। ২৬ নভেম্বর গণভবনে নৌকার মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচনে যেন কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়ে না আসতে পারে। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। এ জন্য কেউ যেন কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় কিংবা প্রচারকাজে বাধা না দেয়।

তবে এই সিদ্ধান্তের কারণে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাবে কি না, সে প্রশ্নটিও এখনই সামনে আসছে। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে অনেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন। কোনো কোনো আসনে আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ লড়াই হওয়ার আশঙ্কাও দেখা যাচ্ছে। সে জন্য মনোনয়ন পেয়েও কোনো কোনো প্রার্থী উল্লসিত না হয়ে উল্টো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

ইতিমধ্যে যেসব দল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, সেই সব দলের নেতারাও চিন্তামুক্ত নেই। এটা অনেকের জানা যে ছোট দলের বড় নেতাদের বেশির ভাগেরই নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা নেই। কারও আবার এলাকা থাকলেও সেখানে হয়তো আরও এক বা একাধিক জনপ্রিয় নেতা আছেন। ফলে কোনো কোনো জাতীয় নেতা আওয়ামী লীগের সমর্থন ছাড়া নিজস্ব জনপ্রিয়তায় বিজয়ী হয়ে আসার আশা করেন বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগ আসন ছাড় বা সমঝোতা নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু কতটি আসনে এই ছাড় দেওয়া হবে, সেটা এখনো স্পষ্ট করা হয়নি। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ ৭০-৮০ আসনে ছাড় দিতে পারে।

জানা গেছে, জাতীয় পার্টিসহ যেসব দল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, তাঁরা ভোটে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা চেয়েছেন। তা ছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পেয়েই দলগুলো নির্বাচনে

অংশ নিচ্ছে। সংসদকে কার্যকর করতে শক্তিশালী বিরোধী দল প্রয়োজন; তাই এসব দলের শীর্ষ নেতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যেন সহজে বিজয়ী হয়ে আসতে পারেন, সে জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার আশায় আছেন সবাই।

২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সঙ্গে মহাজোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে দলটির সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এর মধ্যে বিকল্পধারাও ছিল। সেই নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি করেই অংশ নেয় জোট শরিকেরা। ওই সব দলের নেতারা যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেসব আসনে দলীয় প্রার্থী দেয়নি আওয়ামী লীগ। ক্ষমতাসীন দলটির নেতা-কর্মীরা জোটের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেন। বেশির ভাগ আসনে শরিকেরা বিজয়ী হন।

এবার শরিকদের মধ্যে জাতীয় পার্টি এককভাবে ৩০০ আসনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সোমবার ২৮৯টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে দলটি। আগের দিন রোববার ২৯৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। ১৮১টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে ১৪ দলের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। আর ৩০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে ওয়ার্কার্স পার্টি। পৃথকভাবে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে সাম্যবাদী দল ও তরীকত ফেডারেশন। এ ছাড়া বিকল্পধারাও আলাদা প্রার্থী ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।

পৃথকভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তৃণমূল বিএনপি, বিএনএম, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, কল্যাণ পার্টিসহ আরও কয়েকটি দল।

নিজ নিজ দল থেকে প্রার্থিতা ঘোষণা করলেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে ইসিতে চিঠি দিয়েছে ১০টি রাজনৈতিক দল। এগুলো হলো: জাতীয় পার্টির একটি অংশ (রওশন এরশাদ), জাতীয় পার্টি-জেপি (মঞ্জু), বাংলাদেশের সাম্যবাদী

দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ ও তরীকত ফেডারেশন।

জোট ও মহাজোটের শীর্ষ নেতাদের যাঁরা এমপি আছেন, তাঁদের আসনেও প্রার্থী দিয়েছে আওয়ামী লীগ। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের লালমনিরহাট-৩ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দিয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমানকে। জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদের ময়মনসিংহ-৪ আসনে এবার আওয়ামী লীগ প্রার্থী করেছে মোহিত উর রহমান শান্তকে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর আসন কিশোরগঞ্জ-৩। এখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী করেছে নাসিরুল ইসলাম খানকে। কাজী ফিরোজ রশীদের ঢাকা-৬ আসনে সাবেক মেয়র সাঈদ খোকনকে প্রার্থী করেছে আওয়ামী লীগ।

সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার ঢাকা-৪ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন সানজিদা খানম।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের ঢাকা-৮ আসনে আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমকে প্রার্থী করা হয়েছে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশার রাজশাহী-২ আসনে নৌকার মনোনয়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ আলী। জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর কুষ্টিয়া-২ আসনে আওয়ামী লীগ কাউকে মনোনয়ন দেয়নি। জাসদ সাধারণ সম্পাদক শিরিন আখতারের ফেনী-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দিয়েছে একসময়ের তুখোড় আমলা আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিমকে। বিকল্পধারা বাংলাদেশের মাহি বি চৌধুরীর মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে মহিউদ্দিন আহমেদকে প্রার্থী করেছে আওয়ামী লীগ। এ ছাড়া জোটের অন্যান্য নেতা যাঁরা বর্তমানে এমপি, তাঁদের আসনেও প্রার্থী দিয়েছে ক্ষমতাসীন

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

বাংলাদেশে চীনের ফুটপ্রিন্ট কতটা গভীর

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশে গত এক দশক ধরে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেখা গেছে। কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ, কোনোটার কাজ এখনো চলছে। এসব প্রকল্পের অনেকগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত চীন। তেমন কিছু প্রকল্প হলো, পদ্মা সেতু, পদ্মা রেল (ঢাকা-মাওয়া-যশোর), কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র, দাসেরকান্দি পয়োবর্জ্য শোধনকেন্দ্র।

এ ছাড়া আরও আছে ফোর টায়ার ডেটা সেন্টার, শাহজালাল সার কারখানা, পদ্মা পানি শোধনাগার প্রকল্প, তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ও ডিজিটাল সরকার প্রকল্প, মোবাইল অপারেটরের একচেটিয়া নেটওয়ার্ক ভেন্ডর, গোয়েন্দা সংস্থার আড়ি পাতা বা সিটিজেন সার্ভেইলেন্সে এনটিএমসির ইন্টিগ্রেটেড এলআইসি (লফুল ইন্টারসেপ্ট), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নজরদারি সফটওয়্যার, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র।

৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ, ২৩ বিলিয়ন ডলারের ঠিকাদারি কাজ ও বছরে ১৩ থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলারের আমদানি নিয়ে বাংলাদেশে চীন তার পদচ্ছাপ (ফুটপ্রিন্ট) সুগভীর করে ফেলেছে।

পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন, ঢাকা-মাওয়া-যশোর রেললাইনড়এমন কিছু প্রকল্পকে চীন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বিআরআই প্রকল্প হিসেবে দাবি করে।

এর বাইরে তাদের পরিকল্পিত অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প ১১টি। এর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) জন্য চারটি সমুদ্রগামী জাহাজ কেনা, তিস্তা নদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, আখাউড়া থেকে সিলেট সেকশন পর্যন্ত রেললাইনকে মিটারগেজ থেকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর, ডিজিটাল কানেকটিভিটি স্থাপন ও পৌরসভাগুলোর জন্য পানি সরবরাহ প্রকল্প। এই ১১ প্রকল্পে চীন থেকে ৫০২ কোটি ডলার চাওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পগুলোর কাজ এখনো শুরু হয়নি (২১ নভেম্বর ২০২৩, প্রথম আলো)।

বাংলাদেশে চীনের এসব পদক্ষেপের ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব উপেক্ষা করা আগামী দিনে মুশকিল হয়ে যাবে। চীনের প্রভাবের একটা বাহ্যিক তাৎপর্য হচ্ছে গণতন্ত্রের সংকটে থাকা বাংলাদেশের ক্ষমতাকাঠামোয় বড় একটি বৈশ্বিক শক্তির শক্তিশালী বহিঃসমর্থন থেকে যাওয়া।

অন্যদিকে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় না নিয়ে স্থিতিশীলতার দোহাই দিয়ে ভারত আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটি দেশের পক্ষে এ রকম একাধিক শক্তিশালী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাবের ভার বহন করা কঠিন। বাংলাদেশে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক এটা নিজের স্বার্থেই তারা চাইবে না। কেননা, তাতে প্রতিযোগিতাহীন ঠিকাদারি, ঋণ ও রপ্তানি প্রকল্প এবং বাজার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাংলাদেশে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকলে এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র হলে চীন বাংলাদেশের ২৩ বিলিয়ন ডলারের ঠিকাদারি কাজ পেত কিনা তা এক বড় প্রশ্ন। এখানে অপরাপর এশীয়, ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশগুলো ভাগ বসাত। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা তৈরি হতো। মূল্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের ডলার সাশ্রয় হতে পারত।

চীনের নজর শুধু অর্থনীতি ও বাণিজ্যে, তারা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায় নাড়এ বয়ান থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। ২০২০ সালের পর

থেকে আফ্রিকার সাবেক ফরাসি উপনিবেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। কিন্তু কোনো দেশেই পশ্চিমারা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। প্রতিটি দেশে চীন ও রাশিয়ার মদদে সেনাবাহিনী পশ্চিমা সমর্থনপ্রাপ্ত সরকারগুলোকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে এই শক্তি বাংলাদেশেও পশ্চিমের রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়ে দিতে নীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

চীনের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশকে ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এ ঋণ এখনো সচল হয়নি। তবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে। তবে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল সচল রাখার প্রশ্নে পশ্চিমারা চীন থেকে কাঁচামাল আমদানিতে কোনো বাধা দেবে না।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গত ১২ মার্চ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৮-২২ সময়ে বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ২৫তম। এ সময়ে দেশের মোট আমদানির ৭৪ শতাংশ চীন থেকে হয়েছে (১৩ মার্চ ২০২৩, নিউএজ)।

অর্থাৎ শুধু ফিনিশড পণ্য, মূলধনি যন্ত্র (ক্যাপিটাল মেশিনারি) ও কাঁচামাল নয়, বরং শীর্ষ অস্ত্র আমদানির উৎসও হয়ে উঠেছে চীন, যার ধারেকাছেও কেউ নেই। একক দেশকেন্দ্রিক এ ধরনের সামরিক ও বেসামরিক আমদানি-নির্ভরতার সমস্যা কৌশলগত ও সরবরাহ শৃঙ্খলগতড়দুই দিক থেকেই আছে। একক উৎস থেকেই এত অধিক হারে অস্ত্র কেনা কতটা কৌশলগত ও টেকসই, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে।

তবে চীনের ঋণে উচ্চ সুদের কথা বলা হলেও সেটা ততটা সত্য নয়। বরং চীনের ঋণ মূলত সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ধরনের। এখানে অর্থ, কারিগরি সহায়তা, নকশা, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ প্রায় সবকিছুই (৭৫ থেকে ৮৫ *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়* শতাংশ) চীন থেকে আনার বাধ্যবাধকতা থাকে। ফলে

দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ থাকে না।

চীনা ঋণ প্রকল্পের সুদের হার ২ শতাংশের মতো, যা অপরাপর ঋণ প্রকল্পের মতোই কিংবা কিছু ক্ষেত্রে কিছু কম। কিন্তু চীনের প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগ আন্তর্জাতিক দরপত্রের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে হয় না বলে প্রকল্পের খরচ অনেক বেশি হয়। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি), জাইকা, বিশ্বব্যাংকের ঋণের মতোই চীনা প্রকল্পে পাঁচ বছর গ্রেস পিরিয়ড থাকে। তবে চীনের ঋণ আনুমানিক ১৫ বছরে পরিশোধ করার শর্ত থাকে, যেখানে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান ঋণ পরিশোধে ৩০ বছর পর্যন্ত সময় দেয়। অর্থাৎ চীনের ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে হয়, তাই কিস্তি প্রতি জমার পরিমাণ বেশি।

আমদানির উৎস বহুমুখী হওয়া একদিকে যেমন টেকসই, অন্যদিকে কিছু সময় প্রতিযোগিতামূলক আমদানি বাজার সাশ্রয়ীও। পাশাপাশি করোনাকালে যে বৈশ্বিক শিক্ষা নেওয়া হয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে উৎপাদন ও সরবরাহশৃঙ্খল এক দেশনির্ভর না করে বহুমুখীকরণ করা। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী এবং চীন-ভারতনির্ভর আমদানিদর্শনের কোথায় কোথায় নতুন বিন্যাস আনা ও আমদানি বৈচিত্র্যমুখী করা যায়, তা নিয়ে বিশদ সমীক্ষা করা দরকার।

যোগাযোগ, বাণিজ্য, অবকাঠামো ও রপ্তানি উন্নয়নে চীন বাংলাদেশের বিশ্বস্ত অংশীজন। তবে কোনো অংশীদারত্ব যাতে একক নির্ভরতার ঝুঁকি তৈরি না করে, সেই ভারসাম্য তৈরি করাও টেকসই উন্নয়নের শর্ত।

সাড়ে ১৭ কোটি মানুষ ও জলবায়ু ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ চীন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো একটি পক্ষকে বেছে নিতে পারবে না। বাংলাদেশের স্বার্থের শিবির হিসেবে আমাদের সবাইকে দরকার। তবে সম্পর্ক হতে হবে উইন-উইন এবং কোনো বিশেষ দলের বদলে জনগণের সঙ্গে এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপস না করে। ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

ড. দেলোয়ার হোসেন

দক্ষিণ এশিয়ায় একটি স্বতন্ত্র ভূরাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বিষয়টি আবারও প্রমাণিত হয়েছে গত ১০ নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ২+২ বৈঠকে দুই রাষ্ট্রের মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে ভারত। ভারতের পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেয়া হয়, 'বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সে দেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।'

ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের দুটো দিক রয়েছে। একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং অপরটি আঞ্চলিক। এই দুই প্রেক্ষাপটের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালিত হচ্ছে। কখনো টানাপোড়েন আবার কখনো সহযোগিতা-উষ্ণতা দেখা যায়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিশ্বে জটিলতার মাত্রা বৃদ্ধির ফলে এই দুই বৃহৎ শক্তির নিজস্ব অবস্থানের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে। দুটি দেশ কোয়াড থেকে শুরু করে একাধিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এও সত্য, দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পরিসরও দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক। ভূরাজনৈতিক নানা সমীকরণ এখানে কাজ করে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে ভূরাজনৈতিক ঘটনাবলি ও সমীকরণ বৈশ্বিক ঘটনাবলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকলেও এখানকার ভূরাজনীতির রূপ আলাদা। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির একটি ভিন্ন মাত্রা রয়েছে।

যদিও প্রায় সব দেশই ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল, তা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ইতিহাসের স্বরূপও স্বতন্ত্র। প্রতিটি দেশই তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিজেরাই ভালোভাবে অনুধাবন করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় দেশটির জনগণই বুঝতে পারবে। বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী হিসেবে ভারতও দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে বিধায় তারা টু প্লাস টু সংলাপে এমন মন্তব্য করেছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিটি দেশের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মাত্রা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এ অঞ্চলের দেশগুলোর ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি এমনকি অর্থনৈতিক কাঠামোর পালাবদল এ অঞ্চলের মানুষই প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারে। পশ্চিমা বিশ্ব কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এ বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়। শত শত বছরব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা থাকলেও সেটি বহিঃশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। একইভাবে বলা যায়, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোনো দেশের পক্ষেও উত্তর আমেরিকা কিংবা ইউরোপ কিংবা আফ্রিকার ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের বিষয় হলেও প্রতিটি দেশের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থা ও আত্মপরিচয় রয়েছে। সংগত কারণেই বাইরের কোনো দেশ যখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কিংবা যুক্ত করতে চায়, তখন তারা সাময়িক কিছু বিষয় দেখার চেষ্টা করে কিংবা স্থানীয় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। স্থানীয় ব্যক্তি কিংবা সংগঠনের রয়েছে নিজস্ব এজেন্ডা ও রাজনৈতিক পরিচয়। ফলে তারা যখন মন্তব্য করে, তখন তা ভুল বার্তা প্রকাশের শঙ্কা বহন করে। দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতায় ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ভিন্ন মাত্রা রয়েছে সত্য, কিন্তু এই দুই রাষ্ট্র এ অঞ্চলকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একই আঙ্গিকে দেখবে, এমনটি প্রত্যাশা করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে মিয়ানমারের কথা বলা যেতে পারে। মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। মালাক্কা উভয় সংকটের কারণে চীন মিয়ানমারের সঙ্গে আরও বেশি যুক্ত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের ব্যাপক অংশীদারত্ব আমরা দেখেছি। তাছাড়া নিরাপত্তা ও সামরিক ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় বন্ধু রাষ্ট্র চীন। পাশাপাশি চীন ও মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তুলতে শুরু করেছে। এতদসত্ত্বেও মিয়ানমার প্রসঙ্গে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন অবস্থান লক্ষণীয়। যেমন রোহিঙ্গা ইস্যু ও মিয়ানমারের সামরিক সরকার থাকা সত্ত্বেও মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বার্মা আইন নামে একটি নতুন আইনও জারি করেছে। মিয়ানমারবিরোধী জোট কর্তৃক গঠিত জাতীয় ঐক্য সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করছে। সংগত কারণেই প্রশ্ন জাগে, ভূরাজনৈতিক উদাহরণ সামনে থাকার পরও কোনো কোনো আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক কীভাবে প্রত্যাশা করেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি একই হবে?

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভূরাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট ভারতের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাংলাদেশের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। একই কথা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশ বৈশ্বিক রাজনীতির কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচিত। ভারতের ক্ষেত্রে তা আঞ্চলিক বাস্তবতা ও তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থ বিবেচনায় কানাডা কিংবা মেক্সিকোর যে গুরুত্ব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। একইভাবে ভারতের ক্ষেত্রে বলা যায়, বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার মনে হবে। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটি সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। দুই দেশের বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে, নিরাপত্তা সহায়তার আদান-প্রদানও বেড়েছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ-ভারত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার আগে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক ধরনের অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা সংকট ছিল, যা এখন নেই।

বাংলাদেশের সহযোগিতায় ভারত এ অঞ্চলের সংকটগুলো অর্থাৎ জাতিগত সশস্ত্র সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পেরেছে। উল্লেখ্য, ভারতের দৃষ্টিতে যে শক্তিগুলো এই সংকটাবস্থা সৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রেখেছিল, সেই শক্তিগুলো সম্পর্কে দেশটি অত্যন্ত সচেতন। দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতা বিবেচনা করেই ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে ভারত পরিচিত বিধায় তারাও চায় না বহিঃশক্তি এসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্ত হোক। যেমনটি আগেও বলেছি, সাময়িক কিছু ঘটনাবলির ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল বার্তা বহন করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রাসঙ্গিকতা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন না করে মন্তব্য করলে বাংলাদেশের মানুষও তা গ্রহণ করবে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সব দেশই নিজস্ব সংস্কৃতি-ইতিহাস ও স্বকীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা দ্বারাই পরিচালিত হয়। অন্য কোনো দেশের হস্তক্ষেপ ওই দেশটির অবস্থা নাজুক করে তোলে। এ ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের কথা বলা যেতে পারে। সেখানে বাইরের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। আফ্রিকার বহু দেশের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বহু মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহিঃশক্তির সহায়তা নিয়ে দশকের পর দশক বর্ণবাদী শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। অর্থাৎ বিদেশি শক্তির সহায়তায় অভ্যন্তরীণ সংকটাবস্থা দূর হয়নি। যখন নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দেশটির অভ্যন্তরে আন্দোলন বেগবান হয়, তখন ইতিবাচক ও টেকসই পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে গেছে দেশটি। কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট তার ভূরাজনৈতিক অবস্থান ও আঞ্চলিক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই বিবেচনা করা জরুরি। ভূরাজনৈতিক কিংবা বৈশ্বিক কৌশলের স্বার্থে যদি কোনো দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা ওই দেশ তো বটেই, ওই অঞ্চলের জন্যও মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। ভারতের নীতিনির্ধারকরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই লক্ষ্য করা গেল টু প্লাস টু সংলাপে ভারত বিষয়টি বরাবরই ব্যক্ত করে আসছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। এই অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে। অবকাঠামো ও বাণিজ্যিক উন্নয়নযাত্রায় বহিঃদেশের হস্তক্ষেপ ভালো কিছু এনে দেবে না। বিশ্বের অনেক দেশেই বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ রাজনীতি, অর্থনীতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। পাকিস্তানের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট বোঝা সম্ভব। দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট ক্রমেই বাড়ছে। একই সঙ্গে রয়েছে বহিঃশক্তির প্রভাব। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা। প্রায়ই শোনা যায়, তারা বাংলাদেশ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশ একটি সফলতার নাম। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নেই। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
37-16 73rd Street Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
LONG ISLAND OFFICE:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
JAMAICA OFFICE:
169-06 Hillside Ave. 2nd Fl
Jamaica, NY11432
Tel: 718-291-4163
BROOKLYN OFFICE:
3310 1 Ave, Brooklyn, NY11208
Tel: 470-447-8525
BRONX OFFICE:
2113 Starling Ave Suite 201 Bronx, NY 104621
Tel: 718-319-1000
BUFFALO ADDRESS:
59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
cell: 716-400-8711, 718-292-8526
Email: bhcbuffalo@gmail.com
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
100%
BEST PRICE
Guaranteed
HALAL FOOD
حلال
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
BARI PARTY HALL
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
BARI RESTAURANT
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

বাংলাদেশে হেনরি কিসিঞ্জারের প্রথম সফর কেমন ছিল

শওকত হোসেন

সব মিলিয়ে হেনরি কিসিঞ্জারের কূটনীতিক জীবন ছিল ৫০ বছরের। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী ছিলেন। একই সঙ্গে ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ রিচার্ড নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ড দুজনই আস্থা রেখেছিলেন কিসিঞ্জারের ওপর। এরপর ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছিলেন বৈদেশিক গোয়েন্দা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। আবার ২০০১ থেকে ২০২০, এই দুই দশক প্রতিরক্ষা নীতিবিষয়ক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সুতরাং সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ বছরের কূটনীতিক জীবন ছিল কিসিঞ্জারের। তাঁর বাকি পরিচয় হচ্ছে একজন বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও অধ্যাপক।

তবে কিসিঞ্জার বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান পাবেন স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী হিসেবে। স্বাধীন হওয়ার পরেও যে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের পরিচয় ছিল তলাবিহীন ঝুড়ি বা 'বাস্কেট কেস'-এর পেছনেও অবদান কিসিঞ্জারের।

যেভাবে বাস্কেট কেস কথাটা এসেছিল

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। ওয়াশিংটনে দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা। আলোচনা হচ্ছিল বাংলাদেশ নিয়েই। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ডেভিড প্যাকার্ড, চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যান্ড, সিআইএর পরিচালক রিচার্ড হেলমস, আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ও জাপানে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউ এলেক্সিস জনসন, ইউএসএআইডির উপপ্রশাসক মরিস উইলিয়ামস এবং ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেন।

সভায় আলোচনা হচ্ছিল মূলত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে। বিশেষ করে মার্চে যে বাংলাদেশে বড় ধরনের খাদ্যসংকট হবে, দুর্ভিক্ষও হবে, এ বিষয়গুলো নিয়ে। একপর্যায়ে বৈঠকের কথোপকথন ছিল এ রকমড়

কিসিঞ্জার: পূর্ব পাকিস্তানে কি দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কা আছে?

মরিস উইলিয়ামস: সেখানে কিছুদিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহের মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে, তাদের প্রচুর ফসল আছে।

কিসিঞ্জার: তাহলে কি আগামী বসন্তের পরে?

উইলিয়ামস: হ্যাঁ, যদি না তারা মার্চের মধ্যে নিজেদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে না নিতে পারে।

কিসিঞ্জার: আমাদের তখন খাদ্যসহায়তা পাঠাতে হতে পারে?

উইলিয়ামস: হ্যাঁ।

কিসিঞ্জার: তাহলে এ ব্যাপারে এখনই চিন্তাভাবনা শুরু করা উচিত।

উইলিয়ামস: মার্চের মধ্যে বাংলাদেশের আরও অনেক ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

জনসন: সেটা হবে একটা ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস।

কিসিঞ্জার: হ্যাঁ, তবে শুধু আমাদের বাস্কেট কেস না।

বলা যায়, সেই থেকে বাস্কেট কেস বা তলাবিহীন ঝুড়ি কথাটা বাংলাদেশের হয়ে যায়। অর্থাৎ দেশটিতে যে সাহায্য দেওয়া হোক, তা ঝুড়ির ফুটো দিয়ে পড়ে যাবে। এরপর থেকে দীর্ঘ বছর পর্যন্ত প্রসঙ্গ এলেই বাংলাদেশকে বলা হতো বাস্কেট কেস। যেমন বাংলাদেশের খাদ্যসংকট ও খাদ্য-সাহায্য নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর যে সম্পাদকীয় লিখেছিল, তার শিরোনাম ছিল 'বাস্কেট'। আবার বাকশাল কায়েমের পর ১৯৭৫ সালের ৩০ জুন প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসুএর সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, 'ওয়ান ম্যানস বাস্কেট কেস'।

তবে বাংলাদেশকে এখন আর কেউ তলাবিহীন ঝুড়ি বলে না। ২০১০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রেরই আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালএ বাংলাদেশ নিয়ে প্রকাশিত রিপোর্টটির শিরোনাম দিয়েছিল, 'বাংলাদেশ, "বাস্কেট কেস" নো মোর'।

কিসিঞ্জারের প্রথম বাংলাদেশ সফর

সেই হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে এসেছিলেন স্বাধীনতার তিন বছরের মধ্যেই, ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর। সফরটি ছিল ১৯ ঘণ্টার। পুরো উপমহাদেশ সফরে বের হয়েছিলেন তিনি। দিল্লি থেকে ঢাকায়, তারপর যান ইসলামাবাদে। কঠিন এক সময় পার করছে তখন বাংলাদেশ। ভয়াবহ বন্যা আর ব্যাপক খাদ্যসংকটের পরে বাংলাদেশ তখন দুর্ভিক্ষাবস্থায়। বৈদেশিক সহায়তা তখন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু। সে রকম এক সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হেনরি কিসিঞ্জার বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলেন বাংলাদেশে।

দৈনিক ইত্তেফাক হেনরি কিসিঞ্জারের একটি বড় ছবিসহ মূল শিরোনাম করেছিল, 'কিসিঞ্জারের আজ ঢাকা আগমন'। সেখানে লেখা হয়েছিল,

'ড. কিসিঞ্জার এমন এক সময় বাংলাদেশ সফরে আসিতেছেন যখন এই নব্য স্বাধীন দেশ কঠিন দুর্ভিক্ষ ও অগণিত সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত। তিনি স্বচক্ষে দেখিবেন এই জাতি সাহসিকতার সহিত এই সংকটের মোকাবিলা করিতে সচেষ্ট।'

একই দিন 'হেনরি কিসিঞ্জারের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য' শিরোনামে মোটামুটি দীর্ঘ একটি লেখাও ছেপেছিল ইত্তেফাক।

স্ত্রী ন্যান্সি কিসিঞ্জারসহ মোট ৭৭ সদস্য নিয়ে কিসিঞ্জার ঢাকায় এসেছিলেন ৩০ অক্টোবর বেলা দেড়টায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সস্ত্রীক বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা দেন তাঁদের। কিসিঞ্জার ঢাকায় ওই দিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৭৫ মিনিট বৈঠক করেছিলেন তিনি। আর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। রাতে ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক ভোজসভা। দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে একটি যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল, এক লাখ টন খাদ্য সাহায্যের। আর এটাই ছিল পরদিনের প্রতিটি পত্রিকার মূল শিরোনাম।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পরে গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি না হলে বাংলাদেশ টিকে থাকত না। আমি প্রধানমন্ত্রীর অনেক প্রশংসা করি। তিনি স্বীয় বিশ্বাসের বলে একটি জাতির স্রষ্টা। তিনি তাঁর দেশের জনক। এ ধরনের ব্যক্তিত্বের সাহচর্যের সুযোগ সব সময় হয় না।'

হেনরি কিসিঞ্জারের জন্য ছিল কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা। একটি কালো রঙের বুলেটপ্রুফ লিমুজিন আনা হয়েছিল দিল্লি থেকে। ন্যান্সি কিসিঞ্জারকে সংবর্ধনা দিয়েছিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ফেডারেশন নামের একটি সংগঠন। সেই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন শাহনাজ রহমতুল্লাহ আর নেচেছিলেন অঞ্জনা রহমান।

হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে অবশ্য বঙ্গবন্ধুর আরও দুবার দেখা হয়েছিল ঠিক এক মাস আগে। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। নিউইয়র্কের হোটেলে কিসিঞ্জার দেখা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। আর ১ অক্টোবর হোয়াইট *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইতিহাস কীভাবে স্মরণে রাখবে কিসিঞ্জারকে?

আলতাফ পারভেজ

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মারা গেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্কিন কূটনীতির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে। গত মে মাসে কিসিঞ্জারের ১০০ বছর বয়স হয়। এ উপলক্ষে ২ জুলাই বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে কিসিঞ্জারের ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন ইতিহাস বিষয়ের গবেষক আলতাফ পারভেজ। সেই লেখাটি আবার পাঠকদের সামনে আনা হলো।

বাংলায় যাকে 'শতবর্ষী' বলা হয়, সে রকম মানুষ সংখ্যায় এখনো নগণ্য। ৭৮৮ কোটি মানুষের বিশ্বে ৫-৬ লাখের মতো হবেন। দেশগুলোর ভেতর যুক্তরাষ্ট্রে শতবর্ষী মানুষ বেশি, ৯০ হাজারের মতো। ৩৩ কোটি মানুষের দেশে ৯০ হাজারের একজন হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই অর্থে হেনরি কিসিঞ্জারকে ভাগ্যবান বলতে হয়।

গত মে মাসে কিসিঞ্জারের ১০০ বছর হলো। আমেরিকার কুলীন সমাজে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে এ উপলক্ষে। সেই উদ্যাপন ও উচ্ছ্বাসের রেশ এখনো শেষ হয়নি। এর ভেতর মৃদুস্বরে এ প্রশ্নও উঠেছেড়বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাস হেনরি কিসিঞ্জারকে কীভাবে মনে রাখবে? হেনরি কিসিঞ্জারকে নিয়ে আমেরিকার কি গর্ব করা উচিত? বিশেষ করে যখন তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বহু দেশে বিস্তর অন্যায় ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্ত রয়েছে!

বিপুল অর্জন; বহু বিতর্ক

কেবল বয়সের মানদণ্ডে নয়, অর্থ-বিত্তের হিসাবেও কিসিঞ্জার সৌভাগ্যবান রাজনীতিবিদ। একসময় জার্মানি থেকে শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এই ইহুদি ধর্মালম্বীর প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার সম্পদ রয়েছে এখন।

একজন বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও কিসিঞ্জারের খ্যাতি মূলত কূটনীতিবিদ হিসেবে। ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এর ভেতর আবার ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ছিলেন বৈদেশিক গোয়েন্দা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। ২০০১ থেকে ২০২০, এই দুই দশক প্রতিরক্ষা নীতিবিষয়ক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এ রকম সব দায়িত্ব মিলে প্রায় ৫০ বছরের কূটনীতিক জীবন তাঁর।

দারুণ এক কর্মবীর বলতে হয় কিসিঞ্জারকে। এখনো তিনি সক্রিয় কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটের সভাপতি ছাড়া আরও কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা হিসেবে। তাঁর প্রাপ্তির তালিকা ঈর্ষণীয়। নোবেল শান্তি পুরস্কারের পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক 'মেডেল অব ফ্রিডম' পেয়েছেন।

জন্মগতভাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ননড়কিন্তু দেশটি তার সেরা সন্তানদের একজন বিবেচনা করে কিসিঞ্জারকে। কিন্তু এমন কি হতে পারে যে কিসিঞ্জারকে 'মেডেল অব ফ্রিডম' দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিব্রত হবে কোনো দিন? এ প্রশ্নও ভাবাচ্ছে কাউকে কাউকে। কারণ, দীর্ঘ জীবন ও বিপুল প্রাপ্তির পাশাপাশি কিসিঞ্জারকে নিয়ে বিতর্কও কম নয়।

কিসিঞ্জারের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথাই ধরা যাক। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বিতর্কিত ও নিন্দিত ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে মিলে যে মানুষ ভিয়েতনামকে ধ্বংসে মেতে ছিলেন, তাঁকেই ১৯৭৩ সালে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে।

উত্তর ভিয়েতনামের লি ডাক থোর সঙ্গে মিলে কিসিঞ্জার এই পুরস্কার পান। এই 'শান্তি পুরস্কার' ঘোষণার পরও ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হতে দুই বছর লেগেছে।

কিসিঞ্জারের জন্য এটা বিব্রতকর ছিল, যখন অপর পুরস্কার প্রাপক লি থো এটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীকালে নোবেল কমিটির পুরোনো দলিল অবমুক্তির পর দেখা যায়, কিসিঞ্জার নিজেও ব্যাপক সমালোচনার মুখে ১৯৭৫ সালের মে মাসে যুদ্ধ শেষে এই পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নোবেল কমিটি তাতে রাজি হয়নি।

কিসিঞ্জারের কুখ্যাতি কেবল ভিয়েতনামকে ঘিরেই ছিল না। সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটান তিনি চিলিতে। ১৯৭৩ সালে সেখানকার জনপ্রিয় সালভাদর আলেন্দে সরকারকে উৎখাতে জেনারেলদের মদদ দিয়ে কিসিঞ্জার তাঁর কূটনীতিক জীবনকে প্রথম মোটা দাগে বিতর্কের মুখে ফেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বার্থ' রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়। আলেন্দে উৎখাতের আট দিন পর সিআইএ পরিচালকের সঙ্গে কিসিঞ্জারের টেলিফোন আলাপ থেকে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ইঙ্গিত বিশ্ববাসীর সামনে হাজির আছে। কেবল আলেন্দে নন, তাঁর কয়েক হাজার সমর্থককেও তখন হত্যা করে জেনারেল পিনোশোর বাহিনী।

কিসিঞ্জার লাওস, কম্বোডিয়া এবং পূর্ব তিমুরবাসীর কাছেও নিন্দিত তাঁদের পূর্ব পুরুষদের রক্ত ঝরানোর জন্য। ১৯৬৯ সালে কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের গেরিলাদের গোপন ঘাঁটি ধ্বংস করতে গিয়ে লাগাতার বোমা ফেলে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। অথচ সে সময় কম্বোডিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিবাদ ছিল না। মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেন্স, সামান্তা পাওয়ার প্রমুখের পুরোনো দাবি রয়েছে, কম্বোডিয়া অভিযানে ৩ হাজার ৮৭৫ দফা বোমা ফেলা হয় কিসিঞ্জারের সরাসরি অনুমোদনে।

বাংলাদেশ যুদ্ধকালে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিও কিসিঞ্জারের মদদ বেশ খোলামেলা ব্যাপার ছিল। আর্জেন্টিনায় ১৯৭৬ সালে ডানপন্থী জেনারেলদের চোরাগোপ্তা বামপন্থী নিধনেও তাঁর সম্মতি ছিল।

২০১৪ সালে এ বিষয়ে বিপুল দলিলপত্র অবমুক্ত হয়েছে, যাতে আর্জেন্টিনার ওই 'নোংরা যুদ্ধে' কিসিঞ্জারের উৎসাহের বিবরণ মেলে। তিনি সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিজার অগাস্টো গুজ্জেত্তিকে 'সমস্যাগুলো পরিষ্কারের কাজ দ্রুত করতে' অনুরোধ জানাচ্ছিলেন।

একইভাবে ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোকে ১৯৭৫ সালে মদদ দেওয়া হয় পূর্ব তিমুরে অভিযান চালাতে, যাতে প্রায় এক লাখ বেসামরিক মানুষ মারা যায়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গ্রেগ গ্রানদিন 'কিসিঞ্জারস শ্যাডো' গ্রন্থে (২০১৫) বিস্তারিত দেখিয়েছেন যে কীভাবে বিভিন্ন দেশে কয়েক লাখ মানুষের নিহত-আহত হওয়ায় কিসিঞ্জারের দায় আছে। যার মধ্যে যুক্ত হতে পারে ভারতের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড দুর্ঘটনায় মৃত মানুষেরাও। এই কারখানা স্থাপনে ভারত সরকারের ওপর কিসিঞ্জার প্রভাব খাটিয়েছিলেন।

'বিশ্ব পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে রাখতে' নীতিনির্ধারক হিসেবে কিসিঞ্জার যে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন তা হলো, ওয়াশিংটনকে 'নৈতিক ও আদর্শিক বিবেচনাগুলো কখনো কখনো অবজ্ঞা করতে হবে।' এটা করতে গিয়ে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP08

WE ACCEPT EBT CARDS | WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SIZE 800-1000 SALE $15.99/EA HILSHA	3 KG SALE $11.99/EA ROHU	SALE $2.99/LB BEEF WITH BONE SINA MIX	SALE $3.49/LB CUBE CUT FROZEN GOAT	SALE $1.99/LB CHICKEN BREAST
4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL	SIZE 800-1000 GM SALE $2.29/LB PUTI	SALE $14.99/EA 10 LB SHAHJALAL KALIJEERA RICE	SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE	SALE $7.99/EA 25 PCS KAWAN PARATHA
SALE $4.99/EA 500 GM SHAHJALAL KOI BLOCK	SALE 3/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI	SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL	SALE 2/$21.99 96 OZ MAZOLA CANOLA & VEGETABLE OIL	SALE 2/$6.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $9.99/EA 21/25 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL SHRIMP	SALE $6.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK	SALE 3/$3.00 26 OZ RED CROSS SALT	SALE $12.99/EA 900 GM ANCHOR MILK POWDER	SALE 2/$6.99 4 LB DOMINO SUGAR

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER | SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW | SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY | ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

PREMIUM SUPERMARKET

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP48

SALE $6.99/LB SIZE 8/10 HILSHA	SALE $1.79/LB SIZE 3 KG ROHU	SALE $2.99/LB SIZE 4 KG MRIGEL	SALE $2.49/LB SIZE 7-9 KG KATLA	SALE $2.49/LB 1.5 KG PUTI
SALE $1.99/LB FRESH CATFISH	SALE $2.99/LB PANGASH WHOLE	SALE $5.99/LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET	SALE $4.99/LB BEFF BONELESS	SALE $5.99/LB FRESH REGULAR WHOLE GOAT
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG	SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE	SALE $8.99/EA 10 LB LAXMI AGED BASMATI RICE	SALE $7.99/EA 10 LB PARLIAMENT CHAKKI ATA	SALE 2/$7.00 4 LB GOLD MEDAL ALL PURPOSE FLOUR
SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL	SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL	SALE 2/$6.99 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL	SALE $10.99/EA 38 OZ PYRAMID PURE HONEY WITH COMB	SALE 2/$6.99 600 GM SHAHJALAL KOCHUR LATI

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT | WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW | Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU TAZ TEL: 347-657-8911	TANEEZA RAZO BIBI MOURIFF, MD S ALI TEL: 347-658-0134	ALAMGIR SHARIF KHAN TEL: 347-658-4362	JAMAL ISLAM MOHAMMED KHAN, MD HASSAN TEL: 347-626-8798	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL EMRAN HUSSAIN TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE: THARU, TAZ | BRONX: RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM | JACKSON HEIGHTS: MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN | JAMAICA: ANTHONY JONNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM | OZONE PARK: ISHTIAQUE ALI MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

NYPD Traffic Enforcement Agent দের ইউনিয়ন CWA Local 1182 এর নির্বাচনে কমিউনিটির পরীক্ষিত সৈনিক এবং জব সেমিনারের সফল উদ্যোক্তা খান শওকত এর প্যানেল কে নির্বাচিত করে মূলধারায় আমাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন ।

Election-2023

VOTE TO STOP CORRUPTION & BETTER DIRECTION.

Better Union, Better Representation

Khan Showkat
President

Ahmad Mumtaz
Vice President

Chandan Das
Secretary Treasurer

Deb Dipal
Bx/Qns Delegate

Md Khan
Bx/Qns Delegate

Hock Ling Ding
Manhattan Delegate

Frank Fraser
Manhattan Delegate

Denia Cesar
Bkln/SI Delegate

Ballots will be mailed out on 11/29/2023 & will be counted on 12/20/2023.

a member since 2001

OUR AGENDAS

1. Members welfare fund. Max salary according to joining date. Forensic Audit & take legal steps to recover unauthorized spent money. File class action lawsuits to recover $744,000 & reimburse back to members.

2. Membership ID card, Reduce Union dues & operating costs, Financial updates regularly. Amend bylaws, top 3 executives restrict to 2 terms. Magazines with members' thoughts. Active all sub committees & empowered them. Official Facebook & Activity Logbook for Union Leaders.

3. Better training for Delegates and command Delegates and standard CD hearings to insure members' rights. Monthly Virtual meetings with members.

4. Introduce information seminars: Retirement Planning/ NYCERS benefits/ promotions exam coaching/ Medical/Dental/Vision & Prescription benefits/ Insurance Benefits/ Social Security benefits/ Housing benefits/ Labor rules/ OSHA regulations, etc.

5. Demand the file grievances: Stop Unfair management practices, Title change to TSO/TEO, Resolve Squad average, Resolve CD procedures, Active Local law 56, More Permits, Extend self enforcement areas, protection and safety, Adequate upgrade department vehicles, Adequate command floor space as per OSHA and labor regulations, Fair Promotions and upgrades opportunities, Better coverage and benefits etc.

6. Voting will be in front of every command, not by mail anymore.

> "Corruption and greedy leadership are destroying all the dreams and expectations of our members and our family members. Those Leaders are using this union as a vending machine for their own interests. They don't care members' opinions and any accountability. In order to save this union, it is very important to throw them out and establish a new leadership."
>
> – ***Khan Showkat***

Political Connections are Important to Achieve Demands

Khan Showkat with Senator Chuck Schumer.

Khan Showkat with Mayor Eric Adams.

Khan Showkat with Attorney Gen. Letitia James.

Khan Showkat with Hillary Rodham Clinton.

Will You Vote for Rahim & Sadik? YES or NO ??

(1). 500 members demanded a Free Annual Picnic. The board said "**NO**".
(2). 661 members demanded the $744,000 be returned from Syed Rahim or his impeachment. The board said "**NO**".
(3). 500 members demanded a forensic audit. The board said "**NO**".
(4). 200 members demanded a new Election Committee. The board said "**NO**".
(5). Hundreds of members demanded to update membership lists. The board said "**NO**".
(6). Hundreds of members demanded of remove the name of the bankrupt precedent from the bank accounts. The board said "**NO**".
(7). Former Office Secretary sued and costing us $744,000. The current Office Secretary takes salary sitting at home, not sitting in the office. Members have repeatedly demanded to hire someone new. The board said "**NO**".
(8). Members have repeatedly demanded to show us vouchers and receipts of the Accounts. The board said "**NO**".
(9). On 6/05/2020 CWA National Presidential meeting identified 37 irregularities and the loss of more than a million dollars about Local-1182. Hundreds of members demanded that for taken actions against the violators. The board said "**NO**".
(10). Hundreds of members have repeatedly demanded to reduce Union dues. The board said "**NO**".

Rahim & Sadik both are on the board. They did not accept any of your demands. Now they want your vote.

What you will say to them? YES or NO?

মানসিক চাপ থেকে যেভাবে মুক্ত থাকা যায়

১. সমস্যাগুলো নির্দিষ্ট করে ফেলুন।
২. সমস্যা সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করুন।
৩. বেশ কিছু বিকল্প সমাধান বের করুন।
৪. যে কোন চাপের মুখে পড়লে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
৫. নিয়মিত ব্যায়াম করুন।
৬. রিলাক্সেশন টেকনিক শিখুন ও প্রয়োগ করুন।
৭. সাইক্রিয়াটিস্টের পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে চলুন।
৮. নিয়মিত ফলোআপে থাকুন।
আপনি যদি উপরিউক্ত যেকোন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মেলাতে পারেন তাহলে আপনার একজন কাউন্সেলরের/ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর সাথে অতি দ্রুতই কথা বলা দরকার। বেশিদিন মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে একসময় তা মানসিক রোগে পরিণত হয়। যত দ্রুত আপনি এই রোগসমূহের উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করবেন ততদ্রুতই আপনি আপনার প্রত্যাশিত এবং উপযুক্ত জীবনযাপনে ফিরে যেতে পারবেন।
মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ৩ উপায়
শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে মনের নিবিড় যোগ রয়েছে। দ্রুত গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওঠাপড়া ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া, শরীর এবং মনড়দুটির জন্যই ভাল নয়। তবে এই ধরনের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ধূমপান এবং মদ্যপানে লাগাম টানার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কাজ অভ্যাস করার পরামর্শ দেন মনোবিদেরা। তবে মনে রাখতে হবে এ সবই ঘরোয়া এবং একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের সমাধান। উদ্বেগের সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই মনোবিদের পরামর্শ নিতে হবে এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে।
১) সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। পছন্দের যে কোনও বিষয় নিয়ে দিনের অন্তত ১ ঘণ্টা চর্চা করুন। গল্পের বই পড়া, গান করা, সিনেমা দেখা, ডায়েরি লেখা, গান শোনাড় যে কোনও কাজই করতে পারেন। উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডায়েরি লেখার পরামর্শ দেন মনোবিদেরা।

মানসিক উদ্বেগ কমায় যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। যেমন, সম্পর্কের টানাপোড়েন, কর্মক্ষেত্রে জটিলতা, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি। আর কিছু খাবার এসব উদ্বেগকে কমাতে সহায়তা করে। আমরা অনেকে স্বাস্থ্যের যত্ন নিলেও মনের বিষয়ে উদাসীন থাকি। তাই সুস্থ থাকতে হলে মনেরও যত্ন নেয়া উচিত। আর মনের যত্ন নিতে আমাদের কিছু খাবার সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। চলুন জেনে নিই মানসিক উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে কোন খাবারগুলো
টার্কি কিংবা ট্রিপ্টোফ্যান সমৃদ্ধ খাবার : গবেষকরা বিশ্বাস করেন ট্রিপ্টোফ্যান মানসিক চাপের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কেননা, এই অ্যামিনো অ্যাসিড আপনার মস্তিষ্ককে ভালো অনুভূতি তৈরি করতে পারে।
আমেরিকান ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশন (এখন একাডেমি অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিক্স নামে পরিচিত) এর মুখপাত্র সান ফ্রান্সিসকোর পুষ্টিবিদ ম্যানুয়েল ভিলাকোর্টা আরডি বলেছেন, 'ট্রিপ্টোফ্যান সেরোটোনিনের একটি অগ্রদূত এবং এটি আপনাকে শান্ত বোধ করতে সহায়তা করে।'
ট্রিপ্টোফ্যান পাওয়া যায় টার্কি, মুরগির মাংস, কলা, দুধ, ওটস, পনির, সয়া, বাদাম, চিনাবাদাম মাখন, তিলের বীজ ইত্যাদি খাবারে।
ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার : গবেষণায় থায়ামিন বা ভিটামিন বি১ সহ ভিটামিন বি এবং আমাদের মুডের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। বি ভিটামিনের অভাব, যেমন ফলিক অ্যাসিড এবং বি ১২ এর অভাব কিছু মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই উদ্বেগ থেকে বাঁচতে আপনি ভিটামিন বি সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন বা বি ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে পারেন।

মানসিক চাপ : উৎস, প্রতিক্রিয়া, অসুখ ও মুক্তির উপায়!

পরিচয় ডেস্ক: মানসিক চাপ হল কোন মানুষের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি, যা তার অনুভূতিতে পীড়া সৃষ্টি করে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক চাপের মুখে সব মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে না। যারা হয়ে পড়ে অসুস্থ বা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাদের ব্যক্তিত্বের সমস্যা আছে বলে মনে করা হয়। ব্যাক্তিত্ব দূর্বল প্রকৃতির হলে, অথবা শারীরিক সমস্যা থাকলে মানসিক চাপে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে দেখা যায়।
মানসিক চাপ ও এর উৎস
১) এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোন দম্পতির স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে তার যে কষ্ট হয়, তার মাত্রা দুনিয়ার সমস্ত মানসিক চাপের চেয়ে বেশি। এভাবে এক একটি মানসিক চাপের মাত্রা এক এক রকম।
২) ডিভোর্স, দাম্পত্য জটিলতা, প্রিয়জনের অসুস্থতা ও মৃত্যু, পরিবার থেকে দূরে থাকা, যৌন সমস্যা, আর্থিক টানাপোড়েন, মামলা, প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব, কর্মস্থলে অস্বস্তি, চাকরি হারানোর শঙ্কা ও অব্যাহতি, ইত্যাদি মানসিক চাপের উৎস হয়ে থাকে।
৩) যদি আপনি প্রায়ই 'কষ্ট কমানোর জন্য' মদ বা ঔষধ/মাদকদ্রব্য খুঁজেন বা প্রায়ই বেশি পরিমাণে মদ্যপান করেন তাহলে আপনি শুধুমাত্র সমস্যা মোকাবেলার চেয়ে সমস্যা ঢাকছেনই না বরং নিজেকে আরো বেশি আসক্তির ঝুঁকিতে ফেলছেন। এ ধরনের আসক্তি মানসিক চাপ বাড়ায়।

৪) সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মানসিক চাপের উপসর্গসমূহের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন মাত্রার তীব্র অনুভূতিসমূহ, দুঃখের পর্ব, অতি উৎফুল্ল আচরণের পর্ব এবং আরো অনেক কিছু। সবাই-ই অবশ্য দুঃখের এবং অতিমাত্রার অনুভূতিসমূহের মধ্য দিয়ে যায়।এটা মানুষের আচরণের প্রাকৃতিক অংশ। সমস্যাটা হল মানুষের স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা।
মানসিক চাপের শারীরিক প্রতিক্রিয়া
১. মাথাব্যথা : মাথাব্যথা হয় না এমন লোক খুজে পাওয়া ভার! মাথাব্যথার ৮৫% কারণ হল টেনশন। মানুষ যখন তার ক্ষোভ, দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না তখন তা শারীরিক লক্ষণ হিসেবে মাথাব্যথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে।
২. আইবিএস : একে বলে সাইকোলজিক্যাল বেইজড অসুখ। সকালে যখন অফিস, স্কুল, কলেজ ও কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য টেনশন হয়, তখন ৩-৪ বার বাথরুম যেতে দেখা যায় অনেককেই। কিন্তু সারাদিন মোটামুটি ভালো থাকে। অনেকের কাছে এটি পুরনো আমাশয় হিসেবে পরিচিত।

সরিষা শাক খাওয়ার ৮ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: পালং শাকের চেয়ে বেশি ভিটামিন এ এবং কমলার চেয়ে বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায় সরিষা শাকে- এমনটা বলছেন গবেষকরা। শীতের অন্যতম সুপরিচিত শাক হচ্ছে সরিষা শাক। ভাজি, পাকোড়া কিংবা সালাদে মিশিয়ে খেতে পারেন পুষ্টিগুণে অনন্য এই শাক। উচ্চ আঁশযুক্ত সরিষা শাকে রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল। জেনে নিন শাকটি খাওয়ার বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ক্যালোরি কম থাকলেও ফাইবার এবং অনেক প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে সরিষা শাকে। বিশেষ করে ভিটামিন সি এবং কে-এর একটি চমৎক-ার উৎস এই শাক। ফলে সার্বিকভাবে সুস্থ থাকতে চাইলে নিয়মিত খান সরিষা শাক।

২. দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি কমায় সরিষা শাক। এতে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে। এই উদ্ভিদভিত্তিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো কোষের বার্ধক্য, পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার আচরণ থেকে আমাদের শরীরে জমা হওয়া ফ্রি র‍্যাডিকেলের কারণে সৃষ্ট স্ট্রেস এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। ফলে ক্যানসারের মতো রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। সরিষার শাকে গ্লুকোসিনোলেটস পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা তিক্ত স্বাদ দেয় শাকে। গ্লুকোসিনোলেট ক্যানসারের কোষের সাথে লড়াই করতে পারে এবং টিউমার গঠন প্রতিরোধ করতে পারে।

৩. ভিটামিন কে এর অন্যতম উৎস বলা হয় সরিষা শাককে। এই ভিটামিন হাড় ও হৃদপিণ্ডের সুস্থতায় ভূমিকা রাখে।

৪. মাত্র এক কাপ সরিষার শাক দৈনিক ভিটামিন সি চাহিদার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি পূরণ করতে পারে। শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য এই ভিটামিন। পাশাপাশি সরিষার শাকে থাকা ভিট-ামিন এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও কোষের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

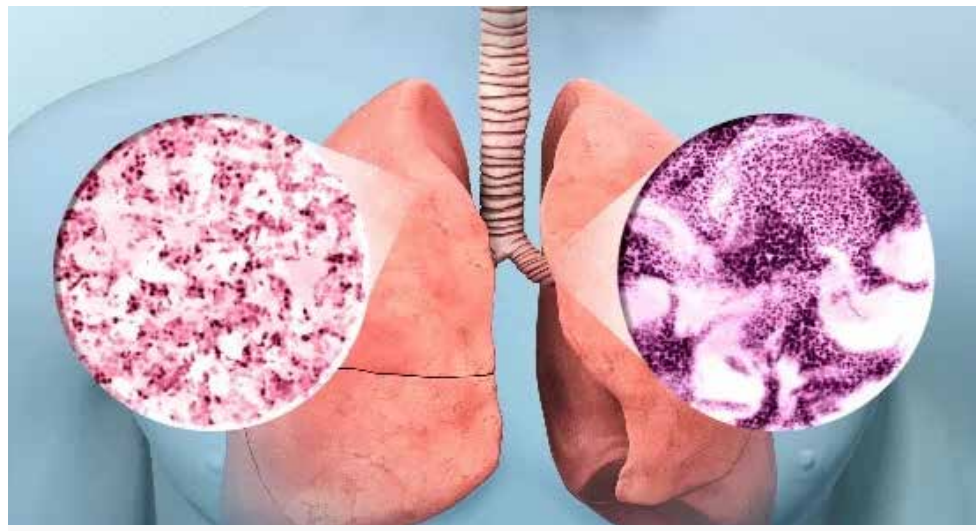

ফুসফুসের ক্যান্সার, যে জানা বেশি প্রয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: গোটা বিশ্বজুড়েই নভেম্বর মাসকে ফুসফুসের ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয়। এবার ফুসফুস ক্যান্সার সচেতনতা মাসের প্রতিপাদ্য হলো- শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং নির্মূল। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ফুসফুস, তাই বিশ্বব্যাপী ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নভেম্বর মাসটিকে ফুসফুসের ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসাবে বিশ্বজুড়ে পালন করা হয়।

মানুষের মৃত্যুর অনেক কারণ। মানুষ দুর্ঘটনায় মারা যায়, অসুখ-বিসুখে মারা যায়। অসুস্থতার কোন লক্ষণ ছাড়া আপাত সুস্থ মানুষ হঠাৎ মারা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মানুষের মৃত্যুর নানাবিধ কারণের মধ্যে শীর্ষে আছে হৃদরোগ। তারপর পরই আছে ক্যান্সার। প্রতি ছয়জন মৃত মানুষের মধ্যে একজনের মৃত্যুর কারণ ক্যান্সার। আর ক্যান্সারে যারা মারা যান তাদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার মানে বিশ্বের শীর্ষ প্রাণঘাতী ক্যান্সার ফুসফুসের ক্যান্সার।

আর এই কারণেই পুরো পৃথিবীর কাছে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্য রকম গুরুত্ব। ফুসফুসের ক্যান্সার আমাদের আয়ু কেড়ে নেয়, স্বাভাবিক জীবনযাপনে রেশ টানে, আমাদের পঙ্গু করে দেয়। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত এক চতুর্থাংশ রোগী মাত্র পাঁচ বছরের মত বেঁচে থাকেন। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা হলে এই হার ৬৫ শতাংশে দাঁড়ায়। কিন্তু তা হয় না। না হওয়ার মূল কারণ চিকিৎসকের কাছে দেরিতে আসা। প্রায় ৭০ শতাংশ রোগী যখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন ততক্ষণে রোগ ফুসফুস ছাড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। নিরাময়ের আওতার বাইরে চলে যায়।

যেসব কারণে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কাজ করে না!

আক্ষরিক অর্থে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং মানে সবিরাম উপবাস। তবে ব্যবহারিক অর্থে এটি বিরতিহীন উপবাস। অর্থাৎএটি এমন একটি খাদ্যাভ্যাস, যেখানে আপনি কী খাচ্ছেন, কতটুকু খাচ্ছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আপনি কোন সময়ে খাচ্ছেন, আর কোন সময়ে খাচ্ছেন না - সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন আপনি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা সবিরাম উপোস করছেন, অথচ ওজন কমাতে পারছেন না। এর অর্থ আপনি কিছু ভুল করছেন। তাই চলুন, জেনে নিই কেন আপনার ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কাজ করছে না।

বিরতিহীন উপোস কী এবং কীভাবে কাজ করে : বিরতিহীন উপোস আপনাকে আপনার দিনটিকে দুটি ভাগে ভাগ করতে দেয়। মূলত উপোসের সময় ইনসুলিন হরমোনের মাত্রা কমে যায় এবং শরীর সঞ্চিত চর্বিকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এছাড়াও অটোফ্যাজি নামে একটি প্রক্রিয়া উপোসের সময় শুরু হয়, যেখানে কোষ তার ক্ষতিগ্রস্ত উপাদানগুলোকে সরিয়ে দিয়ে কাজ করে।

আরও জেনে নিন, যেসব কারণে আপনি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা বিরতিহীন উপোস থেকে ফলাফল পাচ্ছেন না।

অস্থিরতা : ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা বিরতিহীন উপোসের সময় দিনে আপনি কোনো চিট খাবার পাবেন না। আপনি যদি এই ডায়েটটি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি পছন্দসই ফলাফল পাবেন না।

খাদ্যের গুণমান : আপনার উপোসের সময়ের খাবারগুলো যদি পুষ্টির ঘনত্ব অনুযায়ী না হয়, শুধু ক্যালরির ঘনত্ব হয়, তবে উপোস কাজ করবে না।

অতিরিক্ত খাওয়া : আপনার ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু খাবার গ্রহণ করুন। আপনি যদি বিরতিহীন উপোসের সময় প্রয়োজনের চেয়েও অধিক খাবার গ্রহণ করনে, তাহলে সেটি কাজে আসবে না। বরং আপনার ওজন বাড়বে।

ডিহাইড্রেশন : ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা বিরতিহীন উপোসের সময় অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন। কেননা পানি শূন্যতা আপনার শরীরকে ডিহাইড্রেট করতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনার বিরতিহীন উপোস কোনো কাজে আসবে না।

ক্যালরি গণনা : ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা বিরতিহীন উপোসের সময় আপনি যদি আপনার প্রতিদিনের ক্যালরি গ্রহণের ওপর নজর রাখেন এবং এটি অতিরিক্ত গ্রহণ না করেন, তবে এটি ভাল কাজ করবে। সূত্র: হেলথ শটস

থাই স্যুপ

পরিচয় ডেস্ক: স্যুপ খেতে সবারই কম বেশি ভালো লাগে। এক বাটি গরম ধোঁয়া ওঠা স্যুপ মন ভালো করে দিতে পারে সহজেই। কিন্তু এই স্যুপ খাওয়ার জন্য কি সবসময় রেস্টুরেন্টই যেতে হয়? কেমন হয় যদি এই মজাদার স্যুপ খুব সহজেই বাসায় বানানো যায়? আজকে শেয়ার করব রেস্টুরেন্ট স্টাইলে থাই স্যুপের রেসিপি।

কী কী উপকরণ লাগবে?মুরগির ব্রেস্ট পিস-১/৪ কাপ, মাঝারি সাইজের চিংড়ি-৭/৮ পিস, বড় সাইজের মাশরুম-৪/৫ পিস, ডিমের কুসুম- ৩টি, আদা বাটা- ১/২ চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, লঙ্কা গুড়ো- ১/২ চা চামচ, গোলমরিচ গুড়ো- ১/২ চা চামচ, চিলি সস- ১ চা চামচ, রসুন কুচি- সামান্য পরিমান, সয়া সস- ১ চা চামচ, টমেটো সস- ২ চা চামচ, চিনি ১ চা চামচ, লেবুর রস- ১ চা চামচ, কর্ণফ্লাওয়ার- ৩ চা চামচ, কাঁচামরিচ- ৩/৪ টা, থাই আদা- ১/২ চা চামচ কুচি, লেমন গ্রাস- পরিমানমতো, লবণ- স্বাদমতো ও চিকেন স্টক- ২ কাপ

কীভাবে তৈরি করবেন

১) মুরগির মাংস লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। একই ভাবে চিংড়িগুলোকেও ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এবার একটি বাটিতে মুরগির মাংস ও চিংড়িগুলো নিয়ে এতে একে একে আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা গুড়ো, গোলমরিচ গুড়ো, স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিন।

২) অন্য একটি বাটিতে ৩টি ডিমের কুসুম নিয়ে এতে এক এক করে চিলি সস, সয়া সস, টমেটো সস, চিনি, লেবুর রস, লবণ, কর্ণফ্লাওয়ার ও ৩ চামচ চিকেন স্টক দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন।

৩) এবার চুলায় একটি বড় সাইজের কড়াই বসিয়ে তাতে তেল দিন। তেল গরম হয়ে আসলে রসুন কুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এরপর ম্যারিনেট করে রাখা মাংস ও চিংড়ি দিন এবং সাথে কিছু কাঁচামরিচ ও মাশরুম দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন।

৪) কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর এতে অ্যাড করুন ২ কাপ চিকেন স্টক। এরপর আগে থেকে তৈরি করে রাখা সস ও লেমন গ্রাস দিয়ে ভালো ভাবে ফুটিয়ে রান্না করে নিন।

৫) স্যুপ ভালোভাবে কুক হয়ে গেলে এবং থিকনেস আপনার পছন্দমতো হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন এই মজাদার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে থাই স্যুপ।

ব্যস, এবার কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন এই মজাদার থাই স্যুপ। বাসার ছোট থেকে বড় সবাই মিলে ইনজয় করুন এই হেলদি রেসিপিটি।

চিকেন স্যুপ

পরিচয় ডেস্ক: স্যুপ খেতে পছন্দ করি আমরা সবাই! কিন্তু তাই বলে কি সবসময় রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব? আবার অনেক সময় বাসায় স্যুপ বানালেও রেস্টুরেন্টের স্বাদ পাওয়া যায় না। তাহলে কি পছন্দের খাবারের সাথে কম্প্রমাইজ করবেন? অবশ্যই না!

উপকরণ: পানি ৩ থেকে ৪ কাপ, বোনলেস চিকেন পিস ১৫০ গ্রাম (ছোট করে কাটা), আদা- ৫ থেকে ৬টি (পাতলা স্লাইস করে কাটা), রসুন বাটা- ১ চা চামচ, গোটা রসুন- ৪ থেকে ৫টি (পাতলা স্লাইস করে কাটা), কর্নফ্লাওয়ার- ২ টেবিল চামচ, টমেটো ৪/৫টি (পেস্ট করে রাখা), গাজর- ১ কাপ (কুচি করা), পেঁয়াজ কুচি- ৩ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি- ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ- ১/৩ চা চামচ, বাটার- ১ টেবিল চামচ, ডিম- ১টি, লেবুর রস- ৩ টেবিল চামচ, স্বাদমতো লবণ, টেস্টিং সল্ট- ২/৩ চিমটি ও অলিভ অয়েল- পরিমাণ মত

প্রস্তুত প্রণালী : ১. প্রথমেই একটি ফ্রাই প্যান নিয়ে নিন। চুলার আঁচ মাঝারি রেখে ফ্রাই প্যানে সামান্য তেল গরম করে নিন।

২. ছোট করে কেটে রাখা চিকেনগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। তেল সামান্য গরম হলে চিকেনগুলো তেলে ছেড়ে দিন।

৩. এবার পরিমাণ মত পানি দিয়ে নিন। এতে একে একে আদা, রসুন বাটা এবং গোলমরিচ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। ফুটে উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৪. পানি ফুটে উঠলে অপেক্ষা করুন তেল উপরে উঠে আসা পর্যন্ত। যখন তেল ভেসে উঠবে চুলা বন্ধ করে দিন। চিকেন স্টক রেডি হয়ে গেল!

৫. এবার চিকেন স্টক থেকে চিকেন এর পিস গুলোকে ছেঁকে আলাদা করে নিন একটি বাটিতে।

৬. অন্য একটি বাটিতে ৩ থেকে ৪ চামচ চিকেন স্টক নিয়ে তাতে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে।

৭. মিশ্রণটিতে এবার একটি ডিম দিয়ে আবার ভাল করে মিশিয়ে নিন।

৮. চুলায় একটি ফ্রাই প্যান দিয়ে তাতে বাটার দিয়ে নিন। বাটার গলে আসলে তাতে স্লাইস করা রসুন দিয়ে হালকা ভেঁজে নিন। হালকা বাদামী হয়ে এলে এতে কুঁচি করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে হালকা নেড়েচেড়ে নিন।

৯. এবার একে একে কুচি করে রাখা গাজর এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়ুন। একটু হালকা ভেজে নিয়ে এতে টমেটো পেস্ট দিয়ে দিন।

১০. কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে আগে থেকে আলাদা করে রাখা চিকেন স্টক এবং চিকেনের টুকরাগুলো দিয়ে নিন। ফুটে উঠলে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাদমতো টেস্টিং সল্ট দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর নামিয়ে নিন। নামানোর আগে লেবুর রস এবং ধনেপাতা উপরে ছড়িয়ে দিন। ব্যাস! এভাবেই খুব সহজেই কিন্তু তৈরি করে ফেলা যায় মজাদার চিকেন স্যুপটি ঘরে বসেই। এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে বানালে এর স্বাদ আপনার মুখে লেগে থাকবে। এটি একদিকে যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। আপনারা অবশ্যই বাসায় এটি বানিয়ে দেখবেন। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। সবাই ভাল থাকবেন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

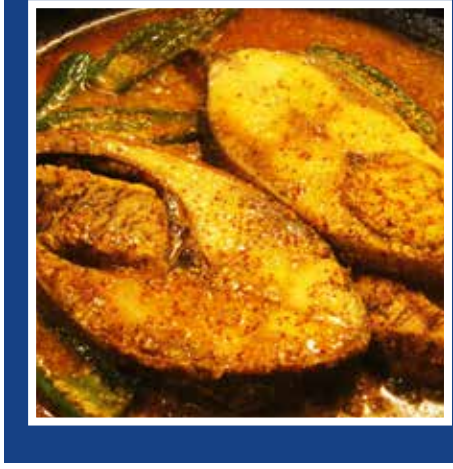

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মটর চিংড়ি ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি খেতে আমরা সবাই-ই কমবেশি পছন্দ করি। এই চিংড়ি দিয়েই চটজলদি তৈরি করা যায় এমন একটি রেসিপি আজকে আমরা আপনাদের দেখাবো। মজাদার এই রেসিপিটি হচ্ছে মটর চিংড়ি ভুনা। খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন সুস্বাদু এই ডিশটি। তো চলুন দেখে নেই কিভাবে তৈরি করবেন মজাদার মটর চিংড়ি ভুনা ।

উপকরণ: মাঝারি চিংড়ি- ১০টি, মটরশুঁটি- ১ কাপ, আদা বাটা- ১/২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুঁচি- ১/২ কাপ, রসুন কুঁচি- ৩ কোয়া, ক্যাপসিকাম ও টমেটো কুঁচি- ১/২ কাপ, হলুদ গুড়া- ১/২ চা চামচ, জিরা গুড়া- ১/২ চা চামচ, কাঁচা মরিচ কুঁচি- ৪-৫টি, লবণ- পরিমাণমতো, তেল- ১/২ কাপ, ধনেপাতা কুঁচি- পরিবেশনের জন্য মরিচ গুড়া- ১/২ চা চামচ

প্রস্তুত প্রণালি : (১) প্রথমে একটি পাত্রে মটরশুঁটি লবণ, হলুদ গুড়া এবং মরিচ গুড়া দিয়ে মাখিয়ে কিছুক্ষন রেখে দিবো।

(২) তারপর একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে মটরশুঁটিগুলো অল্প আঁচে ভেজে নিবো। ভাঁজা হয়ে এলে তুলে রাখবো।

(৩) এবার গরম তেলে পেঁয়াজ কুঁচি ও রসুন কুঁচি দিয়ে লাল করে ভেঁজে নিবো।

(৪) ভাঁজা হয়ে গেলে তাতে ক্যাপসিকাম কুঁচি, টমেটো কুঁচি ও কাঁচা মরিচ কুঁচি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করবো।

(৫) টমেটো ও ক্যাপসিকাম গলে গেলে তাতে আদা বাটা, হলুদ গুড়া, জিরা গুড়া ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিবো এবং অল্প আঁচে কষিয়ে নিতে হবে।

(৬) কষানো হলে তাতে চিংড়ি দিয়ে একটু পানি দিতে হবে এবং ৫-৬ মিনিট রান্না করতে হবে।

(৭) পানি একটু কমে এলে তাতে ভেঁজে রাখা মটর দিয়ে আরও ৪-৫ মিনিট রান্না করতে হবে।

(৮) মাখা মাখা হলে ধনেপাতা দিয়ে পরিবেশন করুন

এইতো হয়ে গেলো মজাদার মটর চিংড়ি ভুনা। খুব সহজে রান্না করে গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সাথে পরিবেশন করতে পারেন সুস্বাদু মটর চিংড়ি ভুনা।

ডিমের মাঞ্চুরিয়ান

পরিচয় ডেস্ক: উপকরণ: ডিম- ৪টি (সিদ্ধ), আদা কুঁচি- ১ টেবিল চামচ, রসুন কুঁচি- ১ টেবিল চামচ, কাচা মরিচ- ৫-৬ টি (কুঁচি), পেঁয়াজ- ২টি (বড় কিউব করে কাটা), সবুজ ক্যাপসিকাম- ১টি (বড় কিউব করে কাটা),পেঁয়াজ পাতা

ডিম ভাজার জন্য লাগবে: ময়দা- ৩ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার- ৩ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুড়া- ১ চা চামচ, গোল মরিচ গুড়া- ১/২ চা চামচ, লবণ- ১/২ চা চামচ, পানি

সস তৈরি করতে লাগবে: সয়া সস- ১ টেবিল চামচ, হট টমেটো সস- ১ টেবিল চামচ, ভিনেগার- ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস- ৩ টেবিল চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, লবণ- স্বাদমত, পানি- ১ কাপ, চিনি- ১ টেবিল চামচ

গ্রেভি করার জন্য: কর্নফ্লাওয়ার- ৩ টেবিল চামচ (পানি দিয়ে গুলিয়ে রাখতে হবে)

প্রণালী : ১) ডিম ৪টি লম্বা লম্বা ৪ ভাগ করে কেটে নিতে হবে। ডিমগুলোকে তৈরি করে রাখা ময়দার গোলাতে ডুবিয়ে গরম ডুবো তেলে ভেঁজে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ডিম ভেঙে বা খুলে না যায়। ডিম ভাঁজাটি বাদামি রঙ হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন।

২) এরপর অন্য আরেকটি পাত্রে অল্প তেল গরম করে আদা কুঁচি, রসুন কুঁচি হালকা বাদামি করে ভাঁজতে হবে, এরপর এতে কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ, ক্যাপ্সিকাম দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এরপর সস এর মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর একটু ঘন হয়ে এলে, ভেজে রাখে ডিম গুলো দিয়ে দিতে হবে। সাবধানে ভালো করে নাড়তে থাকুন ১-১.৫ মিনিট জ্বাল দিন। এরপর ঘন করার জন্য গুলিয়ে রাখা কর্নফ্লাওয়ার অল্প অল্প করে ঢালুন এবং নাড়তে থাকুন। ঘন ও মাখা মাখা হয়ে এলে এর উপরে সামান্য পেঁয়াজ পাতা ছিটিয়ে দিন।

ঝটপট খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল “এগ মাঞ্চুরিয়ান”। গরম গরম পরিবেশন করুন। এটি রুটি, পরোটা বা ফ্রাইড রাইস দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

১৬ পৃষ্ঠার পর

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক ও কূটনৈতিক আস্থা যে মাত্রা পেয়েছে, তা দুই দেশের নেতৃত্বকে জোরদার করছে এবং দক্ষিণ এশিয়াকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি ভূরাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সাময়িক কিছু বিষয়ে দৃষ্টি দিয়ে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বিদেশি কূটনীতিকরা আরও সংযত হবেন, এমনটিই প্রত্যাশা। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে কিংবা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা বদলে দেয়ার বিষয়টি কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য শুভ নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। এই মূলমন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দরকষাকষি করছে।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, আত্মমর্যাদা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতি বিদেশি রাষ্ট্রের শ্রদ্ধাবোধ আন্তর্জাতিক কূটনীতির মূল ভিত্তি। এভাবেই কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। বিশ্ব রাজনীতিতে তেমনটিই দেখা যায়। বাংলাদেশের কূটনীতিকদের স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলতে হবে, যেন তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সংযম বজায় রাখে। দ্বিপক্ষীয় ও ভূরাজনৈতিক সম্পর্কে মত-দ্বিমত থাকবেই। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিশ্বায়ন কিংবা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে অনভিপ্রেত। বিশ্ব রাজনীতিতে কোনো বৃহৎ শক্তি সবার সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করতে পারে না। ভূরাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থ কূটনীতিতে বৈপরীত্যও তৈরি করে। বিষয়টি বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।-ড. দেলোয়ার হোসেনঅধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নিয়োজিত। দৈনিক বাংলার সৌজন্যে

গৌরী সেনের নোটের ভোট, গণতন্ত্রের বড় চোট

১৪ পৃষ্ঠার পর

তবে লাভবান হতে চাইলেই সবাই এ অর্থনীতি থেকে লাভবান হবেন না। দেখা যাবে অনেকের পকেটেও কিছু আসবে না, ভবিষ্যৎও খোয়াবেন। রাজনীতির ভাড়াটে হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কলঙ্কই হয়ে উঠবে কারও কারও নিয়তি। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা, চলতি নির্বাচনী গৌরী সেনের নোট বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণের বেলায় দীর্ঘস্থায়ী চোট তৈরি করে বসবে। হেলাল মহিউদ্দীন অধ্যাপক, সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ, পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সোশিওলজি; নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

নির্বাচন বনাম রাজনীতির হারজিত

১৪ পৃষ্ঠার পর

দলটি। অবশ্য সমঝোতা হলে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলেছে আওয়ামী লীগ! দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'আমরা প্রতিবারই জোটবদ্ধ নির্বাচন করি। ২০০৮ সালেও করেছি। তখনো ৩০০ আসনে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল; পরে মহাজোটের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। ২০১৮ সালেও প্রায় সব আসনে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল, পরে জোটের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। এবার কোন জায়গায় কীভাবে হবে, সেটা এখনো ঠিক করা হয়নি। সে জন্য আমরা ২৯৮টি আসনে নমিনেশন দিয়েছি। পরে জোটের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। আমরা ১৪-দলীয় জোটগতভাবে নির্বাচন করব। এ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে যদি সমন্বয় করতে হয়, সেটিও করা হবে। অতীতেও করা হয়েছিল।'

১৪-দলীয় জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতা রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনু গণমাধ্যমের কাছে আগামী নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেওয়ার কথাই বলেছেন। শিগগির ১৪ দলের শরিকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে।

তৃণমূল বিএনপি ও বিএনএমের পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছিল, বিএনপি থেকে প্রভাবশালী কেউ কেউ এই নতুন দল দুটিতে যোগ দেবেন। চমকের কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো চমক দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ তৃণমূল বিএনপির কোনো নেতার জন্য আসন ছাড়বে কি না, তা জানা যায়নি। তবে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার গণমাধ্যমের কাছে বলেছেন, 'সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে তৃণমূল বিএনপি কোনো নির্বাচন করবে না। সরকারকে মোকাবিলা করেই আমরা নির্বাচন করব।' তিনি নিজে নারায়ণগঞ্জ-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী নৌকার প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়াই করার কথা জানিয়েছেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব।

নির্বাচনের আগেই আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে হারাতে চেয়েছে বিএনপি। কিন্তু এ পর্যন্ত যে অবস্থা, তাতে এটা স্পষ্ট যে বিএনপিই হেরেছে। এখন যাঁরা মনে করছেন, বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন করে ক্ষমতায় গেলে যেসব সমস্যা দেখা দেবে তা, সামাল দেওয়া সহজ কাজ হবে না, তাঁরা শেখ হাসিনার দক্ষতার অবমূল্যায়ন করেন। তা ছাড়া শেখ হাসিনার সময়কালে রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে কখনো ফলতে দেখা যায়নি। পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে রাখার অদ্ভুত এক দক্ষতা শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন। দেখা যাক, এবার কী হয়! দৈনিক আজকের পত্রিকার সৌজন্যে

বাংলাদেশে হেনরি কিসিঞ্জারের প্রথম সফর কেমন ছিল

১৮ পৃষ্ঠার পর

হাউসে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে। সে সময়ও কিসিঞ্জার উপস্থিত ছিলেন। এর এক মাসের মধ্যেই ঢাকায় আসেন কিসিঞ্জার।

এটাও বলা প্রয়োজন, কিসিঞ্জারের সফরের কয়েক দিন আগে, ২৬ অক্টোবর অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করেছিলেন, যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বলেছিলেন, বাংলাদেশ কখনো মার্কিন সাহায্য নেবে না।

হেনরি কিসিঞ্জারের সেই সফরের পরে অবশ্য অনেক কথা হয়েছিল। যেমন ২০২১ সালের ১১ আগস্ট সরকারি বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) 'বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্বে কিসিঞ্জারের সফর ছিল নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ' শিরোনামে একটি বিশেষ লেখা প্রচার করেছিল। সেখানে লেখা হয়েছিল,

'গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শেষে কিসিঞ্জার অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, "একটি মানুষের অনুধাবন ক্ষমতা যে এত ব্যাপক হতে পারে তা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ না হলে তিনি কখনো বুঝতে পারতেন না। জাতির পিতার কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।" এ সময় একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, শেখ মুজিবের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা যদি এমনই তাহলে আপনি ১৯৭১ সালে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন? কিসিঞ্জার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করলে তিন মিনিটের মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়ে যায়।' যদিও ৩১ অক্টোবরের কোনো সংবাদপত্রেই সংবাদ সম্মেলন সংক্ষিপ্ত হওয়ার এই তথ্য পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ দেখা হেনরি কিসিঞ্জার

সেই হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে বাংলাদেশের একদল সাংবাদিকের দেখা হয়েছিল ২০০৮ সালে, সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে। সেই সাংবাদিক দলে এই প্রতিবেদক ছিলেন। সেদিন ছিল সম্মেলনের প্রথম দিন। সম্মেলন কেন্দ্রে ঢুকতেই দেখা হয়েছিল সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের স্ত্রী চেরি ব্লেয়ারের সঙ্গে। ঠিক তখনই দেখা গেল, লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হেনরি কিসিঞ্জার। সেই সফরের সঙ্গী ছিলেন বার্তা সংস্থা ইউএনবির শামীম আহমেদ। সুযোগটি ছাড়লেন না তিনি। কাছে গিয়ে হেনরি কিসিঞ্জারকে প্রশ্ন করলেন, 'বাংলাদেশকে মনে আছে আপনার? সেই যে আপনি বাস্কেট কেস বলেছিলেন। এখন কী বলবেন?'

প্রশ্নটি শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে কিসিঞ্জার উত্তর দিয়েছিলেন,

'বিশেষ এক সময়ের পরিস্থিতিতে এ কথা বলেছিলাম। এখন আর সে বিষয়ে কোনো কিছু বলতে চাই না।'

কথা আর সেদিন এগোয়নি।

হেনরি কিসিঞ্জার মারা গেলেন । গত মে মাসে তাঁর ১০০ বছর বয়স হয়। ১৯২৩ সালের ২৭ মে জার্মানীর ব্যাভেরীয় এলাকা ফার্থএ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

যুক্তরাজ্যে এক বছরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি

১০ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ীকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আসার বিষয়েও বাংলাদেশি হাইকমিশনের সহযোগিতা দরকার। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার প্রয়োজন। সুত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-47 164th Street Jamaica NY 11432 **646-982-9938**	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

ইতিহাস কীভাবে স্মরণে রাখবে কিসিঞ্জারকে?

১৮ পৃষ্ঠার পর

রিচার্ড নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে কাজের সময় কিসিঞ্জার অনেক দেশে মানবাধিকার দলনে ভূমিকা রেখেছেন বলে বহু নির্ভরযোগ্য লেখাজোখা রয়েছে এখন বিশ্বজুড়ে। খোদ আমেরিকায় কোডপিঙ্কসহ অনেক যুদ্ধবিরোধী সংগঠন বহুবার তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোথাও কৃতকর্মের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহিতা বা বিচারের মুখে পড়তে হয়নি তাঁকে।

কিসিঞ্জারের চীনপ্রীতি এবং চীনের কিসিঞ্জারপ্রীতি

এবার কিসিঞ্জারের যখন ১০০ বছর পূর্তি হচ্ছিল, তখন সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের একালের প্রতিদ্বন্দ্বী চীনে। সেখানে কিসিঞ্জারকে নিয়ে অনেক প্রশংসামূলক লেখা বের হয়। ২৭ মে রাষ্ট্রীয় মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে কিসিঞ্জারকে নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, সেখানে ছত্রে ছত্রে ছিল তাঁর প্রশংসা।

দেখা গেল, কিসিঞ্জার প্রশ্নে চীন ও আমেরিকার কুলীন সমাজ একই রকম ভাবছে। যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রাষ্ট্রদূত শিই ফেইং এ উপলক্ষে কিসিঞ্জারের সঙ্গে উপহারসহ দেখা করেছেন।

কিসিঞ্জারের কূটনীতিক জীবনের এক বড় দাবি, তিনিই যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের নির্মাতা। নিক্সনের আমলে এই সম্পর্কের সূচনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। চীনও এই অবদানের কথা স্বীকার করে। এমনকি এখনো, যখন তাদের কোনো না কোনো নেতা প্রতিদিন ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে ক্রুদ্ধ বিবৃতি দিচ্ছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের ফাঁকেই পাকিস্তানের সহায়তায় কিসিঞ্জার চীন অধ্যায়ের সূচনা করেন ১৯৭১ সালে গোপনে চীন সফরে যেয়ে।

কিসিঞ্জারের চীননীতির ফল হিসেবে চীন ও আমেরিকা উভয়ই দুটো বিশাল বাজার পেয়েছে। উপরন্তু চীন-রাশিয়া সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত করা গিয়েছিল তাতে, যা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য ধ্বংসাত্মক কোন্দলের কারণ হয়। অথচ এখন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মোকাবিলার আওয়াজ তুলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কুলীন সমাজ গত দুই-তিন মাস যখন কিসিঞ্জারের জন্মদিন উদযাপন করে চলেছে, তখন এটা তারা বেশ এড়িয়ে যাচ্ছেন, পুঁজিতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী বর্তমান চীন তাদের বাজার দ্বারাই পাঁচ দশকে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে এ জায়গায় এল।

বোঝা যাচ্ছে, আপাতত কিসিঞ্জারের কোনো সমালোচনা তারা আমলে নিতে রাজি নেই। সবকিছুর বাইরে তাদের অস্বস্তি এই শতবর্ষীর মানবাধিকার প্রতিবেদন নিয়ে। কিসিঞ্জার সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের কেউ হলে আমেরিকার মূল ধারার সংবাদমাধ্যম হয়তো বহুকাল আগে থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর বিচার চাইত। যদিও এটা এককভাবে কেবল যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং বিশ্বসমাজের সম্মিলিত ব্যর্থতা যে এ রকম কথিত 'সফল' কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের আজও তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা যাচ্ছে না। চলতি বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেই সেই দুর্বলতা রয়ে গেছে।

তবে বিশ্ব নেতৃত্বের এ রকম গাফিলতির পরও কূটনীতির অঙ্গনকে মূল্যবোধের বধ্যভূমিতে পরিণত করার জন্য ড. কের কথা মনে রাখবে চিলি, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, লাওস, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়াসহ আরও বহু দেশের মানুষ। তাঁরা হয়তো এ রকম মেনে নিতে চাইবেন না যে গত ১০০ বছরকে 'কিসিঞ্জার সেঞ্চুরি' বলা যায়, যেমনটা বলতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রচারমাধ্যম এবং আশ্চর্যজনকভাবে চীনও। আলতাফ পারভেজ ইতিহাস বিষয়ে গবেষক।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জিএসপি সুবিধা এখনো ঝুঁকির মুখে

১১ পৃষ্ঠার পর

সামনেও এ ধরনের ঝুঁকি আছে। ইইউর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি বিষয়ে বেশ কয়েকটি উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং অবাধে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম চালানোর অধিকারের আইনি বাধা; ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য ন্যূনতম সদস্যের প্রয়োজনীয়তা এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতি। এসব বাধা দূর করার তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি কারখানা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার ঘাটতি সমাধানের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সহিংসতা, হয়রানি, বরখাস্ত, ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত, মামলা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের মতো ইউনিয়নবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বলা হয়।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে শ্রম পরিদর্শনে সক্ষমতা ও সামর্থ্যের ঘাটতি দূর করার তাগিদ দেওয়া হয় এবং শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রম নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাপ) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) রূপকল্পে অন্তর্ভুক্ত শ্রম অধিকারসংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে গতি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ইইউ।

বাংলাদেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ইইউর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে শ্রম অধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে ২০২১-২৬ সাল মেয়াদি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বর্তমানে সে অনুযায়ী কাজ করছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ইপিজেড শ্রমবিধি এবং শ্রম আইন ও ইপিজেড শ্রম আইনের উপবিধি সংশোধিত হলেও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডে পৌঁছাতে এখনো ঘাটতি রয়ে গেছে।

সরকার ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ শ্রম পরিদর্শক পদে অতিরিক্ত ৯৪২ জনবল নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে শ্রম পরিদর্শকের পদসংখ্যা ২০০। তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই আবার ফাঁকা রয়েছে।

ইইউর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুব সামান্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও নাগরিক সমাজের পরিসরে বাধা এবং মৃত্যুদণ্ড অব্যাহত রয়েছে বলে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়। ইইউ মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS e-file PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

30 Years of Excellence!

WINTER SALE

Common Core
50% OFF
Original Price
12-Month Package

SHSAT
$250 OFF Sale Price
All Deluxe Packages

Hunter Exam
Up to 30% OFF
Original Pricing

Regents/GPA
1-Month Free w/
6-Month Package

SAT
March 9th SAT
FREE College Essay Review

Sale ends Sunday, December 3rd, 2023!

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Church & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard Discover — Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

দুই ভুলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, নির্বাচন ঘিরে আরও সংকটের শঙ্কা

১১ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংক থেকে ডলার কিনতে প্রতি ডলারের জন্য ৮৪ টাকা ৮০ খরচ করতে হতো। বুধবার (২৯ নভেম্বর) লেগেছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এই দুই বছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার মান কমেছে ৩০ দশমিক ৪১ শতাংশ।

বর্তমান বিশ্ব পেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে উদ্বেগজনক ও স্পর্শকাতর সূচক মূল্যস্ফীতি যে প্রায় ১০ শতাংশে উঠেছে, তার অন্যতম প্রধান একটি কারণ ডলারের এই উল্লম্ফন। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবেই গত অক্টোবরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। যা এক যুগ বা ১২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

শুধু মূল্যস্ফীতি নয়, ডলারের উল্লম্ফনের প্রভাব অর্থনীতির সব খাতেই পড়েছে। রিজার্ভ কমতে কমতে উদ্বেগজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে। কিন্তু এরপর থেকে কমছেই অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক। আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ নিয়েও রিজার্ভের পতন ঠেকানো যায়নি। উল্টো দিন যতো যাচ্ছে, রিজার্ভ কমছেই।

সবশেষ গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওইদিন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ১৯ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৫ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার। সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি (৪.৭ বিলিয়ন) ডলার ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পাওয়া যাবে। তার আগে রপ্তানি আয় ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বাড়ার খুব একটা সম্ভাবনা নেই। বিদেশি ঋণ-সহায়তা ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও (এফডিআই) নিম্নমুখী।

এ পরিস্থিতিতে আইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ না পাওয়া পর্যন্ত রিজার্ভ বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে, আইএমএফের ঋণ পাওয়া নিয়েও আছে সংশয়। সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব বেশি ভালো যাচ্ছে না। আর যুক্তরাষ্ট্রের কথামতো অনেক সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ। সেটা যদি হয়, তাহলে কিন্তু আইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ আটকে যেতে পারে। তখন কিন্তু সংকট আরও ঘনীভূত হবে।

এখন প্রতি মাসে ৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হিসাবে বর্তমানের রিজার্ভ দিয়ে চার মাসের কম সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। আমদানি বেড়ে যদি ৬ বিলিয়ন হয়, তাহলে কিন্তু ৩ মাসের খরচ মিটবে। তার মানে রিজার্ভ কিন্তু উদ্বেগজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে; আরও যদি কমে যায়, তাহলে কিন্তু বড় বিপদ ডেকে আনবে। মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) ঢাকার প্রথমসারির জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো 'ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ কমে ১৬ বিলিয়ন ডলারের নিচে' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তবে রিজার্ভের এই হিসাব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবাদ জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ এখন ১৯ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার।

এই সূচকগুলো বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটেও ভালো নেই। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সব দেশেই পড়েছে। সব দেশেই ডলারের দর বেড়েছে; মূল্যস্ফীতি বেড়েছিল। সামাল দিয়ে তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সব দেশেই মূল্যস্ফীতি কমে সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে।

কিন্তু বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমছে না। ডলার সংকট কাটছে না; ডলারের বাজারে অস্থিরতা যাচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন জাগে কী করছে সরকার? কী করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সব দেশ পারলে বাংলাদেশ পারছে না কেন? গলদ কোথায়? বাংলাদেশ কী ঠিকঠাক মতো ব্যবস্থাপনা করছে না।?

এখানে দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ডলারের দর ধরে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিক কাজটি করেনি। ওইটা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। আরেকটি ভুল ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের। মূল্যস্ফীতি পারদ চড়ছিল; ৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে উঠে গেলোড়তারপরও ৯ শতাংশ সুদহার দীর্ঘদিন ধরে রেখেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। করেনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সত্ত্বেও থাইল্যান্ড, ভারত, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। সুদের হার বাড়িয়ে চাহিদা কমানোর নীতি অবলম্বন করে এসব দেশ সফলভাবে মূল্যস্ফীতি কমাতে পেরেছে।

বেশি দিন আগের কথা নয়; এক বছর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি ৬৯ দশমিক ৮ শতাংশে উঠেছিল। অবিশ্বাস্য তথ্য হচ্ছে-অক্টোবরে সেই মূল্যস্ফীতি ১ দশমিক ২ শতাংশে নামিয়ে এনেছে দ্বীপদেশটি।

অথচ বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি চড়ছে। গত বছরের অক্টোবরে ছিল ৮ দশমিক ৯১ শতাংশ; এই অক্টোবরে তা বেড়ে প্রায় ১০ শতাংশ-৯ দশমিক ৯৩ শতাংশে উঠেছে। এখন অবশ্য সুদের হার বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই দুই ভুলের মাশুলই বাংলাদেশকে এখন দিতে হচ্ছে। আরও কতদিন দিতে হবে কে জানে?

দুর্দশাগ্রস্ত শ্রীলংকার ঘুরে দাঁড়ানো রূপকথার গল্পের মতো শোনালেও অর্থনীতির প্রচলিত নীতির কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমেই এই অর্থনৈতিক সংকট সামাল দিয়েছে বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা। শ্রীলঙ্কার এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখে চলেছেন দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ৬৩ বছর বয়সী পি নন্দলাল বীরাসিংহে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে তিনি কয়েক বছর আগেই শ্রীলঙ্কাকে সতর্ক করেছিলেন। তখন তিনি শ্রীলঙ্কার উপগভর্নর ছিলেন। কিন্তু তখন তার সতর্কবার্তাগুলো দেশটির সরকার আমলে নেননি।

এমন অবস্থায় আগাম অবসর নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমান নন্দলাল। তবে গত বছর শ্রীলঙ্কা চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়ার পর দেশটিকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য আবারও তাকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বলা যায়, নন্দলাল বীরাসিংহের নেতৃত্বেই শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে কাটিয়ে উঠছে; ৭০ শতাংশে উঠে যাওয়া মূল্যস্ফীতি ১ দশমিক ২ শতাংশে নেমে এসেছে। নন্দলাল বীরাসিংহের প্রশংসা করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এখন সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে।

এখানে একটি বিষয় ছোট করে হলেও বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই যে এতো সংকট-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তারপরও বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কোনো উদ্যোগ কিন্তু চোখে পড়ে না। এই কঠিন সময়ে যার নেতৃত্ব খুবই প্রয়োজন, তিনি কেনো অনুপস্থিত-এই বিষয়টি সংবাদিক, অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে সরকারের নীতিনির্ধারকদেরও অবাক করছে।

এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালও অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। গত ২৭ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ''আমাদের অর্থনীতি, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের অনেক কিছুই রক্ষা করতে হলে এই নির্বাচনটাকে ফ্রি, ফেয়ার ও ক্রেডিবল করতে হবে।'' একই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, ''ভোটের পর অর্থনৈতিক চাপ আসতে পারে।''

তাহলে কি বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও বড় ধরনের সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে? নাকি অতীতের মতো চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ইতিবাচক ধারায় ফিরবে-সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে সামনে দিনগুলো যে মসৃণ হবে না সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। - আবদুর রহিম হারমাছি, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

পাট থেকে তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের উত্থানের গল্প

১০ পৃষ্ঠার পর

কাঁচামাল আমদানিতে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হবে। আমাদের কাঁচামাল আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক দিতে হয় যেখানে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা ছিল। এতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা চ্যালেঞ্জিং ছিল। তখন বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা ভালো একটা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন; ব্যাক টু ব্যাক এলসির ব্যবস্থা। তখন প্রচুর আমদানি করতে হতো, এর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ছিল কাঁচামাল। আমদানির পেমেন্ট রফতানি আয়ের মাধ্যমে করা হতো। তখন খুব কম বিনিয়োগে এ শিল্পগুলো চালু করা যেত। সেটাও বাংলাদেশের জন্য সুবিধা ছিল। কারণ বাংলাদেশে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করার মতো শিল্পপতি অত ছিল না। এভাবেই তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে দেখা গেল, ২০০০ সালে তৈরি পোশাক খাতে আমাদের রফতানি ৭০ শতাংশ হয়ে গেল। এখন তো ৮২-৮৪ শতাংশ। একদিকে পাটে রফতানি কেন্দ্রীভূত ছিল, সেখান থেকে সরে আসা হলো। এখন শিল্পজাতীয় পণ্যে আমরা ভালো অবস্থানে এসেছি। এখানে রফতানি কেন্দ্রীভূত হলো। তবে এ গার্মেন্টস ছাড়া অন্যান্য পণ্য রফতানিতে ভালো সাড়া ফেলতে পারছি না।

তৈরি পোশাক শিল্পের পর আরেকটি সম্ভাবনাময় শিল্প ছিল জুতা শিল্প। আন্তর্জাতিকভাবে এ শিল্পের যে স্ট্রাকচার (কাঠামো) তা আরএমজির সঙ্গে মিলে। এখানে বড় বড় রফতানিকারক আছেন, কোম্পানি আছে। যেমন নাইকি, অ্যাডিডাস, রিবোকের মতো কোম্পানি, যারা বড় অংকের পণ্য বিক্রি করে। কিন্তু তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে, নিজেদের কোনো কারখানা নেই। ওরা কী করে? ওরা চীন ও ভিয়েতনামের মতো জায়গায় যায়। বাংলাদেশেও আসে। এরা গার্মেন্টের মতোই বায়ার। তারা জুতোর ডিজাইন নিয়ে আমাদের এখানে আসে, চুক্তি করে এবং অর্ডার দেয়। এভাবে বিভিন্ন দেশের কারখানায় তৈরি জুতাই যায় ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন বাজারে।

বাংলাদেশে কিন্তু পোশাক শিল্পের পর জুতা দ্বিতীয় বৃহৎ শিল্প হওয়া উচিত ছিল। কেন হচ্ছে না সেটা তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। গার্মেন্ট ছাড়া অন্যান্য শিল্পে কেন আমাদের রফতানি বাড়ছে না? রফতানির বৈচিত্র্যায়ণ কেন হচ্ছে না? আমরা অনেকদিন ধরে বলে এসেছি, এখন আমরা গবেষণা করে এটি দেখিয়ে দিয়েছি আমাদের যে শুল্ক ব্যবস্থা আছে, এ শুল্ক ব্যবস্থা এবং যেটাকে বলি সংরক্ষণমূলক। উচ্চ বাণিজ্য শুল্কের কারণে স্থানীয় বাজারে বিক্রি অনেক লাভজনক। যেমন বাংলাদেশের বাজারে যদি জুতার দাম হয় ১ হাজার টাকা তা রফতানিতে দাঁড়ায় ৫০০ টাকা। এমনটা হলে জুতা কোম্পানি কি রফতানি করবে না দেশী বাজারে বিক্রি করবে? এটি একটা বিষয়, কারণ বাজার দুটো আছে। একটা হচ্ছে রফতানি বাজার, আরেকটি হচ্ছে দেশীয় বাজার। যেদিকে মুনাফার হার বেশি হবে, সেদিকেই সে ধাবিত হবে। এখানে আমাদের যে শুল্ক সংরক্ষণ নীতি চলে এসেছে, সে নীতিটা এমন যে বিক্রি করলে মুনাফা বেশি থাকে, এগুলো আর রফতানি হচ্ছে না। সুতরাং, গার্মেন্টের বাইরে অন্যান্য শিল্পকে দাঁড়াতে হলেও বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। শতভাগ রফতানিমুখী হওয়ায় তৈরি পোশাক শিল্পের পথে তেমন বাধা নেই। গার্মেন্ট-বহির্ভূত শিল্পে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। আমরা প্রতি বছর ১৫শ থেকে ১৬শ পণ্য রফতানি করে থাকি। কিন্তু তাদের রফতানি ভ্যালু খুবই কম। ১ মিলিয়ন ডলারেরও কম রফতানি করে এমন কোম্পানি প্রচুর। সেখানে রফতানি বাড়ছে না তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের শুল্ক সংরক্ষণ নীতি। এর ফলে দেশীয় বাজারে মুনাফার হার অনেক বেশি থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ ভোক্তারা কিন্তু অনেক বেশি দামে সেসব পণ্য কিনছে, বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য। বেশি দামটা হিসাবও করা যায় যে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় কত বেশি দামে জিনিসপত্র কিনছি। আমাদের সাধারণ ধারণা, বিদেশী পণ্য মানেই ওটার দাম বেশি। কিন্তু দাম আসলে বেশি না, দাম বেশি পড়ে শুল্কের কারণে। আপনি যদি জুতার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন তাহলে জুতার প্রকৃত দাম ৫০০ টাকা হলেও তা ১ হাজার টাকায় বিক্রি হবে। এ কারণেই আমরা যতই চেষ্টা করছি না কেন রফতানিতে বৈচিত্র্য আনতে পারছি না। রফতানি করার মতো আমাদের বহু পণ্য আছে। প্লাস্টিক পণ্য আছে, কৃষিজাত পণ্য আছে, ইলেকট্রিক্যাল গুডস আছে। এখন তো মোবাইল ফোন টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনও তৈরি হচ্ছে।

জুতা শিল্পের দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানিমুখী শিল্প খাত না হয়ে ওঠার কারণ হচ্ছে, রফতানিতে আমাদের একটা নিরীহ ব্যবস্থা ধরে রাখা। বিদ্যমান ব্যবস্থায় রফতানি করলে মুনাফার হার বেশি হয় না। দেশীয় বাজারে বিক্রি করলে যে লাভ হয় রফতানিতে তা হয় না। কিন্তু রফতানি বাজারে প্রবেশ করলেই আমাদের জুতা শিল্প বড় হওয়ার সুযোগ তৈরি হতো এবং এতে তৈরি পোশাক খাতের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো। প্রথমত কথা হলো, বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে দেশীয় বাজারকে লাভজনক করে রাখার ব্যবস্থাটা ভালো নয়। এতে রফতানি করার প্রণোদনা হারান উৎপাদকরা। দ্বিতীয়ত, দেশীয় বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক ছোট। এখানে শিল্পের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শুধু মুনাফা করা নয়। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। রফতানিমুখী শিল্পে যেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, দেশীয় শিল্পে এ রকম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যায় না। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার অনেক বড় হয়েছে। এখন তা ৪৬০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের তুলনায় দেখলে বেশ বড়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার হচ্ছে ১০০ ট্রিলিয়ন ডলারের। আমাদের তাই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্য নিয়েই এগোনো উচিত। এতে যেমন অসংখ্য কর্মসংস্থান হবে তেমনি বড় হবে আমাদের অর্থনীতির আকার। - ড. জাইদি সাত্তার: চেয়ারম্যান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)অনুলিখন: তৌফিকুল ইসলাম ও অনি আতিকুর রহমান, বণিকবার্তা-র সৌজন্যে

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর

১০ পৃষ্ঠার পর

থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একইভাবে বাংলাদেশ জানে না প্রকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ কত। কী পরিমাণ অর্থ দেশে আসছে এবং কী পরিমাণ অর্থ বিদেশে যাচ্ছে।

আহসান এইচ মনসুরের মতেও সঠিক তথ্য না থাকলে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কীভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে আমরা সঠিক নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবো না। কেএনওএমএডির তথ্য অনুসারে, গত বছর বাংলাদেশ ২ হাজার ১৫০ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে। এটি আগের বছরের ২ হাজার ২২১ কোটি ডলারের তুলনায় তা ৩ শতাংশ কম। ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নাসের এজাজ বিজয় বলেন, যেসব কোম্পানি বিদেশি কর্মী নিয়োগ করছে তাদের আইন মেনে কাজ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, একই সঙ্গে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, যাতে বিদেশিরা অনুমতি নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ পান। - ডেইলি স্টার

হেনরি কিসিঞ্জার: অভিবাসী থেকে ক্ষমতায়, বিতর্ক ছিল সঙ্গী

৬ পৃষ্ঠার পর

ব্যাপক নৃশংসতার বিষয়ে চোখ বন্ধ রাখাড়এসব নিয়ে বেশ আলোচিত-সমালোচিত ছিলেন তিনি।

অভিবাসী থেকে ক্ষমতাবৃত্তে

কিসিঞ্জারের জন্ম ১৯২৩ সালের ২৭ মে, জার্মানির ফোর্থ শহরে। পুরো নাম হেইঞ্জ আলফ্রেড কিসিঞ্জার। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে জার্মানি ছেড়ে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন কিশোর কিসিঞ্জার। তখনো ইউরোপবাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মুখে পড়েনি। হিটলারের নাৎসিদের হাতে ব্যাপক ইহুদি নির্যাতন শুরু হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে এসে নামের ইংরেজি অংশ 'হেনরি' জুড়ে নেন কিসিঞ্জার। ১৯৪২ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব পান তিনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে স্নাতকোত্তর ও ১৯৫৪ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। পরের ১৭ বছর কিসিঞ্জার হার্ভার্ডে শিক্ষকতা করেছেন। এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে ইউরোপের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। এই সময়টায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পরামর্শকের কাজ করেছেন কিসিঞ্জার। পরে যুক্ত হন পররাষ্ট্র দপ্তরে। কাজ ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনসন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ডামাডোলে ক্ষমতায় আসেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। তিনি কিসিঞ্জারকে হোয়াইট হাউসে ডেকে নেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদে বসান। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম আলোচিত-সমালোচিত বিষয়। এর অন্যতম রূপকার কিসিঞ্জার। যুদ্ধকে লাওস ও কম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখেন তিনি। ভিয়েতনাম নিয়ে শান্তি উদ্যোগের মধ্যমণিও তিনি। ১৯৭২ সালে কিসিঞ্জার বলেন, 'শান্তির উদ্যোগ হাতের মুঠোয় রয়েছে।' পরের বছর সই হয় প্যারিস শান্তি চুক্তি।

নোবেল নিয়ে বিতর্ক

১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জারের সফলতার মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। একই বছর লি ডাক থোর সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পান তিনি। ভিয়েতনামে যুদ্ধের রাশ টানা এবং মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ নিয়ে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে নোবেল কমিটি। প্রতিবাদ জানিয়ে কমিটির দুই সদস্য পদত্যাগ করেন।

সমসাময়িক সময়ে আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিক করা ও সেখানে মার্কিন প্রভাব বাড়ানোতে ভূমিকা রাখেন কিসিঞ্জার। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কমাতে ছুটে যান চীনে। বেইজিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সূচনা করতে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। এর জেরে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঐতিহাসিক সফরে বেইজিং যান। চীনের নেতা মাও সেতুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বিতর্ক ছাপিয়ে টিকে থাকা

তত দিনে বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোচিত-সমালোচিত এক নাম হেনরি কিসিঞ্জার। মার্কিন রাজনীতিও উত্তাল হয়ে উঠেছে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে। পদত্যাগ করেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। ১৯৭৪ সালে ক্ষমতা নেন জেরাল্ড ফোর্ড। তাঁর প্রশাসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন কিসিঞ্জার। একই বছর প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্লাদিভোস্তকে যান কিসিঞ্জার। সেখানে সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁদের। কৌশলগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে সম্মত হয় দুই দেশ। স্নায়ুযুদ্ধে উত্তাল ওই সময়ে এটা ছিল বড় একটি অর্জন। ১৯৭৩ সালে লি ডাক থোর সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পান তিনি। ভিয়েতনামে যুদ্ধের রাশ টানা এবং মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ নিয়ে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে নোবেল কমিটি। প্রতিবাদ জানিয়ে কমিটির দুই সদস্য পদত্যাগ করেন। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ব্যর্থতার স্বাদ পান কিসিঞ্জার। চিলি ও আর্জেন্টিনায় সামরিক অভ্যুত্থানে সমর্থন করেন তিনি। লাতিন আমেরিকার জনপ্রিয় বামপন্থী নেতাদের হত্যার পেছনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে। ১৯৭৫ সালে পূর্ব তিমুরে ইন্দোনেশিয়ার রক্তক্ষয়ী অভিযানের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় সমালোচিত হন তিনি। তবে এসব তাঁর অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারেনি।

'সুপার পররাষ্ট্রমন্ত্রী'

নিক্সনের সঙ্গে কিসিঞ্জারের দহরম-মহরম এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে রুশ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ দার্শনিক ইসাইয়া বার্লিন তাঁদের 'নিক্সনজার' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই 'জুটি' ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের রাজনৈতিক আখের গোছাতে। উদারনৈতিক এলিটদের অবজ্ঞা করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিলে প্রভাব কমতে শুরু করে কিসিঞ্জারের। পরবর্তী সময় প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও রোনাল্ড রিগ্যান তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন। ক্ষমতাবৃত্ত থেকে সরে এসে কিসিঞ্জার প্রভাবশালী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানেও সফলতা পান তিনি। কিসিঞ্জার একজন দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন। রাজনীতি ও কূটনীতির মারপ্যাঁচ বেশ ভালো বুঝতেন। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তাঁকে 'সুপার পররাষ্ট্রমন্ত্রী' বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে বিভিন্ন সময় সমালোচকেরা বলেন, কিসিঞ্জারের মধ্যে একধরনের প্রবল অহংবোধ (ইগো) ছিল। কিসিঞ্জার মনে করতেন, তিনি কখনোই ভুল করেননি।রয়টার্স

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

চীন ছেড়ে ভারত থেকে পণ্য আমদানি বাড়াচ্ছে আমেরিকার ওয়ালমার্ট

৭ পৃষ্ঠার পর

৮০ শতাংশই এসেছিল চীন থেকে। আর চলতি বছর এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশ। উল্লেখ্য, ওয়ালমার্ট এখনো সবচেয়ে বেশি পণ্য চীন থেকেই আমদানি করে।

চীন থেকে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং ওয়াশিংটন-বেইজিংয়ের মধ্যকার কূটনৈতিক টানাপোড়েনকেই পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ওয়ালমার্টের এই উদ্যোগের মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় কোম্পানি তাই পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারত, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের দিকেও তাকাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার এবং খাদ্যপণ্যের দাম বেশি হওয়ায় ক্রেতাদের সঞ্চয় কমে যাওয়ার শঙ্কা থেকেই যায়। সেখানে চীন থেকে উচ্চমূল্যের আমদানি ব্যয় দিয়ে পণ্য আনলে সেটা ক্রেতাদের পক্ষে কেনা সম্ভব যে না-ও হতে পারে,সেদিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে বলে জানায় ওয়ালমার্ট।

প্রতিষ্ঠানটির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া অলব্রাইট এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা সর্বোত্তম দামটাই নিশ্চিত করতে চাই। সে জন্য সাপ্লাই চেইনে বৈচিত্র্য আনা দরকার। পণ্যের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর ওপর নির্ভর করতে পারি না আমরা। কারণ, হারিকেন-ভূমিকম্পের মতো ঘটনা থেকে শুরু করে কাঁচামালের ঘাটতি পর্যন্ত অনেক কিছুই আমাদের সামলাতে হয়।'

এক উৎস থেকেই বেশি পণ্য আমদানির চিত্র ধরা পড়েছে। নির্দিষ্ট উৎসের প্রতি এই নির্ভরতা মোটেও প্রয়োজনীয় নয় বলে ওয়ালমার্ট তা কমাতে চাইছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা। উৎপাদন উৎস বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। আন্দ্রেয়া অলব্রাইট বলেন, ভারত সেই উৎস হিসেবে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে এসেছে।

২০১৮ সাল থেকেই ভারতে ব্যবসা বৃদ্ধি করছে ওয়ালমার্ট। সে বছর ভারতীয় ই-কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্টের ৭৭ শতাংশ শেয়ার কিনেছিল প্রতিষ্ঠানটি। দুই বছর পর ওয়ালমার্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে প্রতিবছর ১ হাজার কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করবে তারা।

সেই লক্ষ্যেই ওয়ালমার্ট কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান অলব্রাইট। খুচরা পণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ভারত থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করছে।

খেলনা থেকে শুরু করে বাইসাইকেল কিংবা ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যও ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করে ওয়ালমার্ট। ইদানীং ভারত থেকে যাওয়া প্যাকেটজাত খাবার, শুকনো শস্য এবং পাস্তাও জনপ্রিয় হচ্ছে বলে জানান অলব্রাইট।

ভারতের স্টক মার্কেট চলতি বছর রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছে। কম খরচে বৃহৎ উৎপাদনের দিক দিয়ে ভারত চীনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করছে ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল কর্মশক্তি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। অন্যদিকে, শেষ ছয় দশকের মধ্যে গত বছরই প্রথমবারের মতো জনসংখ্যা হ্রাসের কথা জানিয়েছে চীন। আর এসবই ওয়ালমার্টের নজরে ছিল বলে জানান অলব্রাইট।

২০০২ সালে বেঙ্গালুরুতে কার্যক্রম শুরু করে ওয়ালমার্ট। বর্তমানে ওয়ালমার্ট গ্লোবাল টেক ইন্ডিয়া ইউনিট, ফ্লিপকার্ট গ্রুপ, ফোনপে এবং সোর্সিং অপারেশনগুলোর অধীনে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অফিসে ছড়িয়ে থাকা তাদের কর্মীর সংখ্যা ১ লাখেরও বেশি। ওয়ালমার্টের প্রধান নির্বাহী ডগ ম্যাকমিলন এ বছরের মে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বৈঠকটিকে 'ফলপ্রসূ' বলে অভিহিত করেছিলেন মোদি। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে নরেন্দ্র মোদি তখন বলেন, 'বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে ভারতের আবির্ভাব দেখে আমি আনন্দিত।'

ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুযোগ তৈরিতে ওয়ালমার্টের সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতির কথা তখন বলেছিলেন ম্যাকমিলন। অন্যদিকে, ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে ২০০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রার ঘোষণা এ মাসেই দিয়েছে ওয়ালমার্টের প্রতিদ্বন্দ্বী আমাজন।

ফ্রিউইল স্পোর্টস নামে ফুটবল সরবরাহকারী ভারতীয় ছোট একটি কোম্পানিও ওয়ালমার্টের দ্বারা লাভবান হয়েছে বলে জানিয়েছেন এর প্রধান নির্বাহী রাজেশ খারাবান্দা। তিনি বলেন, ভারতীয় উৎপাদন শিল্পে এবং কারখানার অবকাঠামোর প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে নতুন আস্থার জায়গা তিরি হয়েছে।

মার্কিন আমদানি তথ্য অনুসারে, গত বছর ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি বন্দর গুজরাটের মুন্দ্রা থেকে ফ্রিউইলের কমপক্ষে আটটি চালান ওয়ালমার্টের গুদামে উদ্দেশে রওনা হয়েছিল।

সাপ্লাই চেইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীন থেকে পণ্য পরিবহনের খরচ ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় সুবিধা পাচ্ছে ভারত। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের সাপ্লাই চেইন বিশ্লেষণ গ্রুপ 'পাঞ্জিভা'র গবেষণা বিশ্লেষক ক্রিস রজার্স বলেন, অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্রের তুলনায় শ্রমের ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে চীনের বাজার কম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। চীনের ন্যূনতম মজুরি কেবল প্রদেশ থেকে প্রদেশ নয়, এক শহর থেকে আরেক শহরেও পরিবর্তিত হয়। এই মজুরি ১ হাজার ৪২০ থেকে ২ হাজার ৬৯০ ইউয়ান পর্যন্ত ওঠানামা করে। যা ১৯৮.৫২ ডলার থেকে ৩৭৬.০৮ ডলার সমমূল্যের।

অন্যদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেব অনুসারে, ভারতে অদক্ষ এবং আধা দক্ষ কর্মীদের গড় মজুরি প্রতি মাসে প্রায় ৯ হাজার থেকে ১৫ হাজার ভারতীয় রুপি হয়ে থাকে। গড় মজুরির এই সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান ১০৮.০৪ থেকে ১৮০.০৬ ডলারের সমান। কোভিড-১৯ মহামারিতে প্রকাশ পেয়েছে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের কিছু দুর্বলতা। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা যে অল্পসংখ্যক বাজারের ওপর অত্যধিক নির্ভর করে থাকে, সেটাও দেখা যায় তখন।

ওয়ালমার্টের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া অলব্রাইট বলেন, 'ভূরাজনৈতিক কোনো উপলক্ষ ঘিরে পরিকল্পনা করা অনেকটা হারিকেনের জন্য পরিকল্পনার মতো। আমার পণ্য কোথা থেকে আসছে,সেটাই কেবল আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু আমার সাপ্লাই চেইনে কিছু ঘটে গেলে তখনো ঠিকঠাকভাবে বড়দিন উদ্যাপিত হবে কি নাড়তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না।'

গৃহস্থালি পণ্য ও তৈরি পোশাকের সরবরাহকারী হিসেবে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও ওয়ালমার্টের কৌশল থেকে উপকৃত হয়েছে বলে জানান অলব্রাইট।

চলতি অর্থবছরে ভারতের অর্থনীতি ৬.৫ শতাংশ প্রসারিত হবে বলে অনুমান করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চীনের অর্থনীতি এ বছর প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শেখর গুপ্তের পারিবারিক ব্যবসা 'দেবগিরি' প্রায় এক দশক ধরে ওয়ালমার্টের কাছে মেঝের পাটি বিক্রি করছে। শেখর বলেন, ওয়ালমার্ট তাদের প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে ভারতকে কীভাবে চায়সড় সম্পর্কে সত্যিকারের একটি কৌশল প্রণয়নের পর গত ১২ থেকে ১৮ মাসে অবশ্যই একটি বড় প্রভাব পড়েছে।

ইসরায়েলের সমালোচক মেহেদি হাসানের অনুষ্ঠান বন্ধ করল মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি

৭ পৃষ্ঠার পর

বেশি প্রয়োজন। তাকে আরও ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তার মুখ বন্ধ করা উচিত নয়।

তবে এবারই প্রথম নয়। এর আগেও ইসরায়েলের সমালোচনা করার জন্য মার্কিন সাংবাদিকদের শাস্তি দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে। ২০১৮ সালে ফিলিস্তিনি অধিকারের সমর্থনে জাতিসংঘের এক সভায় বক্তব্য দেওয়ায় সাংবাদিক মার্ক ল্যামন্ট হিলকে বরখাস্ত করে সিএনএন। ল্যামন্ট হিল বর্তমানে আলজাজিরায় কাজ করছেন। ২০২১ সালে ফিলিস্তিনি অধিকারের সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিলে এক তরুণ প্রতিবেদককে বরখাস্ত করে বার্তা সংস্থা এপি।

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতাকে হত্যার ছক যেভাবে কষেছিল 'ভারতীয় কর্মকর্তা'

৭ পৃষ্ঠার পর

বলেছিলেন, ভারতীয় সরকারের এজেন্টরা তার দেশের এক নাগরিকের হত্যায় জড়িত। এর যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে আছে।

কানাডার অভিযোগ ভারত উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার যুক্তরাষ্ট্র একই ধরনের অভিযোগ তোলা হলেও ভারতের সরকারি প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। নিখিল গুপ্তার নাম সামনে এলেও মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর অভিযুক্ত ভারতীয় কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করেনি।

অভিযোগপত্রে বিস্তারিত লেখা হয়েছে - কবে, কীভাবে ওই সরকারি কর্মকর্তা এবং গ্রেপ্তারকৃত নিখিল গুপ্তার মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল।

অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় কর্মকর্তা একটি এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে নিখিল গুপ্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গুপ্তাকে একটি ফৌজদারি মামলায় সহায়তা করার বিনিময়ে তিনি শিখ নেতা পান্নুকে হত্যা করার ব্যবস্থা করে দিতে রাজি হন।

ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিখিল গুপ্তা এবং ওই ভারতীয় কর্মকর্তার মধ্যে ক্রমাগত কথোপকথন চলছিল। এ ছাড়া দিল্লিতেও দুজনের দেখা হয়।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গুপ্তা এবং ওই ভারতীয় কর্মকর্তা যখন এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছিলেন, সে সময়ে গুপ্তা দিল্লি বা নিকটবর্তী এলাকায় ছিলেন। গত ১২ মে গুপ্তাকে বলা হয় যে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাকে আরও বলা হয়েছিল, গুজরাট পুলিশ থেকে আর কেউ ফোন করবে না।

গুপ্তাকে ২৩ মে ভারতীয় কর্মকর্তা আবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি তার বসের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং গুজরাটের মামলাটি মিটে গেছে, কেউ আপনাকে আর ফোন করবে না। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় কর্মকর্তা একজন উপ-নগরপালের সঙ্গে গুপ্তার বৈঠকের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

অফিসারের কাছ থেকে ভরসা পাওয়ার পরেই গুপ্তা নিউ ইয়র্কে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে শুরু করেন।

তিনি এই কাজের জন্য আমেরিকায় একজন ভাড়াটে খুনির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সে ভাড়াটে খুনিকে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে তিনি নিউ ইয়র্ক এবং আমেরিকার অন্য একটি শহরের মধ্যে আসা যাওয়া করেন। যে ভাড়াটে খুনির সঙ্গে নিখিল গুপ্তা যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি আসলে একজন ছদ্মবেশী মার্কিন ফেডারেল এজেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তর প্রকাশিত অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, গুপ্তা নিউ ইয়র্কে হত্যা হয়ে যাওয়ার পরে ওই ছদ্মবেশী এজেন্টকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় আরও কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথাও বলেছিলেন।

এদিকে গত ১৮ জুন কানাডায় হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের পর ১৯ জুন একটি নির্ভরযোগ্য মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রটিকে গুপ্তা বলেন যে আমরা সবুজ সংকেত পেয়েছি, আপনি আজ বা আগামীকাল যে কোনও সময় কাজটি সেরে ফেলতে পারেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজটি শেষ করুন। গুপ্তা গত ৩০ জুন ভারত থেকে চেক প্রজাতন্ত্রে গিয়েছিলেন, সেদিনই যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে চেক পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র পাচারের কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই বিষয়ে অবহিত করেছিল।

গত বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন, আমেরিকা ওই ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ করেছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। খবর বিবিসির।

বিএনপিকে ছাড়াই বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন!

৮ পৃষ্ঠার পর

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কোনো নির্দেশনা আছে কি-না তা জেনে নিয়েছেন। এছাড়া কিছু কিছু প্রার্থী কোনো কোনো জায়গায় আচরণবিধি ভঙ্গ করায় আমাদের নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি তাদেরকে তলব করেছে। এছাড়া রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে নির্বাহী হাকিমরাও কাজ করছেন।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''বিএনপি ভোটে আসছে না। সরকারি দল আওয়ামী লীগ ছোট ছোট কিছু রাজনৈতিক দলকে নিয়ে নির্বাচনে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি ছাড়া বাংলাদেশে কোন নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলা যায় না। জাতীয় পার্টির আগে একটা অবস্থান ছিল। এই নির্বাচনের পর তাদের সেই অবস্থান কতটুকু থাকবে সেটাও দেখার বিষয়।' বৃহস্পতিবার বেলা সকালে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত ''গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকার : টিআইবির সুপারিশমালা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ''এ নির্বাচনের ওপর জনগণের আস্থা বা ভোটের ওপর জনগণের আস্থা নিশ্চিত করা অসম্ভব হবে বলে মনে করি।'

প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে বহাল থাকায় নির্বাচনে দলীয় বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ''যখন একটি দল নির্বাচিত হয়, সেই দল দেশের সরকার হিসেবে নির্বাচিত হয়। তখন সেই সরকার আর কোনো দলের সরকার থাকে না। কিন্তু সেই সরকারের প্রধান যদি স্বপ্রণোদিতভাবে দলীয় নেতৃত্বের অবস্থান থেকে পদত্যাগ করেন, তাহলে প্রতীকী অর্থে হলেও সবার সরকারপ্রধান হিসেবে বা সব দলের সরকার হিসেবে তার ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। সংসদের স্পিকারের ক্ষেত্রেও একই কথা। স্পিকার যখন নির্বাচিত হন তখন আর কোনো দলের প্রতিনিধি থাকেন না। তখন তিনি সব এমপির স্পিকার। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট দ্বারা একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতির ফলে বারবার গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতি ও নির্বাচনকালীন সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।' নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা আবারও বললেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''যে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে সেটি তো তামাশার নির্বাচন। ফলে এই নির্বাচনে আমরা অংশ নিচ্ছি না।' তাহলে বিএনপির পরবর্তী পদক্ষেপ কী? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''আমরা তো আর নির্বাচনে বাধা দিতে পারব না। কারণ পুলিশ, র‍্যাব, প্রশাসন সবই তাদের সাজানো। ফলে আমরা আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাব। আমরা বিশ্বাস করি এই সরকারের পতন হবে। আমাদের সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

গত ১৫ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল তফসিল ঘোষণা করেন। সে অনুযায়ি আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। ১ থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। প্রার্থীরা ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। ১৮ ডিসেম্বর প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ হবে। ৭ জানুয়ারি সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। এবার সব আসনে ভোট হবে ব্যালট বাক্সে। এই নির্বাচনে সারা দেশে ৪২ হাজার ১০৩টি ভোটকেন্দ্রের অধীনে ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। - সমীর কুমার দে , জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাত তাদের সরকারকে পাত্তা দেয় না বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৯ পৃষ্ঠার পর

সব জিনিস চীনের তৈরি। কারণ ব্যবসায়ীরা ঠিকই চীনা পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।' এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দেশপ্রেম কম। আমাদের সমস্যা হলো, দেশের প্রতি ভক্তির অভাব আছে। এ জন্য অনেক গোপন নথি প্রকাশ করে দেয় আমাদের সম্মানিত মিডিয়া। এটি দুঃখজনক। এটি অন্য দেশে হয় না।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশে সংলাপ করবেন কার সঙ্গে, সেটি একটি বড় বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র কি এ ধরনের সংলাপ-টংলাপ করে? সেটি তাদের জিজ্ঞাসা করেন। তাদের দেশে নির্বাচনের আগে তারা সংলাপ করে কি না। আমি জানি না। আমি বহু বছর যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। আমি কোনো দিন সংলাপের কথা শুনিনি।' সূত্র কালবেলা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না জাতিসংঘ

৮ পৃষ্ঠার পর

করে তুলেছে। বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ মহাসচিব কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন? জবাবে জাতিংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফানি ডুজারিক বলেন, ''না আমাদের সেরকম কিছু নেই। জাতিসংঘ এ নির্বাচনে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট ছাড়া জাতিসংঘ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে না।' তিনি বলেন, ''আমরা মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিবেদন দেখেছি। আমরা আবারও সংশ্লিষ্ট সব দলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যাতে জনগণ অবাধে, স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, তা যেন হয়রানি মুক্ত হয়।'

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার পদ থেকে সজীব ওয়াজেদের পদত্যাগপত্র গৃহীত

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(বি) (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি সজীব ওয়াজেদ জয়কে উপদেষ্টা পদে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রীর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান তিনি।

এদিকে মন্ত্রিসভার টেকনোক্র্যাট তিন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এবং তিন উপদেষ্টার পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর গত ১৯ নভেম্বর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এই তিনজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগপত্র জমা দেন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীও পদত্যাগপত্র জমা দেন।

বাংলাদেশে নির্বাচনের পরের অর্থনীতি নিয়ে যত শঙ্কা

৯ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে সম্পর্কিত করার ঝুঁকি আছে।''

নির্বাচনের পর সংকট বৃদ্ধির আশঙ্কা

বাংলাদেশের ওপর বিদেশি ঋণের চাপ বাড়ছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ করা বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলার (১০ হাজার কোটি টাকা) ছুঁয়েছে। এর মধ্যে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৭৯ বিলিয়ন ডলার। বাকি ২১ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ নিয়েছে দেশের বেসরকারি খাত। বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে নেয়া ঋণের প্রায় ৮৪ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী। বাকি ১৬ শতাংশ বা ১৬ বিলিয়ন ডলারের ঋণ স্বল্পমেয়াদী। এখন ঋণ জিডিপির অনুপাত ৪২.১ শতাংশ। গত ১০ বছরেই বিদেশি ঋণ বেশি নেয়া হয়েছে। তবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে বিদেশি ঋণ অনেক বাড়তে থাকে। ২০১৮-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট বিদেশি ঋণ ছিল ৪৫.৮১ বিলিয়ন ডলার।

জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে বিদেশি ঋণের সুদ ও আসল মিলিয়ে মোট ১১০ কোটি ১৪ লাখ ডলার পরিশোধ করা হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৭২ কোটি ৪৩ লাখ ডলার। চলতি অর্থবছরের চার মাসে বিদেশি ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধে ব্যয় বেড়েছে ৩৭ কোটি ৭২ লাখ ডলার।

চলতি অর্থ বছরে বিদেশি ঋণের সুদ ও আসল মিলিয়ে ৩২৮ কোটি ডলার শোধ করতে হবে। আগের অর্থ বছরে শোধ করতে হয়েছে ২৭৪ কোটি ডলার।

ইআরডির তথ্য বলছে, আগামী অর্থ বছরে আসল পরিশোধ করতে হবে ২৯০ কোটি (২.৯ বিলিয়ন) ডলার, যা এর পরের অর্থবছরে বেড়ে হবে ৩৩১ কোটি ডলার। ২০২৭ সাল নাগাদ এটা ৫০০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে।

বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের মতে, ''নির্বাচনের আগে থেকেই আমাদের যে ধরনের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে এর পিছনে আছে অর্থনীতির নীতির জায়গায় দুর্বলতা বা ভুল অর্থনৈতিক নীতির কারণে হয়েছে। অবশ্য এর সঙ্গে বৈশ্বিক কারণও আছে। এখন যদি নির্বাচনের পরেও একই অর্থনৈতিক নীতি অব্যাহত থাকে, তাহলে আমাদের বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ার পাশাপাশি সক্ষমতা কমে আসবে। এটা একটা সংকট সৃষ্টি করবে। আমাদের রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স যদি না বাড়ে, তাহলে ঋণ পরিশোধের চাপ সামলানো কঠিন হবে। আর সেই অবস্থায় যদি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসে, আহলে আমাদের রপ্তানি আয় আরো কমে যাবে। রিজার্ভ পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।'' তিনি বলেন, ''আমরা অতীতে দেখেছি, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন সব সময়ই অর্থনীতির জন্য ভালো হয়। কিন্তু এবার যেভাবে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেখানে নির্বাচনের পর সবাই অনিশ্চয়তা দেখতে পাচ্ছেন। ফলে নির্বাচনের পর অর্থনীতির জন্য সুখবরের পরিবর্তে এখন যে চাপ আছে, তা আরো প্রলম্বিত হতে পারে।''

আর সিরডাপের পরিচালক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো যারা একটি অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে, তাদের হয়ত আরো উদ্দেশ্য আছে। তাদের কথায় যে ফেয়ারনেসটা বাংলাদেশের ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিন্তু ইসরায়েল ও হামাসকেন্দ্রিক ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি না। আমরা যে ইস্যুগুলো পলিটিক্যালি দেখছি এবং যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কথা শুনছি এর সঙ্গে তো রাজনৈতিক বিষয় আছে। তাই যারা ক্ষমতায় আছে, তারা আবার ক্ষমতায় আসলে সেখানে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চলে আসতে পারে। যদি সেটা না হয়ে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও কিছুটা সুষ্ঠু হয়, তখন হয়ত ওই পরিস্থিতি না-ও হতে পারে।''

তার কথা, ''এখন রিজার্ভ, মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণ নিয়ে এমনিতেই অর্থনীতি চাপের মুখে আছে। যে ধরনের নির্বাচনের দিকে আমরা যাচ্ছি, তাতে অর্থনীতি আরো চাপে পড়তে পারে।''- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ড. ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল

৯ পৃষ্ঠার পর

জাফর আহমেদ ও বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল খারিজ করে এ রায় দেন।

মামলা বাতিল করে রায়ে আদালত বলেছেন, ১০৬ শ্রমিক চাইলে শ্রম আদালতে গিয়ে মামলা করতে পারবেন।গ্রামীণ কল্যাণ থেকে চাকরিচ্যুত ১০৬ শ্রমিককে শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির লভ্যাংশ পরিশোধ করতে গত ৩ এপ্রিল রায় দেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল।

পরে সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন প্রতিষ্ঠানটির এমডি। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ মে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের ওপর স্থিতাবস্থা দিয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট। এরপর বিষয়টি আপিলে গেলে আপিল বিভাগ দুই মাসের মধ্যে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। পরে হাইকোর্ট শুনানি শেষে আজ রায় ঘোষণা করেন। ড. ইউনূসের গ্রামীণ কল্যানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন, শ্রমিকদের পক্ষে খুরশীদ আলম খান ও গোলাম মোহাম্মদ শরীফ।

এ রায়ের ফলে গ্রামীণ কল্যান প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকদের টাকা দিতে হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শাহজাহান ওমর ভালো লাগা থেকেই আওয়ামী লীগে এসেছেন বললেন ওবায়দুল কাদের

৮ পৃষ্ঠার পর

না। তাতে কি নির্বাচন অবৈধ ধরা হয়? কিছু দল না এলেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না, অবৈধ হবে, এমনতো কথা নেই।

তিনি বলেন, ৩০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন অংশ নিচ্ছে। এটা একটা বড় সাফল্য। বিএনপিরও অনেকে অংশ নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে সৈয়দ এ কে একরামুজ্জামান, মনজুর আলম, শওকত মাহমুদ, তৈমুর আলম খন্দকার, শমসের মবিন চৌধুরী, শাহজাহান ওমর, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আহসান হাবীব, এ কে এম ফখরুল ইসলামসহ ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতা এবং শাহ মোহাম্মদ জাফর ও মেজর আখতারুজ্জামানসহ সাবেক ৩০ জন এমপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন।

তিনি বলেন,ওনির্বাচনকে ঘিরে বহুদিন পর উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যাচ্ছে সারাদেশে। চোখে পড়ার মতো উৎসব। জনগণের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশই হচ্ছে নির্বাচন, কোন দল এল, না এল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঝালকাঠি-১ আসনে বিএনপি নেতা শাহজাহান ওমরকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতা শাহজাহান ওমর আওয়ামী লীগে ভালো লাগা থেকেই এসেছেন। এটা দলের কৌশলগত সিদ্ধান্ত।

শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতাসহ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে সমন্বয় হবে এসব বিষয়ে। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও ঢালাওভাবে নির্বাচন করতে পারবে না।

কারও কথায় বা বাধায় নির্বাচনের ট্রেন থামবে না বলে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, জনগণের অংশগ্রহণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন মূল বিষয়। কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নেবে বা না নেবে সেটা নিয়ে ভাবনা নেই। সুন্দর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ বিরাজমান। সেজন্য আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। সময়মতোই দেওয়া হবে ইশতেহার, প্রায় চূড়ান্ত। সুবিধাজনক সময়ে ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, বিএনপি আন্দোলনের নামে দেশে যে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে সেই বিষয়ে টিআইবি কিংবা সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) মুখে কোনো কথা নেই। অথচ তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে।

কাদের বলেন, বিএনপি নামে একটি দল আন্দোলনের যে চক্রান্ত করছে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তাদের একটা হরতাল-অবরোধ, কোনো আন্দোলন সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তবে সন্ত্রাস তারা করতে পেরেছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে কতটা প্রভাব ফেলবে?

৭ পৃষ্ঠার পর

হবে এবং সেখানে তাঁর পক্ষে লড়ার জন্য আইনজীবী ঠিক করা হয়েছে কিনা, তা তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব ঠেকাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর দিচ্ছেন, তখন এ মামলাটিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, চীনকে মোকাবিলায় ওয়াশিংটন যেহেতু ভারতকে কৌশলগত সহযোগী করতে চাইছে, তখন দ্বিপক্ষীয় এ সংকটের সমাধান করা যেতে পারে।

কুগেলম্যান বলেন, 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওয়াশিংটন যখন নিজেদের মাটিতে হত্যাচেষ্টার জন্য বিদেশি সরকারকে অভিযুক্ত করে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সে সরকারের সম্পর্ক নিয়ে সংকট তৈরি হয়। তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ দিক আছে। এটা লক্ষণীয় যে প্রশাসন বিষয়টি জানার পরও ভারতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কমেনি। উচ্চপর্যায়ের বৈঠকগুলো নির্ধারিত সময়েই হচ্ছে।'

কুগেলম্যান আরও বলেন, 'এ ব্যাপারে শক্ত পদক্ষেপ নিতে জনগণ এবং ক্যাপিটল হিল থেকে বাইডেন প্রশাসনের ওপর চাপ এলে তবে তা উপেক্ষা করা কঠিন হবে।'

নিখিল গুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। তবে তারা বলেছে, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

গত বুধবার (২৯ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা এপিকে ফোনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন পান্নুন। তিনি বলেন, 'শারীরিক মৃত্যু নিয়ে আমি ভীত নই। স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালাতে গিয়ে আমাকে যদি এমন মূল্য দিতে হয়, তবে সে মূল্য চোকাতে আমি রাজি আছি।'

পান্নুন আরও দাবি করেছেন, নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে তারা কখনো সহিংস কর্মকাণ্ড চালাননি।

নিখিল গুপ্তের বিরুদ্ধে পান্নুনকে হত্যার জন্য পেশাদার খুনি ভাড়া করা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, মে মাসে ভারতের এক সরকারি কর্মকর্তা (নাম-পরিচয় জানা যায়নি) পান্নুনকে হত্যার পরিকল্পনা সাজাতে গুপ্তকে নিয়োগ দেন। আদালতের নথিতে পান্নুনকে 'ভুক্তভোগী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটনের জন্য একজন পেশাদার খুনিকে ভাড়া করতে গুপ্ত এক অপরাধীর সহযোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু ওই সহযোগী আসলে মার্কিন ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যামিনিস্ট্রেশনের (ডিইএ) 'আন্ডার কভার এজেন্ট' সূত্র হিসেবে কাজ করতেন। ওই সূত্র তখন গুপ্তকে কথিত পেশাদার খুনির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ওই খুনিও আসলে ডিইএর একজন এজেন্ট।

জুনে নিখিল গুপ্তকে শিখ নেতা পান্নুনের বাড়ির ঠিকানা, তাঁর ফোন নম্বর এবং তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের বিস্তারিত জানান ভারতের ওই সরকারি কর্মকর্তা। নজরদারি ক্যামেরায় ধারণ করা পান্নুনের ছবিও গুপ্তকে দেওয়া হয়েছিল। গুপ্ত তথ্যগুলো ডিইএর সেই এজেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, যত দ্রুত সম্ভব হত্যাকাণ্ড চালাতে ওই চোরাগোপ্তা এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গুপ্ত।

জুলাই থেকে তৎপরতা শুরু

বাইডেন প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, হোয়াইট হাউস প্রথম গত জুলাইয়ে শিখ নেতা পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা বলেন, হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষ অজিত দোভালের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেছেন। তিনি দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে দোভালের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। সুলিভান আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়তা চায়, এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না। যদি আবার এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে দুই দেশের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সিআইএর পরিচালক উইলিয়ামস বার্নসকে তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। তিনি সিআইএ পরিচালককে ভারতে গিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না।

গত সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি২০ সম্মেলনের এক ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠককালে বাইডেন বিষয়টি তুলেছিলেন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও জ্যাক সুলিভান গত সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে এই হত্যাচেষ্টার ঘটনা উত্থাপন করেন। গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক অ্যাড্রিল হেইনস ভারত সফর করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ তদন্তে সহযোগিতা করতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানান।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মার্কিন অ্যাটর্নি এবং ম্যানহাটনের প্রধান ফেডারেল কৌঁসুলি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেন, 'আসামি ভারত থেকে নিউইয়র্কে এসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মার্কিন নাগরিককে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। ওই মার্কিন নাগরিক শিখদের জন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচার চালাতেন।'

বিজ্ঞপ্তিতে উইলিয়ামস আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মার্কিন নাগরিকদের হত্যার ষড়যন্ত্র আমরা সহ্য করব না। এখানে কিংবা বিদেশে যারা মার্কিন নাগরিকদের ক্ষতি করতে চাইবে, কণ্ঠরোধ করতে চাইবেড়তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে, তাদের প্রতিহত করতে এবং বিচারের মুখোমুখি করতে আমরা প্রস্তুত আছি।'- এপি

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া ঠেকানোর নতুন কৌশল

৮ পৃষ্ঠার পর

যাবে এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব মিলিয়ে কতজন প্রার্থী হবেন।

শুরুতে বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে যারা পাবেন না তারা আর প্রার্থী হতে পারবেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডামি প্রার্থীর সিদ্ধান্ত দেয়ায় আওয়ামী লীগ থেকে যেন 'স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঢল নেমেছে।

ফরিদপুর-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ। এই আসনে ১১ জন মনোনয়ন চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক। এ কে আজাদ বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যারা দলের মনোনয়ন চেয়েছেন, তারা সবাই আওয়ামী লীগের লোক। যারা মনোনয়ন পায়নি, তারা যদি নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন, তাহলে দলের আপত্তি নেই। উৎসাহ দেয়ার কথা বলেছেন। বলেছেন, ''নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে এবং কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব হবে না। আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতারাও আছেন।"

তার কথা, "ফরিদপুরের শিল্প, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে আমার কিছু বিশেষ পরিকল্পনা আছে। এরইমধ্যে আমি বেশ কিছু কাজ করেছি। আরো কাজ করার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি।"

আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটার প্রতিফলন ঘটাতে চান এবার নির্বাচনে। তিনি বলেছেন, "সব দল বিষয় নয়, জনগণ নির্বাচনে অংশ নিলেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে।" তাই এবার নতুন কৌশল নেয়া হয়েছে। যদি প্রার্থী বেশি হয়, পপুলার প্রার্থী মাঠে থাকে, তাহলে ভোটার উপস্থিতিও বেশি হবে। কারণ, এবারের নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে ভোটাররের উপস্থিতিই আওয়ামী লীগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

আর আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থী রাখার নির্দেশের কারণ কারো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা বিনা ভোটে নির্বচিত হওয়ার আশঙ্কা দূরে রাখা। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের অর্ধেকের বেশি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিনা ভোটে নির্বাচিত হন, এবার যেন সেই পরিস্থিতি না হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, "এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একটি নতুন রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছে। সেই কৌশলের পুরোটা তো প্রকাশ করা যাবে না। তবে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়। আমরা এবার চাই নির্বাচন যেন উৎসবমূখর পরিবেশে হয়। নির্বাচনে প্রার্থী যত বেশি হবে ভোটারদের নির্বাচনে আগ্রহ তত বাড়বে। ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি তত বাড়বে। আমরা চাই ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে যায়।"

তবে সভানেত্রীর কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়েই আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থী হওয়াদের কারণে তৃণমূলে কোন্দল এবং নির্বাচনের সময় সংঘাত, সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মনোনয়ন ঘোষণার পর দেশের কয়েকটি এলাকায় হামলা ও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। তবে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিশহর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান মনে করেন, "স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে বাধা না থাকলেও শেখ হাসিনা তো নৌকার প্রার্থীদের জন্য ভোট চাইবেন। সেভাবে নির্দেশনাও আসবে। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সেটা বুঝতে হবে। আশা করি সংঘাত হবে না।"

আর মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, "আশা করি, দলের স্থানীয় পর্যায়ে কোন্দল বা সংঘাত হবে না। আমাদের নজর থাকবে।"

তবে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ফেসবুক লাইভ করে আলোচিত হবিগঞ্জ-৪ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়েও প্রার্থী হওয়া ব্যারিস্টার সৈয়দ ছায়েদুল হক সুমন বলেন, "সংঘাত- সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকলেও আমি প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কথায় আস্থা রাখতে চাই। তারা বলেছেন, নির্বাচন নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন হবে। আর আমরা নির্বচিত হলে তো আওয়ামী লীগেরই থাকবো।"

ব্যারিস্টার সুমন যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা। এবার তিনি আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,চ আমি তো নৌকার প্রার্থী। মনোনয়ন পাইনি। প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আমি সেই সুযোগ নিয়েছি। আরো অনেকেই নিচ্ছেন। যদি ঠিকমতো ভোট হয়, তাহলে এবার জানা যাবে আওয়ামী লীগ যাদের মনোনয়ন দেয় তারা পপুলার, না দলে তার বাইরেও আরো পপুলার প্রার্থী আছে। আমার মনে হয়, অনেক পপুলার প্রার্থী, যারা মনোনয়ন পাননি, তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন। বিএনপি নির্বাচনে না থাকলেও পপুলার প্রার্থীদের কারণে নির্বাচন জমে যাবে।"

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, "এবারের নির্বাচনে একটি অভিনব পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিএনপিসহ তাদের সমমনা দলগুলো নির্বাচনে নেই। ফলে এবার দলীয়ভাবেই আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের মধ্যে নির্বাচনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাতে হয়ত নৌকা প্রতীক আর স্বতন্ত্র মিলিয়ে আওয়ামী লীগেরই এক আসনে একাধিক প্রার্থী থাকবে। কিন্তু এটা তো নদীর স্বাভাবিক গতি নয়। গতি আনার চেষ্টা। সব দল নির্বাচনে থাকলে তার উত্তেজনা, আগ্রহ আলাদা। এভাবে নির্বাচনে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়বে কিনা তা নির্বাচন হলেই দেখা যাবে।"

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "এবার এই একাধিক প্রার্থী নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কোন্দল ও সংঘাত ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না। আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দেখেছি সংঘাত হয়েছে।"

তার কথা, "গত ১৫ বছরে ভোট, রাজনীতি কেমন যেন হয়ে গেছে। সব দল নির্বাচনে এলে অনেক ভালো প্রার্থী পাওয়া যায়। ভোটারদের আগ্রহ থাকে। এবার এই অভিনব পরিস্থিতিতে কী ফল আসে দেখা যাক।"-হারুন উর রশীদ স্বপন,জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বাংলাদেশে এবারো ভোট জমছে না?

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচিত হতে পারবেন না, প্রয়োজনে 'ডামি প্রার্থী' রাখতে হবে। একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, এবার দিনের ভোট দিনে হবে। ড: মাহবুব হাসান দৈনিক ভোরের কাগজে পিটার হাসকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কলাম লিখেছেন, তাকে ধন্যবাদ। ক'দিন আগে আবেদ খান একটু সাহস দেখাতে গিয়ে চাকুরী হারিয়েছেন। ষাটের দশকে সাংবাদিকদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা আমরা জানি। আশীর দশকে সাংবাদিকদের স্বৈরাচার-বিরোধী ভূমিকায় আমিও অংশীদার। গত এক দশকে সাংবাদিকদের ভূমিকায় জাতি হতাশ। সুযোগ সুবিধা হয়তো অনেকে নিয়েছেন, অনেকের নির্লজ্জ ভূমিকা চোখ এড়ায়নি, কিন্তু ডিএসএ/ সিএসএ মিডিয়ার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

দেশে মানুষ ভয়ভীতির মধ্যে বাস করছে, কথা বলতে পারছে না! প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলে কেউ কেউ জেলে আছেন, কিন্তু পিটার হাসকে পেটানোর হুমকি দিয়ে আওয়ামী নেতা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশে উন্নয়ন হয়েছে, তবু সরকার জনবিচ্ছিন্ন, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হচ্ছেনা, তাই 'ডামি প্রার্থী' দরকার। আমেরিকা বা পিটার হাস আসলে কি বলেছিলেন, বা কি চেয়েছিলেন? তাঁরা তো শুধুমাত্র একটি গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চেয়েছিলেন, যা এ সময়ে বাংলাদেশের জন্যে একান্তভাবে দরকার। পিটার হাস বাংলাদেশ ছেড়েছেন। তাঁকে নিয়ে সরকারি দল, মন্ত্রী, নেতারা কত বাহাস করেছেন। শুনছি, তিনি নাকি ফিরে আসছেন! এটি ভাল সংবাদ। অবশ্য হটাৎ করে বিদেশমন্ত্রী বললেন, 'সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা।

ঢাকায় বিদেশিরা যে তৎপরতা চালিয়েছেন, যত কথা তারা বলেছেন, সবই তো নির্বাচন নিয়ে! লোকে তো কথা বলবেই। পরপর দু'টো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ছিলোনা, জনগণ ভোট দিতে পারেনি। ৫২ বছরে কোন সরকার একটি কার্যকর নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেয়নি! কারণ যাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তারাই স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছেন। জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়তে চাননি, শেখ হাসিনাও ক্ষমতাকে একটু বেশিই ভালবেসে ফেলেছেন। ২০১৪ ও ২০১৮'র নির্বাচন দেশের মুখে কালি লেপে দিয়েছে। ২০২৪-এ তা শুধরানোর সুযোগ ছিলো, তা আর হচ্ছে কৈ? বিএনপি নির্বাচনে নেই, জাপায় ভাঙ্গনের সুর, কিংস পার্টি মুখ থুবড়ে পড়ছে। জনগণ এসব বুঝে, সোজাসুজি নির্বাচনী প্লেয়িং ফিল্ড তৈরী না করে, অপচেষ্টা চালিয়ে সরকার আবারো বেকায়দায় পরতে যাচ্ছেন?

নির্মল সেন লিখেছিলেন, 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র গ্যারান্টি চাই'! বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেয়ার গ্যারান্টি চায়। এজন্যেই হয়তো নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, 'এবার দিনের ভোট দিনেই হবে'। তা ভোটার এলেও তো ভোট দেবে। নির্বাচন উৎসবমুখর হচ্ছে কৈ? গ্রহণযোগ্য হবে কিভাবে? যারা আওয়ামী লীগের নমিনেশন পেয়েছেন তারা তো ধরেই নিয়েছেন, তাঁরা সংসদে যাচ্ছেন। তাদের ঠেকায় কে? বিনা ভোটে জয়ী হবার যে প্রবণতা গড়ে উঠেছে, এবারো হয়তো এ থেকে বের হয়ে আসা যাবেনা। আওয়ামী লীগ সাধ্যমত চেষ্টা করেছে বিএনপি যাতে নির্বাচনে না আসে, বিএনপি আসছে না, সরকারি দল জয়ী। এই জয় নুতন সমস্যা সৃষ্টি করবে, যা দেশের জন্যে মোটেও সুখকর হবেনা। সরকার যত চেষ্টাই করুক, কিচ্ছুতে কাজ হচ্ছেনা। মানুষ আসলে সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না!

টিআইবি বলেছে, রাজনৈতিক অস্থিরতায় অগণতান্ত্রিক শক্তি লাভবান হবে! পরপর তিনবার প্রহসনের নির্বাচন দেশে বিপদজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের চরিত্র অনেকটা 'স্বৈরাচারী', মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, বিচার বিভাগ পরাধীন, নির্বাচন কমিশন আজ্ঞাবহ, পার্লামেন্ট রাবারস্ট্যাম্প। এজন্যে কি নূর হোসেন পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে জীবন দিয়েছিলো? সমস্যা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দল বিরোধী দলে থাকলে গণতান্ত্রিক, সরকারে গেলে স্বৈরাচারী! অথচ আওয়ামী লীগের একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিলো? ক্ষমতার মোহ দলটিকে তা থেকে বিচ্যুত করেছে। বাংলাদেশে এখন চীনের মত গণতন্ত্র, বা রাশিয়ার মত উদার-উন্মুক্ত শাসন-ব্যবস্থা! পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জানোয়ারের সাথে আলোচনা নয়'-ভাবা যায়? গল্পে আছে, "রাজা কহিলেন, নিশ্চয় তোমার কথা বলার অধিকার আছে; তবে তুমি তাহাই বলিবে যাহা আমি শুনতে চাই"।

আওয়ামী লীগ আসলে বিএনপি'র বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করে, সবক'টি দোষে তারাও দোষী। সত্যিকার অর্থে, বিএনপি আর আওয়ামী লীগে এখন আর তেমন তফাৎ নেই? বিএনপি ভোটচোর, আওয়ামী লীগ ভোট চোর। বিএনপি সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে; আওয়ামী লীগ দেশকে আফগানিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। বিএনপি সংখ্যালঘু নির্যাতন করেছে, আওয়ামী লীগ রামু থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত সংখ্যালঘু'র বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। বিএনপি'র আমলে গণতন্ত্র ছিলোনা, এখনো নেই। বিএনপি গুম করেছে, আওয়ামী লীগ গুম করেছে, ্যাবের নিষেদ্ধাজ্ঞার পর কমেছে। বিএনপি চোর, আওয়ামী লীগ চোর। বিএনপি ক্ষমতা ছাড়তে চায়নি, আওয়ামী লীগও চায়না। আর বাকি থাকলো কি? বিএনপি'র প্রধান বিচারপতির বাড়ীতে হামলা করেছে, আওয়ামী লীগ একজন প্রধান বিচারপতিকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। বিএনপি খারাপ, আর আমাদের আওয়ামী লীগ ভাল?

ইতিহাস বড় নির্মম, কাউকে ছাড় দেয়না। সময় হয়তো এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

নিউইয়র্ক, ২৭শে নভেম্বর ২০২৩, guhasb@gmail.com;

প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ ব্যাংকে আমানত রাখা ও লেনদেনের সুযোগ, মিলবে ৯ শতাংশ মুনাফা

৫ পৃষ্ঠার পর

গত কয়েক মাস ধরে আলোচনায় রয়েছে রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার বিষয়টি। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, রেকর্ড পরিমাণ কর্মী বিদেশে গেলেও সে তুলনায় রেমিট্যান্স আসছে না। অনেক ক্ষেত্রেই শোনা যায়, ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স না পাঠিয়ে অবৈধ হুন্ডিতে পাঠাতে উৎসাহ বাড়ছে প্রবাসীদের। আবার অনেক প্রবাসীর অভিযোগ, আমানত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেকেই বিদেশে তাদের অর্জিত অর্থ জমা রাখছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন এ নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে। সম্প্রতি গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানেও রেমিট্যান্স বাড়াতে নানা উদ্যোগের কথা বলেছেন। নতুন নিয়মে প্রবাসী, দেশি-বিদেশি এমনকি বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানও ডলার কিংবা পাউন্ডসহ অন্য ফরেন কারেন্সিতে আমানত জমা করতে পারবেন দেশের ব্যাংকে। জমার বিপরীতে মেয়াদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রায় ৯ শতাংশ পর্যন্ত সুদও পাওয়া যাবে বলে সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংকের অফশোর ইউনিটের ফরেন কারেন্সি (এফসি) অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এসব ডিপোজিট সংগ্রহ করতে পারবে দেশের ব্যাংকগুলো। সে ক্ষেত্রে মুদ্রাভিত্তিক রেফারেন্স রেটের সঙ্গে মার্কআপ যোগ করে সুদের হার নির্ধারণ করতে হবে। এই উদ্যোগকে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পর্যাপ্ত মুনাফার নিশ্চয়তা প্রদান এবং দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদারের মননশীল চিন্তার প্রতিফলন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র মো. সারওয়ার হোসেন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এ উদ্যোগের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। তিনি আরও বলেছেন, গ্রাহকরা দেশের ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রা রাখলে বিদেশের চেয়েও বেশি সুবিধা পাবেন। শুধু তাই নয়, গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমানত ও মুনাফা বিদেশে পাঠাতে পারবেন বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন। তবে এফসি হিসেবে আমানত করা অর্থ অবশ্যই বৈধভাবে বিদেশে অর্জিত অর্থ হতে হবে। তিন মাস থেকে ১ বছর মেয়াদি আমানতের ওপর রেফারেন্স রেট + ১.৫০%, ১ থেকে ৩ বছরের জন্য রেফারেন্স রেট + ২.২৫%, ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য রেফারেন্স রেট + ৩.২৫% হারে সুদ পাবে গ্রাহকরা। বর্তমানে ডলারের বেঞ্চমার্ক রেট হিসেবে ব্যবহৃত এসওএফআর রয়েছে ৫.৩৫%। সে হিসাবে কোনো গ্রাহক ৩ বছর মেয়াদে ডিপোজিট করলে সুদ পাবে প্রায় ৮.৬০%। গ্রাহকদের সংশ্লিষ্ট কারেন্সিতে সুদ পেমেন্ট করা হবে বলেও নিশ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে, গেল সেপ্টেম্বর মাসে দেশের বাইরে থেকে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ১৩৩ কোটি ডলার, যা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। তবে আশার কথা, পরের মাস অক্টোবরে রেমিট্যান্সের ইতিবাচক উত্থান দেখা গেছে। অক্টোবর মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ১৯৮ কোটি ডলার, যা তার আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। সব মিলে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর চার মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৬৮৮ কোটি ৪৫ লাখ ডলার, যা তার আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ৩৬ শতাংশ কম।সুত্র দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন: ক্ষমতার দাপটে আচরণবিধি লঙ্ঘন?

৯ পৃষ্ঠার পর

লঙ্ঘনের নোটিশ পেয়েছেন তাদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের প্রার্থী বলে জানা গেছে।

নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, নাটোর-৩ আসনের সংসদ সদস্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবং ঢাকা-১৯ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. এনামুর রহমান ও ক্রিকেটার এবং মাগুরা-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সাকিব আল হাসানকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে শুক্রবার বিকেলের মধ্যে সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন।

পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ- তিনি ব্যানার ও ফেস্টুনসহ শোভাযাত্রা এবং সশস্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও মাগুরা-১ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাকিব আল হাসান বুধবার গাড়িবহর নিয়ে মাগুরা শহরে প্রবেশ করার পর এক নাগরিক সংবর্ধনায় অংশ নেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বহর নিয়ে ঢাকা-১৯ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ফরিদপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মজিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে নিক্সন চৌধুরী আড়াই শতাধিক মাইক্রোবাস ও দুই শতাধিক মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে ভাঙ্গার দত্তপাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এতে ওই সব এলাকায় সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আরো যাদের কাছে আচরণবিধি ভঙ্গের কারণে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন- লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী নূর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন, লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মিয়া মো. গোলাম ফারুক পিংকু, নরসিংদী-৫ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজি উদ্দিন আহমেদ, পটুয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মহিববুর রহমান, রংপুর-৩ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তুষার কান্তি মন্ডল, গাজীপুর-৫ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও প্রার্থী মেহের আফরোজ (চুমকি), সুনামগঞ্জ-৪ আসনের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ও দলটির প্রার্থী পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, ঢাকা-৬ আসনের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ও দলটির মনোনীত প্রার্থী কাজী ফিরোজ রশীদ, গাজীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ড. আনোয়ার হোসেন খান, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মৃণাল কান্তি দাস; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, ময়মনসিংহ-১১ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী কাজিম উদ্দিন আহম্মেদ ধনু, নাটোর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল, বরিশাল-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী গোলাম কিবরিয়া টিপু এবং চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী।

আচরণবিধি যা বলছে

নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, নির্বাচনের প্রচার শুরুর দিন না আসা পর্যন্ত পোষ্টার, ব্যানার লাগানো বা দল বেঁধে মিছিল করা যাবে না। কোনো মিছিল বা শো-ডাউন করে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া যাবে না। করা যাবে না কোনো শোভাযাত্রা। একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ পাঁচজনকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবে ন। আর প্রচার শুরু হলে তা কীভাবে করতে হবে তারও নীতিমালা আছে।

নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ হয়েছে। শুক্রবার থেকে বাছাই শুরু হয়েছে। চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ও শুনানি ৬-১৫ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে এবং ওইদিন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবে। প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে ১৮ ডিসেম্বর। নির্বাচনি প্রচার চলবে ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত। ৭ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ। তাই ১৮ ডিসেম্বরের আগে কোনো ধরনের কোনো প্রচার চালালে তা হবে আচরণবিধি লঙ্ঘন।

আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, কিছু কিছু জায়গায় প্রার্থীদের কার্যক্রমে মনে হয়েছে যে, আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটিগুলো অনেকের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে এবং তারা তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে আচরণবিধি নিশ্চিত করণের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরাও কাজ করছেন।

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ (জানিপপ)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন, ''আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার দাপট একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। আর সবাই ধরে নিয়েছেন এটা তো সময়ের ব্যাপার। সুতরাং অবধারিতভাবে যা হতে চলেছে, তা আগেই জানান দিয়ে দেয়া ভালো। মাইট ইজ রাইট।''

তার কথা, ''নির্বাচন কমিশন আগে সতর্কতা জারি করলেও যে তাতে খুব একটা কাজ হতো তা মনে হয় না। আগেও তো কাজ হয়নি। এখন যে ২২ জনকে শোকজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর ব্যবস্থা নেয় তা না দেখে বলা যাবে না।''

সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ''আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি হিসেবে প্রার্থীতা বাতিল পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সাধারসত সতর্ক করা বা জরিমানা করার চেয়ে বড় শাস্তি নির্বাচন কমিশন দেয় না। ফলে যারা ক্ষমতাবান, তারা জেনেশুনেই আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন। আপনি খেয়াল করবেন, যারা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন, তাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দলের। আমাদের সময়ে আমরা তিন জনের প্রার্থীতা আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে বাতিল করেছিলাম। কিন্তু আমাদের ওপরে আদালত আছে। তারা আদালত থেকে প্রার্থীতা ফিরে পান।''

তার কথা, ''নির্বাচন কমিশন আগে থেকেই কঠোর হলে হয়ত বা আচরণবিধি লঙ্ঘন কিছুটা কম হতো। কিন্তু আমি শুনেছি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, তারা তো এখনো প্রার্থী হননি, প্রার্থী হওয়ার আগে তাদের ব্যাপারে কিছু করার নেই। তিনি আসলে আইনের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন।''

''আর পুলিশ প্রশাসনেরও দায়িত্ব আছে। কিন্তু তাদের কি সেই সাহস আছে যে প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন থেকে নিবৃত্ত করবে?'' প্রশ্ন সাবেক এই নির্বাচন কমিশনারের।

ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম শুক্রবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমরা নির্বাচনে আচরণবিধি দেখার জন্য ৩০০ আসনে ৩০০ কমিটি করেছি। এই কমিটির প্রধান হলেন যুগ্ম জেলা জজ এবং সহকারি ও সিনিয়ন সহকারি জজ। কোনো আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তারাই শোকজ করবেন, ব্যাখ্যা নেবেন ন। এটা মূলত তাদেরই কাজ। রিটার্নিং অফিসার সিদ্ধান্ত নেবেন।''

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ ছয় মাসের জেল, ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান আছে। আবার আরপিওতে আছে তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত জেল জরিমানা, দণ্ড। এটা অপরাধের ধরনের ওপর নির্ভর করে।''- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং জলবায়ু গতিশীলতা এবং এ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ক্রমাগত নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বের সমর্থন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সন্তুষ্ট যে, এখন জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একটি বিস্তৃত জোট এই ইস্যুতে একযোগে কাজ করছে।

পুরস্কার প্রদানকারী গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থাটি জাতিসংঘ, আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন অর্থ সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় জলবায়ু গতিশীলতা মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক বিস্তৃত সমাধানের জন্য কাজে ব্যাপৃত।

কমনওয়েলথ মহাসচিবের সঙ্গে তথ্যমন্ত্রীর বৈঠক : এদিন বিকেলে দুবাইয়ে কপ২৮ সম্মেলনস্থলে কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ডের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

এ সময় বন ও পরিবেশ সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবু জাফরসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী হাছান সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে, কমনওয়েলথ মহাসচিব তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে তার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

চীনে শিশুদের নিউমোনিয়া বাড়ছে কেন?

১২ পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, চীনে দুই বছরের কোভিড-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে শিশুরা এই ধরনের রোগজীবাণু থেকে দূরে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক অবস্থাকে আমরা প্রাক-মহামারী পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে বলেছি এবং এখন যে ঢেউ দেখা যাচ্ছে তা ২০১৮-১৯ সালের মতো ব্যাপক নয়।

চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের মুখপাত্র মি ফেং রবিবার জানিয়েছেন, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর কারণে, যার মধ্যে প্রধান হল ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুর উপস্থিতি।

নিউজউইক ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিবন্ধ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

অ্যাডাপটেশনের সিইও প্যাট্রিক ভারকুইজেনের সঙ্গে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। গত বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। যখন বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ব নেতারা দুবাইতে কোপ২৮ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন।

লেটস পুট ব্যাক পিপল অ্যাট দ্য হার্ট অফ ক্লাইমেট অ্যাকশন

শেখ হাসিনা এবং প্যাট্রিক ভারকুইজেন : জলবায়ু পরিবর্তন হল একটি বৈশ্বিক বিপর্যয় যা গরীবদের ওপর ধনীরা চাপিয়ে দেয় এবং ক্রমবর্ধমান হারে এটি তাদের নিজেদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। দুবাইতে কোপ২৮ জলবায়ু সম্মেলনের জন্য আমন্ত্রিত বিশ্ব নেতাদের বুঝতে হবে যে তাদের টপ-ডাউন (উপর থেকে নিচে) পদ্ধতি কখনই কাজ করতে পারে না। বরং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার লড়াইয়ের জন্য আমাদের ক্ষতিগ্রস্তদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে এবং এই লড়াইয়ে তাদের অর্থায়ন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নেতাদের মতদ্বৈততায় জলবায়ু বিপর্যয় থেমে থাকবে না। এর ফলে ইতোমধ্যেই জনপদের ওপর টাইফুন এবং বন্যা হচ্ছে এবং খরার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় ক্ষুধা ছড়িয়ে পড়ছে। জলবায়ু তহবিলের একটি ক্ষুদ্র অংশই জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করা লোকেদের কাছে পৌঁছায়-তাদের নিজেদের এবং জীবিকা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সংস্থান ছাড়া তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। জলবায়ু অনাচার ও বৈষম্য আরও বাড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রথম সারিতে থাকা মানুষকে রক্ষায় সাহায্য না করলে বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু কার্যক্রমের কোনো মানে হয় না। আমাদের স্থানীয়ভাবে পরিচালিত জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক উদ্যোগের জন্য সব প্রয়োজনীয় তহবিল দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে হস্তান্তর করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য নতুন চিন্তাভাবনা এবং একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনার প্রয়োজন।

কোপ২৮ এ, বিশ্বকে অভিযোজন অর্থায়ন দ্বিগুণ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত তহবিলটি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে হবে যাতে আমরা অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং জলবায়ু প্রভাবগুলোর সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে খাপ খাইয়ে নিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে দ্রুত এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি। এটি জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মুভিং ফরম গ্লোবাল টু লোকাল

গ্লাসগোতে কোপ২৬-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভিযোজন অর্থের প্রবাহ দ্বিগুণ করে ৪০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে অর্থ প্রদানকারীদের অবশ্যই ২০২২ এবং ২০২৫ এর মধ্যে বার্ষিক অভিযোজন প্রবাহ গড়ে কমপক্ষে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। তবুও অভিযোজন অর্থায়ন প্রবাহ বিকাশে দেশগুলো ২০২১ সালে ১৫ শতাংশ কমে ২১.৩ বিলিয়ন হয়েছে। এই অর্থ খুবই সামান্য। তবুও এই অর্থের ৬ শতাংশেরও কম, এবং সম্ভবত ২ শতাংশের কম স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপকতা প্রকল্পগুলোতে পৌঁছায়। সঠিকভাবে ট্র্যাকিং এবং অর্থ প্রবাহের প্রতিবেদন না করার কারণে অনুমান পরিবর্তিত হয়-এবং এটির উন্নতি করা দরকার। এর কারণ জলবায়ু নীতি-কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ওপর থেকে নিচে প্রবাহিত হয়।

কোনো শহর, রাস্তা, মাঠ এবং বাড়ি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তা যারা জানে তারাই সেখানে বসবাস করে। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই তাদের একত্রিত হতে এবং তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং ক্ষমতায়িত করতে হবে।

এটি বলা সহজ, করা কঠিন। জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলো পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রায়শই সময় এবং দক্ষতার অভাব হয়। প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য তাদের সাহায্য এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং তহবিল সুবিধা নেওয়ার জন্য তাদের মৌলিক জিনিসগুলোর প্রয়োজন যেমন- আইনিভাবে গঠিত সংস্থা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।

বাংলাদেশ সবসময়ই স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন জলবায়ু অভিযোজনে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে এবং সম্প্রতি সরকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে জলবায়ু সহায়তা পৌঁছানোর বিভিন্ন উপায় অন্বেষণ করছে। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অভিযোজনের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা সহজ করে তোলে, অভিযোজনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল রয়েছে, সবুজ ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলো প্রসারিত করে এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবাগুলোর জন্য অর্থপ্রদানকারী সম্প্রদায়গুলোকে অন্বেষণ করে।

ঢাকায় গ্লোবাল হাব অন লোকালি লিড অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে সরকার সমাধান জোরদারে এবং বিশ্বের অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময় করতে সহায়তা করছে। এই প্রচেষ্টা ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে নাটকীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

চ্যালেঞ্জ থেকে সম্ভাবনা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মংলায়, মেয়র এবং বাসিন্দারা তাদের জলবায়ু চ্যালেঞ্জের মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করছে। অন্যান্য বড় শহরগুলোর মতো, মংলা জলবায়ু অভিবাসীদের একটি বড় আগমন দেখেছে যদিও এটি ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করছে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলস্বরূপ-শহরের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকে দূষিত হচ্ছে। মংলা জনবসতির মানচিত্র তৈরি করছে, জলবায়ুর প্রধান দুর্বলতা চিহ্নিত করছে এবং স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের উন্নয়ন করছে। ব্র্যাক, একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং এটি যুক্তরাজ্য এবং কানাডার সরকারের সহায়তায় গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশনের মাধ্যমে কাজ করছে। এটি আশা করা যায় যে মংলার জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া অন্যান্য শহর ও শহরগুলোর জন্য একটি ব্লুপ্রিন্ট হয়ে উঠতে পারে।

এটি আমাদের দেখায় যে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অভিযোজনই এগিয়ে যাওয়ার পথ। কিন্তু আমাদের এই পদ্ধতিগুলো ব্যাপকভাবে জোরদার করতে হবে। এজন্য দাতাদের জন্য অযাচিত ঝুঁকি তৈরি না করে আমাদের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে অর্থায়ন করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলোসহ বৃহৎ অর্থদাতাদের পোর্টফোলিওতে জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনাগুলোকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি ট্রান্সমিশন বেল্ট হিসাবে কাজ করার জন্য শক্তিশালী মধ্যস্থতাকারী সংস্থাগুলো এখানে মূল্যবান হতে পারে।

কোপ২৮ তখনই সফল হবে যখন এটি জলবায়ু সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য প্রকৃত সুবিধা অর্জন করবে। এই বছরের জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র সম্প্রদায়ের কাছে অর্থ প্রবাহ এবং স্থানীয় ভাবে নেতৃত্ব, উপযুক্ত এবং কার্যকর অভিযোজন নিশ্চিত করতে হবে। আমরা যদি এটি অর্জন করতে পারি, তাহলে সেটি হবে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুতর অবিচার প্রতিকারের একটি বড় পদক্ষেপ।

ভূরাজনীতির যোগ-বিয়োগে বাংলাদেশ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

বিষয় নিয়ে বিদেশিদের কর্মপরিধির সীমানা ডিঙিয়ে মন্তব্য করা কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত। কারণ একেকটি দেশের স্বকীয় সংস্কৃতি, সমাজকাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ওই দেশটির নিজস্ব থেকে সৃষ্ট। ফলে দেশের যেকোনো জাতীয় স্বার্থ বিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। তার পরও কূটনৈতিক, জাতীয় ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় অনেক সময় বিদেশিরা মন্তব্য করে থাকেন। গ্লোবালাইজেশনের সময় আমাদের প্রায় সব রাষ্ট্রের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এ সম্পর্কের মাত্রা কেমন তা কূটনৈতিক তৎপরতা, দুই দেশের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক, নীতিগত সম্পর্কসহ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। তার পরও অনেক উন্নয়নশীল, ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের প্রতি বিদেশিদের আলাদা দৃষ্টি থাকে। তাদের স্বার্থ তো রয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভূরাজনীতির একাধিক সমীকরণ। এ দুটি কারণ বাদে আরেকটি অনাকাঙ্ক্ষিত কারণেও বিদেশিরা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করে বসেন। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে তাদের কথা বলার সুযোগ করে দেন রাজনীতিকরাই দেশের স্বার্থ প্রাধান্য না দিয়ে।

উপমহাদেশের রাজনীতির কাঠামো ও স্বরূপ বিশ্বের অন্য যেকোনো প্রান্ত থেকে ভিন্ন। আফ্রিকার ঘন ঘন স্বৈরতন্ত্রের বা সামরিক শাসনের ছায়ার বিস্তারের মতো নেতিবাচক কিছু এখানে নেই। এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। কিন্তু এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিভাজন; যা দুঃখজনক বাস্তবতা। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বদলে রাজনীতিতে আবেগসর্বস্ব সিদ্ধান্তের প্রাধান্য অনেক বেশি। ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এত ঘাটতি থাকার পরও এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অর্জনও কম নয়। বরং বলতে হবে অনেক বেশিই। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বিদেশিদের থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। বিদেশিরা কখনও আমাদের কোনো সমস্যার সমাধান করে দেননি। উলটো অনেক সমস্যা উস্কে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ কিংবা ছিটমহল ভাগের প্রসঙ্গ টেনে আনা যেতে পারে। তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব এখনও আমাদের ভোগাচ্ছে। তাই রাজনৈতিক অঙ্গনে বিদেশিদের কাছে মদদ পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিকদের স্বার্থ ও প্রয়োজনেই গঠনমূলকভাবে ভাবতে হবে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশ নিয়ে ফের মুখোমুখি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ার স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ওয়াশিংটন হস্তক্ষেপ করছে এবং ঢাকায় দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস সরকারবিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা করতে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করছেন। রাশিয়ার মুখপাত্র মারিয়া জাকারভারের এ বক্তব্যের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইভেলির সংবাদমাধ্যমে পাঠানো প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতিত্বও করে না।' তিনি আরও বলেছেন, 'বাংলাদেশ বিষয়ে রাশিয়ার বক্তব্য তাদের ধারাবাহিক অপব্যাখ্যার অংশ।' বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্যের সমালোচনা করে রাশিয়া এবারই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছে এমনটি নয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই বছর ধরেই বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু আয়োজনের তাগিদ দিয়ে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। এ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন ব্যক্তিদের জন্য ঘোষিত ভিসানীতিও ইতোমধ্যে প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

ভিসানীতির আওতায় আসবে গণমাধ্যম এমন কথাও জানা গেছে তাদের তরফেই। ভূরাজনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কোনো অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন রাশিয়াও নানাভাবে তৎপরতা বাড়ায়। আধিপত্যের এ লড়াইয়ের ক্ষেত্র যেন এবার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে। শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্বই নয়, বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারি বেড়েছে রাশিয়ার। বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে রাশিয়া। ফলে এখানে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত আছে। অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনায় তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করবে এমনটিই স্বাভাবিক। তবে যেভাবে এক দেশের কূটনীতিক অন্য দেশের কূটনীতিককে বিবৃতির মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন তা নজিরবিহীন। ভূরাজনৈতিক লড়াইয়ে বাংলাদেশের গুরুত্ব যে কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি বড় প্রমাণ এটি। এটা কোনোভাবেই অসত্য নয়, ৫২ বছরের বাংলাদেশ এখন নানা কারণে অনন্য উচ্চতায়।

ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের স্বার্থেই যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বিদেশিরা প্রায় মন্তব্য করেন তা-ও অস্পষ্ট নয়। গোটা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন অন্যতম প্রধান অর্থনীতির দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বন্দ্ব ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বিস্তার ঠেকাতে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এখন অনেকটাই ভালো। তার পরও বাংলাদেশের রয়েছে বাড়তি গুরুত্ব। চীনের সঙ্গে ভারতের কাশ্মির, লাদাখ ও তিব্বত বিষয়ে বৈরিতা আছে। এ অঞ্চলে ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানের পুরোনো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু চীন। রাশিয়া আমাদের উন্নয়ন সহযোগী ও পুরোনো মিত্র। ভারত মহাসাগরে চীনকে মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাও পাচ্ছে ভারত। তাই মালাক্কা প্রণালিতে ভারত যদি চীনকে চাপে ফেলে সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে চীনের খুব প্রয়োজন। কারণ মালাক্কা প্রণালির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের সমুদ্র ও স্থল বন্দর তখন চীনের জন্য খুবই দরকারি হয়ে পড়বে। চীনের বাণিজ্যিক নিরাপত্তার জন্য যেহেতু বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ, এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের হিসাবে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলেছি, রাশিয়া আমাদের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী। এসব হিসাবের মধ্যভাগে পড়েছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি ও উন্নয়ন মডেল পূর্ব ও পশ্চিমের নেতাদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত। বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এখন নির্ভরশীল বিশ্বব্যবস্থায় নানান বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও কাজ করছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক অগ্রগতির কারণেও বাংলাদেশ এখন আর নির্ভরশীল রাষ্ট্র নয়। ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্বকীয় বৈশ্বিক সিদ্ধান্তে অংশ নেওয়ার সক্ষমতাও বাংলাদেশের রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সংকট যদি তীব্রতর হয়ে ওঠে তাহলে তা আমাদের অর্থনীতি ও অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মন্তব্য না করাই কূটনৈতিক শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেমন বিভাজনের তেমন অস্বীকারেরও। ক্ষমতায় যে-ই আসে তাকেই অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দেওয়ার একটি ধারাবাহিকতা বিরোধীদলীয় নেতাদের বক্তব্যে পাওয়া যায়। বিভাজনের ফলে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। দেশের উন্নয়ন সবার কাছেই কাঙ্ক্ষিত। দেশের উন্নয়ন মানে জনজীবনের উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। এ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার নেতৃত্ব রাজনীতিকরা দিয়ে থাকেন। তারা এখানে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু রাজনীতিকদের মধ্যে বিভাজন থাকলে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একে অন্যকে পাল্টাপাল্টি দোষারোপের প্রবণতার ফলে সুষ্ঠু আলোচনার সুযোগ তৈরি হয় না। অথচ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রয়োজন একতা। রাজনৈতিক দলগুলো যখন সংঘাত-সহিংসতামূলক কর্মসূচি ঘোষণা করে তখন জনমনে শঙ্কার পাশাপাশি দুর্ভোগ বাড়ে। আমরা কঠিন সময় পার করছি। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকারের নামে হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। যারা দিন আনে দিন চালায়, তারা স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

আমাদের সংকট আমরাই সমাধান করতে পারি। বিদেশিদের হস্তক্ষেপ অতীতে প্রয়োজন হয়নি, এখনও প্রয়োজন নেই। কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে সংঘাত-সহিংসতাময় পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশি সম্প্রদায়কে অবহিত করা হচ্ছে। এ সংকট সমাধানের জন্য বিদেশিদের অবহিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা জটিল মনে হচ্ছে বিভাজনের রাজনীতির কারণে। এ সমস্যাগুলো আমাদের সার্বিক প্রয়োজনেই নিষ্পত্তি করতে হবে। বাইরের কাউকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দিলে বিভাজন বাড়ার আশঙ্কা আরও বেশি থাকে। যদি আলোচনায় কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয় তা-ও নিজেদের মধ্য থেকেই বাছাই করতে হবে। গঠনমূলক আলোচনা এবং জনসংবেদনশীল রাজনৈতিক কর্মসূচিই ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল পুনর্নির্ধারণ নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। সব অনিশ্চয়তাই কাটানো সম্ভব যদি শর্তহীন সংলাপের মাধ্যমে সংকট নিরসনের কাঠামোগত পথ খুঁজে বের করা যায়।

বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালালে সতর্ক করবে গুগল

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সতর্কতার সাথে গাড়ি চালানোর পরও না বুঝে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে জরিমানা গুণতে হয়। তবে এই সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে গুগল।

এজন্য গুগল ম্যাপ নতুন ইন-বিল্ট স্পিডমিটার ফিচার নিয়ে এসেছে। এই বিশেষ ফিচারটি গাড়ির বর্তমান গতি জানানোর পাশাপাশি সতর্কতা বার্তা দিবে। যদি চালক নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম করে তখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে সতর্কতা বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ফিচারটি।

যে ভাবে কাজ করে এই ফিচার : যেসকল এলাকায় গাড়ির গতি নির্দিষ্ট করে দেয়া রয়েছে, সেখানে গুগলের এই ফিচার চালককে সাহায্য করতে পারে। সেক্ষেত্রে গতিসীমা পেরিয়ে গেলে স্পিডমিটার রং পরিবর্তন করে সতর্ক করার চেষ্টা করে।

কীভাবে ব্যবহার করা যায় : এজন্য প্রথমেই নিজের অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে গুগল ম্যাপ চালু করে নিতে হবে। তারপর অ্যাকাউন্ট সেটিংসে যেতে হবে। উপরের ডানদিকে দেখা যাবে নিজের প্রোফাইল ছবি বা নামের স্বাক্ষর। এখানে সেটিংসে থেকে ন্যাভিগেশন সেটিংস খুঁজে নিতে হবে। তারপর সেখানে ড্রাইভিং অপশনস খুঁজে নিতে হবে। এই বিভাগের মধ্যেই ড্রাইভিং-সম্পর্কিত বিভিন্ন ফিচার খুঁজে পাওয়া যাবে। ড্রাইভিং অপশনসের মধ্যে থেকে খুঁজে নিতে হবে স্পিডমিটার অপশন। রিয়েল-টাইম গতির ওপর নজর রাখার জন্য এটি চালু করে নিতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা পাচারে অভিযুক্ত ৫ বাংলাদেশি

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তারের আগে এর সঙ্গে যুক্ত আরও তিনজনকে গত মার্চে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) দেশটির কিম্বারলিতে অবস্থিত বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অপরাধ আদালতে হাজিরা দেন সর্বশেষ গ্রেপ্তার হওয়া ৩৩ বছর বয়সী বাংলাদেশি রিপন ইউনুস ও ৩৪ বছরের আশরাফ গুলামমাহাদ প্যাটেল। অর্থ পাচারের অভিযোগে গত বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের বিশেষায়িত 'হকস' বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিলেন। নর্দার্ন কেপ হকসের মুখপাত্র কর্নেল তেবোগো থিবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

থিবে বলেন, 'গত ১ থেকে ৩ মার্চের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের দোকানে ব্যবহৃত একটি ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় কারচুপি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় ইউনুস ও প্যাটেলকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এর আগে গত মার্চেই তাঁদের সঙ্গী আমিনুল ইসলাম (৩৯), ফজি উল্লাহ (৩৬) ও আতিকা আক্তার (২৩) নামে তিনজনকে কিম্বারলি বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁরা জোহানেসবার্গের একটি ফ্লাইটে উঠতে যাচ্ছিলেন এবং দুবাই হয়ে ঢাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করা হয়।'

জালিয়াতির বিষয়ে থিবে জানান, নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার অভিযুক্তরা বারবার ৫ লাখ ৬০ হাজার র‍্যান্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকা) করে স্থানীয় এবং দেশের বাইরের একাধিক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে থাকেন। এভাবে একে একে তাঁরা ১ কোটি ১০ লাখ র‍্যান্ড পাচার করেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা।

থিবে বলেন, 'অভিযুক্ত উভয় ব্যক্তি গত ৩ মার্চ যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। আশা করছি, এ ঘটনায় আরও একজনকে যথাসময়ে গ্রেপ্তার করা হবে।' থিবে জানান, কিম্বারলির বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অপরাধ আদালত ইউনুস ও প্যাটেলকে জামিন দিয়েছেন এবং অভিযুক্ত পাঁচজনকেই একসঙ্গে হাজির করার জন্য ২০২৪ সালে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মামলাটি মুলতবি করেছেন। বর্তমানে অভিযুক্ত পাঁচজন বৈধভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করছেন কি নাড়সেই বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে।

রোমানিয়া থেকে হাঙ্গেরিতে অনুপ্রবেশকালে ৪৩ বাংলাদেশি আটক

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়, গত ২৭ নভেম্বর ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ভারসান্ড বর্ডার পয়েন্টে কর্মরত সীমান্তরক্ষীরা ২২ জন বিদেশি নাগরিককে শনাক্ত করেছেন। তারা অনিয়মিত পথে হাঙ্গেরি সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অভিবাসীদের সবাই সীমান্তের উগ্রিন জোনে রাখা একটি গাড়িতে লুকিয়েছিলেন।

২২ অভিবাসীর মধ্যে আট জনের একটি দলকে এক রোমানিয়ান নাগরিকের গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। রোমানিয়ায় নিবন্ধিত গাড়িটি নিয়ে সীমান্ত ছেড়ে যেতে ভারসান্ড বর্ডার পয়েন্টে হাজির হয়েছিলেন গাড়িচালক। তিনি রোমানিয়া-ইতালি যাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছেন। ওইসময় গাড়ির ভেতর থেকে আট জনকে খুঁজে বের করে পুলিশ।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জানা গেছে, আট অভিবাসীর সবার বয়স ২১ থেকে ৩৬ বছর। তারা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক। তারা কাজের অনুমতি নিয়ে নিয়মিত পথে রোমানিয়ায় এসেছিলেন।

অপরদিকে ওই দিনই টার্নু বর্ডার পুলিশ সেক্টরের কর্মকর্তারা সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আরেকটি অভিযান চালায়। ওই সময় কয়েকজনকে হাঙ্গেরির দিকে হেঁটে যেতে দেখলে বাধা দেয় পুলিশ। একপর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ১৪ জন বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসী। তারা পাকিস্তান এবং নেপালের নাগরিক। সীমান্ত এলাকায় হাঁটার বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেননি তারা।

মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে সীমান্ত পুলিশ জানায়, দুটি আলাদা অভিযানে আরাদ অঞ্চলের নাদলাক-২ এবং বোরস-২ সীমান্ত থেকে ৩৮ জন অভিবাসীকে শনাক্ত করা করেছে স্থানীয় সীমান্তরক্ষীরা।

এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৩টায় নাদলাক-২ বর্ডার পয়েন্টে একজন তুর্কি নাগরিক তুরস্কে নিবন্ধিত একটি গাড়ি নিয়ে সীমান্তে আসেন। তিনি তুরস্ক-নরওয়ে রুটে গ্যালভানাইজড স্টিলের পণ্য পরিবহনের কথা জানান। কিন্তু গাড়িটি চেক করার পর কার্গোর ভেতর থেকে ১৪ জন ব্যক্তিকে বের করে আনে পুলিশ ও শুল্ক কর্মকর্তারা।

নথি চেক করার পর গাড়ির ভেতরে থাকা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। তাদের বয়স ২০ থেকে ৪১ বছরের মধ্যে।

মঙ্গলবার দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় বোরস-২ বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে। সেখানে আসা একটি গাড়িকে সন্দেহ হলে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেয় সীমান্ত কর্তৃপক্ষ। একজন লিথুয়ানিয়ান নাগরিক লরিটি চালাচ্ছিলেন।

সীমান্তরক্ষীরা একপর্যায়ে কার্গো বগিতে লুকিয়ে রাখা ২১ জন বিদেশি নাগরিককে খুঁজে পান। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, তাদের সবাই বাংলাদেশি নাগরিক। সবশেষ অভিযানটি পরিচালিত হয় দেশটির মাইকেল ভ্যালিতে। ওই সময় স্থানীয় সীমান্তরক্ষীরা সীমান্ত থেকে তিন জন ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিককে আটক করেন। সোমবার ও মঙ্গলবার আটক হওয়া অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বেআইনি উপায়ে রোমানিয়া ছাড়ার চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করার কথা রয়েছে। আর গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে মানবপাচারের আইনি অভিযোগ দায়ের করবে পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট বিচারিক পদক্ষেপ ঘোষণা করবে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, গত বছরের শুরু থেকে বেআইনি উপায়ে রোমানিয়া থেকে শেঙ্গেন জোনে প্রবেশের দায়ে কয়েকশ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে অনেক অভিবাসীকে বিশেষ চার্টার ফ্লাইটে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। - মতিউর রহমান মুন্না, গ্রিস থেকে, ঢাকা পোস্ট এর সৌজন্যে

বাংলাদেশে পিএইচডিধারীর সংখ্যা ৫১ হাজার ৭০৪, ২০-২৪ বছর বয়সী ৭৮৩ জন

৫ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী অন্তর্ভুক্তদের পিএইচডি অর্জনের বিষয়টি নিয়ে ভালোমতো অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন দেশের শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থীকে পিএইচডি করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে তাকে আগে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে খুব ভালো ফল অর্জন না করতে পারলে তাকে এমফিলও করে আসতে হয়। আবার স্নাতকোত্তরের আগে স্নাতক এবং মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে আসতেও অনেক সময় প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে একজন শিক্ষার্থীর ২৫ বছর বয়সের আগে পিএইচডি অর্জন অনেক চ্যালেঞ্জিং ও কঠিন একটি বিষয়। ৩০ বছর বয়সের মধ্যে অর্জন করাও অনেক কঠিন।

তথ্য অনুযায়ী, পিএইচডিধারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৫১৭। নারী আছেন ১৪ হাজার ১৮৭ জন। যদিও ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে নারী পিএইচডিধারী তুলনামূলক বেশি৪০৩ জন। পুরুষ পিএইচডিধারী আছেন ৩৮০ জন।

এত কম বয়সে পিএইচডি অর্জন কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং উল্লেখ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং স্কলার ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, 'সাধারণত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করতে ১৭ থেকে ১৯ বছর প্রয়োজন হয়। এর পর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতেও কমপক্ষে পাঁচ-সাত বছর দরকার পড়ে। আবার পিএইচডির জন্যও অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত হয়। এর মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর স্টাডি গ্যাপ, সেশন জটিলতার কারণে কিছু সময় অপচয় হতে পারে। এ অবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর জন্য ২৫ বছর বয়সের মধ্যে পিএইচডি সম্পন্ন করা বেশ কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। ৩০ বছর বয়সের মধ্যেও পিএইচডি করতে চাইলে সেটা অনেক চাপের বিষয়।'

বিবিএসের জরিপের তথ্য অনুযায়ী, পিএইচডির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে ৩০ হাজার ১৬৬ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ হাজার ১৪৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ হাজার ১৬৪, খুলনা বিভাগে ২ হাজার ৯৩৮, রংপুরে ২ হাজার ১২০, ময়মনসিংহে ২ হাজার ৩৯, সিলেটে ১ হাজার ৯৯০ এবং বরিশাল বিভাগে ১ হাজার ১৪৩ জন পিএইচডিধারী রয়েছেন।

এ তালিকার ২০ থেকে ২৪ বয়সসীমার অন্তর্ভুক্তরা দেশে নাকি দেশের বাইরে থেকে পিএইচডি অর্জন করেছেন তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রাব্বানী। তিনি বলেন, 'বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের আগে দেখতে হবে এসব পিএইচডিধারী দেশের অভ্যন্তরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি নিয়েছেন, নাকি বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়েছেন। তখন বিষয়টি নিয়ে কথা বলা সহজ হবে। দেশের অভ্যন্তরে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এত অল্প বয়সে পিএইচডি নেয়া খুবই কঠিন বিষয়।'

এক সময় শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যেই মূলত পিএইচডি গ্রহণের বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল। তবে কয়েক বছর ধরে দেশের নন-একাডেমিক পেশাজীবীদের মধ্যেও উচ্চতর এ ডিগ্রির প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। বিশেষ করে আমলা, পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তাদের পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণের হার চোখে পড়ার মতো।

বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, 'পিএইচডিটি গবেষণানির্ভর। এর সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের জন্য ইতিবাচক বিষয়। একসময় পিএইচডি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর হলেও এখন আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ ডিগ্রি দিচ্ছে। আমরা যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গবেষণামুখী করি এবং ভালো গবেষক তথা একাডেমিশিয়ানদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশের পিএইচডির মান আরো অনেক উন্নত করা সম্ভব। কারণ পিএইচডির মূল বিষয়ই হলো গবেষণা। একজন শিক্ষার্থী যখন একটি গবেষণামুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আসবে এবং সুপারভাইজারের কাছ থেকে উপযুক্ত দিকনির্দেশনা পাবে, তখন সে তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভালো মানের কাজ করতে পারবে।'

যদিও দেশে বিভিন্ন সময় পিএইচডি গবেষণা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । ২০২১ সালের নভেম্বরে ছয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানায় ঢাকার বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। অনুমোদনহীন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থের বিনিময়ে ভুয়া পিএইচডি সনদ অর্জনের অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে।

বিগত বছরগুলোর মধ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবচেয়ে বেশি পিএইচডি দিয়েছে করোনার বন্ধের মধ্যে ২০২০ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ৬৪১ জন পিএইচডি অর্জন করেছেন। ওই বছর পিএইচডি পেতে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৮৯০ জন। ২০২১ সালে তা কমে ৩৫৩ জনে দাঁড়ায়।

২০২০ সালে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তার গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৯৮ শতাংশই নকল। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট থেকে গত বছর পিএইচডি গবেষণায় জালিয়াতি রোধে সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেয়া হয়।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে পিএইচডি অর্জন করেছিলেন ২৩৩ জন। ২০১৮ সালে পেয়েছিলেন ৪০০। ২০১৭ সালে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পিএইচডি দেয়া হয় ৪৪১ জনকে। এর আগে ২০১৬ সালে ৪৭৪ জন, ২০১৫ সালে ৩৫২, ২০১৪ সালে ৪৮৮ ও ২০১৩ সালে ৩৭০ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া হয়। দেশে পিএইচডি প্রদানের দিক থেকে এগিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। ২০১৯ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ৪৬৪ জন গবেষককে পিএইচডি দিয়েছে। একই সময় পর্যন্ত এমফিল ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ৬৬৬ জন শিক্ষার্থীকে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, 'পিএইচডি হলো জ্ঞান অনুসন্ধান, সৃজন ও সম্প্রসারণের জানালা। দেখতে হবে, এ জানালা দিয়ে নতুন কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা। সেটি যদি না হয়, তাহলে অর্ধলাখের জায়গায় দুই লাখ পিএইচডি হলেও এর কোনো উপযোগিতা নেই। বাংলাদেশে পিএইচডির সংখ্যা দেখলে যে কেউ তৃপ্ত হবে এটা ভেবে যে এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে। যদিও বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। এখানে যেসব পিএইচডি হচ্ছে, সেগুলোর উপযোগিতা দেখলে হতাশ হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কিছু বিভাগের জন্মই হয়েছে পিএইচডি দেয়ার জন্য। আমি এমনও দেখেছি, কোনো বিভাগে পাঁচজন শিক্ষক আর ৮০ জন শিক্ষার্থী। এসব ছাত্রের প্রত্যেককে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে থিসিস দেয়া হয়েছে। তার মানে একজন শিক্ষক একই সঙ্গে ১৬টি থিসিস দেখছেন, যা অকল্পনীয়। অনেকেই বলেন, ১০০ জন পিএইচডির মধ্যে যদি ১০ জনও কাজে লাগে, খারাপ কী? কিন্তু যদি কোনোটিই কাজে না লাগে তাহলে সেটি লজ্জার।'

দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ল্যাব ও গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি বা এমফিল শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকও নেই। কোনো অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াই গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ (বিলওয়াবস)। উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানকারী ইনস্টিটিউটটিতে কার্যক্রম চলছে চারজন সহকারী অধ্যাপক ও দুজন প্রভাষক দিয়ে। তাদের কারোরই এমফিল বা পিএইচডি নেই। ফলে ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক ফেলোকেই সুপারভাইজার ঠিক করে আনতে হচ্ছে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরে ইনস্টিটিউট তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

ইউজিসির হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশে ৪৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ওই বছর ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩৫৩ গবেষককে পিএইচডি দেয়া হয়। বাকি ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় এ এক বছরে একটিও পিএইচডি প্রদান করতে পারেনি।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, 'আমাদের দেশে এখন অনেকে পিএইচডিকে আলংকারিক ডিগ্রি হিসেবেও ব্যবহার করছেন। তাই পিএইচডির সংখ্যা বৃদ্ধি মানেই গবেষক বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনটি নিশ্চিতভাবে বলার সুযোগ নেই। যারা পিএইচডি করছেন তারা যদি তাদের এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করেন, তাহলে অবশ্যই দেশ উপকৃত হবে। কিন্তু কেউ যদি সেটি না করেন তাহলে এই পিএইচডিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই।'- আরফিন শরিয়ত, বণিকবার্তা

বাংলাদেশে প্রথম সময় নিয়ন্ত্রিত 'অগ্নিবোমার' অস্তিত্ব

৫ পৃষ্ঠার পর

ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বোম্ব ডিসপোজাল বিভাগের সদস্যদের। উদ্ধার করা সেই বোমা পরীক্ষায় মেলে ভয়ংকর তথ্য। এটি দূর নিয়ন্ত্রিত অগ্নিবোমা বা টাইম পেট্রোল বোমা! পুলিশের বোমা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা বলছেন, দেশে এই প্রথম এ ধরনের বোমার অস্তিত্ব মিলল, যা চিন্তার বিষয়।

এর আগে দেশে বিভিন্ন সময়ে স্প্লিন্টার ভরা সময় নিয়ন্ত্রিত বোমা বা টাইম বোমার অস্তিত্ব মিলেছে। যেটি টাইম বোমা হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে কোমলপানীয়র কাচের বোতলে হাতে তৈরি পেট্রোল বোমাও উদ্ধার বা ব্যবহার হয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। তবে এবারই প্রথম সময় নিয়ন্ত্রিত অগ্নিবোমা বা টাইম পেট্রোল বোমা পাওয়ার কথা জানাল পুলিশ। এই বোমায় স্প্লিন্টার বা বিস্ফোরকের পরিবর্তে পেট্রোল, অকটেন বা ডিজেলের মতো দাহ্য বস্তু থাকে। নির্দিষ্ট স্থানে গোপনে রেখে আসার পর এটি বেঁধে দেওয়া সময়ে আগুন ধরিয়ে দেয় লক্ষ্যবস্তুতে।

কোতোয়ালি থানা পুলিশ জানায়, বাসটি (ঢাকা মেট্রো ব ১৩-০৩৭০) বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) দুপুর ১টা ২০ মিনিটে বাবুবাজার ব্রিজের ওপর উঠলে যাত্রীরা পেছন দিকের সিটে ধোঁয়া দেখতে পান। আতঙ্কিত হয়ে যাত্রীরা বাস থেকে নেমে যাওয়ার পর খালি গাড়িটি চালক ও সহযোগী নয়াবাজার ঢালে পুলিশ চেকপোস্টের কাছে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে থানা পুলিশ গিয়ে তাতে বোমা দেখতে পায়। এরপর বোম্ব ডিসপোজাল বিভাগের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে সেটি তারা উদ্ধার করে নিয়ে যান।

সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের একটি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পর বাসের সামনে থেকে পেছনের দিকে ষষ্ঠ সারির সিটের নিচে একটি কাগজের ব্যাগে ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের (আইইডি) অস্তিত্ব পায়। বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা আইইডিটি নিষ্ক্রিয় করে আলামত সংগ্রহ করেন। এরপর আলামতগুলো সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

সিটিটিসির একজন বোমা বিশেষজ্ঞ কালবেলাকে বলেন, ওই বোমায় উচ্চমাত্রার কোনো বিস্ফোরকের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। টাইম বা সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি টেবিল ঘড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে সংযুক্ত ছিল ১ দশমিক ৫ ভোল্টের ব্যাটারি। সেফটি সুইচ বা আরমিং সুইচ হিসেবে ছোট সাইজের লাল-কালো রঙের রকার সুইচ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া দুটি ইলেকট্রিক তার দিয়ে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি মুড়িয়া ইম্প্রোভাইজড ডেটোনেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা ৩ দশমিক ৭ ভোল্টের লিথিয়াম ইয়ন ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ওই কর্মকর্তা বলেন, কাগজের বাক্সটিতে দিয়াশলাই ছাড়া অন্য কোনো উচ্চমাত্রার বিস্ফোরকের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। তবে এতে একটি পেট্রোলভর্তি ছোট পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। সেই হিসেবে অনুমান করা যায়, শুধু সময় নিয়ন্ত্রিত অগ্নিকাণ্ডের উদ্দেশ্যে এই আইইডি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের প্রধান অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) রহমত উল্লাহ চৌধুরী কালবেলাকে বলেন, উদ্ধার করা আইইডি একটি টাইম ইনিশিয়েটেড আইইডি। এর আগে সোমবার (২০ নভেম্বর) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কদমতলী বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে একই ধরনের একটি আইইডি উদ্ধার করা হয়েছিল। আগেরটার সঙ্গে বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) উদ্ধার করা আইইডির হুবহু মিল পাওয়া গেছে, যা একই সংগঠন বা ব্যক্তি এই আইইডি তৈরি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশের এই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ বলেন, উদ্ধার হওয়া আইইডির গঠনশৈলী ও অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ করে তারা ধারণা করছেন, বোমা তৈরির বিশেষজ্ঞ কারিগর দিয়ে এই ডিভাইসটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিটিটিসির অন্য একজন কর্মকর্তা বলেন, সময় নিয়ন্ত্রিত এ ধরনের পেট্রোল বোমা বা অগ্নিবোমা সাধারণত উগ্রবাদী জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা লক্ষ্যবস্তুতে আগুন ধরাতে গোপনে রেখে আসে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালে এ ধরনের ডিভাইস বোমা মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে স্বাগত যুক্তরাষ্ট্রের

৫ পৃষ্ঠার পর

কায়েদা অনুপ্রাণিত একটি গোষ্ঠী জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াকে ব্যাহত করতে র‍্যাব অভিযান চালায়।

কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, জঙ্গি গোষ্ঠীটি জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টকে সহযোগিতা করেছিল। কর্তৃপক্ষ বছরের বাকি সময়জুড়ে কয়েক ডজন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া সদস্যকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে।

২০১৫ সালে ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে হামলার ঘটনায় প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপন হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত মইনুল হাসান শামীম ও আবু সিদ্দিক সোহেলকে গত ২০ নভেম্বর ছিনিয়ে নিয়ে যায় জঙ্গিরা।

কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ ঘোষিত আল-কায়েদা অনুমোদিত আনসার আল-ইসলামের ২০ সন্দেহভাজন সদস্যকে পালানোর পরিকল্পনা এবং অথবা কার্যকর করতে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করে। ছিনিয়ে নেয়া আসামিরা ২০২২ সালের শেষ পর্যন্ত পলাতক ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কারাগার ব্যবস্থায় মৌলবাদ থেকে সহিংসতা এবং সন্ত্রাসী নিয়োগ গুরুতর উদ্বেগ হিসেবেই রয়ে গেছে। সিটিটিসিইউ (কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩ সালে বাংলাদেশের নির্বাচিত কারাগারগুলোতে বাস্তবায়নের জন্য সহিংসতা থেকে একটি সমন্বিত 'ডেরাডিকালাইজেশন' প্রোগ্রাম তৈরি শুরু করে।

গাজায় বোমার চেয়ে রোগেই বেশি মানুষ মারা যেতে পারে - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

১২ পৃষ্ঠার পর

২২ নভেম্বর চার দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল ও হামসা। ২৪ নভেম্বর থেকে তা কার্যকর। ২৭ নভেম্বর তা আরও দুদিন বাড়ানো হয়। আজ ষষ্ঠ ও শেষ দিনে যুদ্ধবিরতে আরও বাড়ানোর ঘোষণা আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) পর্যন্ত পঞ্চম দিন বন্দিবিনিময়ের মধ্য দিয়ে হামাস মোট ৬০ ইসরায়েলিকে মুক্তি দিল। একই সময়ে বিদেশি মুক্তি দিয়েছে ২১ জন। বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে ১৮০ ফিলিস্তিনি। উভয় পক্ষে মুক্তদের সবাই নারী ও শিশু। এখনও হামাসের হাতে প্রায় ১৮০ জন জিম্মি রয়েছে। ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি রয়েছে প্রায় ১০ হাজার ফিলিস্তিনি। যুদ্ধবিরতি চলার মধ্যেই অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাদের হামলায় ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ভোরে অন্তত ছয় ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে একজন ডাক্তার ও একটি শিশু রয়েছে। একই সময়ে আহত হয়েছে আরও ছয়জন। যুদ্ধবিরতির ষষ্ঠ দিনেও ইসরায়েলি নৌবাহিনী দক্ষিণ গাজায় হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস ও বাব আল-বালাহে বুধবার সকালে গানবোট থেকে এ হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে যুদ্ধবিরতি বাড়াতে আলোচনা করতে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের গোয়েন্দাপ্রধানেরা মঙ্গলবার কাতার গেছেন।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
See translation
পরিচয়
জো বাইডেনের ক্যান্সার টিস্যু অপসারণ, ডাক্তার বললেন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই
সংকটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিরাকেল
GLOBAL MULTI SERVICES INC.
CREDIT REPAIR
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

মামলা মোকাবিলায় অর্থ সংগ্রহে বিত্তশালীদের বাড়ী বাড়ী যাচ্ছেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এডামস

৫৪ পৃষ্ঠার পর

মেয়র এডামস এর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির সিভিল মামলাও দায়ের হয়েছে একটি ।

নিজের আইনী লড়াইর অর্থ যোগাতে সম্প্রতি মেয়র খুলেছেন এরিক এডামস লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড নামে আরো একটি তহবিল সংগ্রহ একাউন্ট। এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে নিয়ম অনুযায়ী। প্রতি ৩ মাস পরপর যারা ১০০ ডলার বা তার চেয়ে বেশী দান করবেন তাদের নাম, ঠিকানা সিটির কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেষ্ট বোর্ডের কাছে জমা দিতে হবে। সবাই এই তহবিলে চাঁদা দিতে পারবেনা। মেয়রের সাথে একই প্রশাসনে চাকুরীরত এবং সিটির সাথে ব্যবসায়িকভাবে সংশ্লিষ্ট কারো চাঁদা গ্রহণ বেআইনী। আগামী ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে মেয়রকে উক্ত তহবিলের প্রথম হিসেব জমা দিতে হবে।

এমতাবস্থায় মেয়র এডামস অর্থসংগ্রহে নেম পড়েছেন। যাচ্ছেন সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যাদের ঘনিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং যারা বিত্তশালী।

মেয়র পদে নির্বাচনী প্রচারাভিযান থেকে শুরু কলে অদ্যবধি বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে তাঁর গভীর ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে দৃশ্যমান হচ্ছে। মেয়র এডামস বাংলাদেশী কমিউনিটির সভা-সমাবেশ থেকে শুরু করে এখন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনুষ্ঠানেও যোগ দিচ্ছেন।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানাচ্ছে, গত মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) রাতে যান নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে বছর কয়েক আগে ষ্টেট সিনেট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মূলধারার রাজনীতিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমদের লং আইল্যান্ডের বাসায়।

অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, এনওয়াইপিডি'র একজন অফিসারর হিসেবে দায়িত্বপালনকালীন সময়ে আমি নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে স্বপ্ন দেখি। বলেন, অনেক বছর অগে আমি ফসল রোপন করেছিলাম। সেই ফসল আজ ফল দিচ্ছে। আমি আমার ও জীবনের গল্প থেকেই সিটির মেয়র হয়েছি। তিনি ২০০১ সালের নিউইয়র্ক তথা সমগ্র আমেরিকার বিশেষ পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, তখন সিটি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো। মুসলিম কমিউনিটি বিপদগ্রস্ত ছিলো। সেসময় একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে এনওয়াইপিডি'র মুসলিম অফিসারদের নিয়ে এটর্নীর অফিসে যাই এবং সহযোগিতা কামনা করি। পরবর্তীতে মুসলিম পুলিশ অফিসার্স এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। মেয়র বলেন নিউইয়র্ক সিটি সকল সম্প্রদয়ের সকল কমিউনিটির সিটি। তাই কোন অবস্থাতেই এই সিটিতে হেইট ক্রাইম প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

অনুষ্ঠানের আয়োজক গিয়াস আহমেদ জানান, মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) রাতে আমার লং আইল্যান্ডের বাসায় এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন মেয়র এরিক। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই সভা চলে। এসময় মেয়রের জন্য ফান্ড রেইজও করা হয় এবং মেয়র এরিক এডামসকে বাংলাদেশী কমিউনিটির ভালো বন্ধু আখ্যা দেন উপস্থিত অনেকে। তাকে আবারও সিটি মেয়র পদে নির্বাচিত করার আহবান জানান তারা। মেয়র তার বাসায় পৌছার পর মেয়রকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে তিনি বাংলাদেশী খাবারও উপভোগ করেন।

গিয়াস আহমেদ ও তার পরিবারের আমন্ত্রনে মেয়রের সম্মানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দিন সাগর, জেবিবিএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক মাকসুদুল হক চৌধুরী, রিয়েল এষ্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম সহ আরো অনেকে। এছাড়াও পাকিস্তানী কমিউনিটির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও অনুষ্ঠানে অংশ যোগ দিয়ে সিটি মেয়রের সাথে মত বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে অনেকে সপরিবারেও অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি জাহাজ থেকে নিখোঁজ ৪ ক্রু

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সোমবার (২৭ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্বাঞ্চীলয় অঙ্গরাজ্য লুইজিয়ানার বেলে চেস এলাকার মিসিসিপি অংশে নিখোঁজ হন এই চারজন। বাংলাদেশি জাহাজ প্রস্তুতকারক কোম্পানি মেঘনা অ্যাডভেঞ্চারের তৈরি সেই জাহাজটিতে বাংলাদেশের পতাকাও ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড বাহিনী ইউএসসিজি জানিয়েছে, জাহাজটিতে মোট ক্রু ছিলেন ১৫ জন। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন বেলা ১১ টায় জাহাজের মাস্টার বা ক্যাপ্টেনের কাছে ক্রুদের হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু সোমবারের হাজিরায় জাহাজের অন্যান্য ক্রুরা উপস্থিত থাকলেও এই চারজনের দেখা মেলেনি।

জাহাজের কোথাও তাদের সন্ধান না মেলায় অবশেষে ইউএসজিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী হেলিকপ্টার ও ছোটো নৌকায় বেল চেস ও তার আশপাশের এলাকায় টানা ১৫ ঘণ্টা অনুসন্ধান চালায় ইউএসজিসি। কিন্তু তাদের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কোস্ট গার্ডের হেলিকপ্টার এবং বেশ কয়েকটি ছোট ছোট নৌকা নিখোঁজ ক্রুদের উদ্ধারে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি ফক্স নিউজ নিখোঁজদের উদ্ধারের জন্য চালানো হেলিকপ্টারে চালানো অভিযানের ভিডিও প্রকাশ করেছে।

নিখোঁজ এই চারজনের নাম প্রকাশ করেনি ইউএসজিসি। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের বয়স যথাক্রমে ২৫, ২৯, ৩০ এবং ৪৭ বছর।

নিউইয়র্কে বাড়ছে হালাল খাবারের ক্রেতা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

দোকানের এক কর্মীর বাগবিতণ্ডা হয়। সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরই হালাল খাবারের চাহিদা বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন নিয়মিত ক্রেতার পাশাপাশি অনেকে প্রথমবারের মতো এসব খাবার কিনে খাচ্ছেন।

আরব নিউজ সূত্রে জানা যায়, হয়রানির ভিডিও প্রকাশের পর নিউইয়র্কের হালাল ফুড কার্টে আগের চেয়ে বিক্রয় বেড়েছে। নতুন ও পুরনো ক্রেতারা অর্ডার দিতে সারিবদ্ধ হয়ে আছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে টেবিলে বসে একসাথে খাবার খাচ্ছে এবং একে অপরের সাথে গল্প করছে। কার্টের স্বত্বাধিকারী স্যাম জানিয়েছেন, তার দোকানের বেশির ভাগ ক্রেতাই ইহুদি। তবে সবার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় রয়েছে।

এদিকে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে হালাল খাবার দোকানের কর্মচারী মুস্তফা ইসলাম। তার সাথে মুসলিমবিদ্বেষমূলক বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন ওবামা প্রশাসনের সেই কর্মকর্তা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরব দোকানগুলোর হালাল খাবারের সমর্থনে বিক্ষোভ করেছেন নিউ ইয়র্কের অধিবাসীরা। তারা হালাল খাবার দোকানের সেই কর্মচারীর জন্য তহবিল সংগ্রহ শুরু করেছে। গো ফান্ড মি-এর মাধ্যমে গত সপ্তাহ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার মার্কিন ডলার সংগৃহীত হয়।

কর্মচারীকে হয়রানি করা ওবামা প্রশাসনের সাবেক সেই কর্মকর্তার নাম স্টুয়ার্ট সেলডোভিটজ। তিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সাউথ এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন। দোকানের কর্মচারীর সাথে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে তিনি কোরআন অবমাননা করেন এবং ফিলিস্তিনের চার হাজার শিশু হত্যা যথেষ্ট নয় বলে জানান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তর সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে ঘৃণামূলক অপরাধের অভিযোগে তাকে আটক করে নিউইয়র্কের পুলিশ। কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনের তথ্য মতে, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আরব ও মুসলিমবিরোধী মনোভাব অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। অ্যান্টি-ডিফেমেশন লিগের তথ্য মতে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর ৭ অক্টোবরের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এ ধরনের ঘটনা ৩৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সূত্র : আরব নিউজ

নিউইয়র্কের কুইন্স হাসপাতালে বাংলাদেশী আমেরিকান জিহানের আঁকা বিশাল ম্যুরাল উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটাল বিভাগের কুইন্স হাসপাতালে বিশালকায় একটি ম্যুরাল এঁকেছেন বাংলাদেশী আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। গত ১৫ নভেম্বর দুপুরে ছিলো বারো'শ পঞ্চাশ বর্গফুটের 'রুটস অফ মেডিসিন' ম্যুরালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। কুইন্স হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী নেইল জে মুর ও জিহান ওয়াজেদ যৌথভাবে ফিতা কেটে উন্মোচন করেন ম্যুরালটি। এনওয়াইসি হেলথ এন্ড হসপিটাল বিভাগের তথ্য মতে আমেরিকার পাবলিক হাসপাতালের কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় ম্যুরাল। ফিতা কাটা পর্বের আগে মেইন হসপিটাল এট্রিয়ামে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুইন্স হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী নেইল মুর, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ এরিক ওয়েই, এসিসস্ট্যান্ট ভাইস চেয়ারম্যান রিক লুফটগ্লাস, কুইন্স হসপিটাল কমিউনিটি বোর্ড চেয়ারম্যান রবিন হোগানস, কুইন্স মেডিকেল নির্বাহী কমিটির পরিচালক ডাঃ মার্সি স্টেইন এলবার্ট ও শিল্পী জিহান ওয়াজেদ।জ্যামাইকার কুইন্স হসপিটালের মূল প্রবেশপথের ডানে প্রথম ও দ্বিতীয় তলা মিলে প্রশস্ত লবির দেয়ালে বিশালাকৃতির ম্যুরালটি হাসপাতালের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। নিউইয়র্ক সিটির হেলথ অ্যান্ড হাসপাতাল বিভাগ ১৯৩০ সাল থেকে সিটির হাসপাতালগুলোতে ম্যুরাল ও চিত্র স্থাপনের জন্য 'কমিউনিটি ম্যুরাল প্রজেক্ট' গ্রহণ করেছে এবং এর আওতায় জিহানের এ ম্যুরালটি স্থাপন করা হয়েছে। সিটির হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার 'আর্টস ইন মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট' এ প্রজেক্টের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত। কুইন্স হাসপাতালে জিহানের ম্যুরালের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে লোরি এম. টিশ ইল্যুসিনেশন ফান্ড। ম্যুরালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রতিষ্ঠানটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রিক লাফটগ্লাস ম্যুরাল সম্পর্কে বলেছেন যে, ম্যুরালটি কুইন্স হাসপাতালের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিল্পকর্মের মাধ্যমে রোগী ও পরিবারের সদস্যদের মনে প্রশান্তি আনার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করছি।

অনুষ্ঠানে শিল্পী জিহান ওয়াজেদ বলেন, আমি এই হাসপাতাল থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে বেড়ে উঠেছি। কুইন্স হাসপাতালের দেয়ালে ম্যুরাল আঁকতে পেরে আমার ভালো লাগছে। জিহান বলেন, কৈশোরে আমার একটি আঙুল ভেঙে গেলে আমার বাবা আমাকে এই হাসপাতালের জরুরী বিভাগে এনেছিলেন। আমার আঙুল সেরে ওঠে। সেই আঙুল দিয়েই আমি আজকের এই ম্যুরাল এঁকেছি। তিনি বলেন, আমি ৮টি ফুলের বৈচিত্র্য

তুলে ধরেছি ম্যুরালে। যার মধ্যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে এই হাসপাতালে আসা নানা কম্যুনিটির মানুষদের । আর গাছের লতাপাতার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি এত বৈচিত্র সত্ত্বেও আমরা পরস্পর কত ঐক্যবদ্ধ। তিনি নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তাকে এধরনের একটি কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। সিটি হাসপাতালের আর্টস ইন মেডিসিন প্রোগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট লারিসা ট্রিন্ডার বলেন, জিহানের ম্যুরাল একটি বৃহৎ আকারের অভিজ্ঞতা যা কুইন্স হাসপাতালের ব্যস্ত লবির মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ে এসেছে বাস্তবে। ম্যুরালে জীববৈচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে যা মানুষের রোগ নিরাময়ে ভূমিকা রাখে এবং প্রশান্তি আনে রোগীর মনে। আমরা জনস্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাবের জন্য ম্যুরালগুলিকে স্বাস্থ্যসেবার একটি পরিষেবা হিসাবে বিবেচনা করি। তিনি বলেন, আজ গর্বিত বোধ করছি কুইন্স কমিউনিটির কাছে ম্যুরালটি স্থাপন করতে পেরে ।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে 'রুটস অফ মেডিসিন' বা 'ওষুধের মূল' হলো আটটি ফুল – ক্যালেন্ডুলা, ল্যাভেন্ডার, ক্যামোমাইল, ইচিনেসিয়া, তিসি (ফ্ল্যাক্স সিড), গোলাপের পাপড়ি, সেন্ট জনস ওয়ার্ট এবং কলমি ফুল (ন্যাস্টার্টিয়াম)। এগুলোর মধ্যে ল্যাভেন্ডার অস্থিরতায় প্রশান্তি ও অবসাদ আনতে; ক্যামোমাইল হজমে সহায়তা করতে; ক্যালেন্ডুলা প্রদাহ ও ক্ষত-নিরাময়ে; ইচিনেসিয়া রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধিতে; তিসি বীজ হৃদপি-কে ঠিক রাখতে ও হজমে সহায়তা করতে; গোলাপের পাপড়ি প্রশান্তি আনতে; সেন্ট জনস ওয়ার্ট বিষন্নতা দূর করতে ও উদ্বেগ প্রশমনে এবং সর্বোপরি কলমি ফুল বা ন্যাস্টার্টিয়াম ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক।' জ্যামাইকার কুইন্স হসপিটাল সেন্টারের সৌন্দর্য বিকাশে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদের আঁকা ম্যুরালে 'রুটস অফ মেডিসিন'গুলো অলঙ্কৃত হয়েছে। এ ম্যুরালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় রোগ নিরাময়ের সঙ্গে প্রকৃতি এবং মানুষের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্কের নিবিড়তার কথাগুলো উঠে আসে আলোচনায়।

উল্লেখ্য, সিটির হেলথ অ্যান্ড হাসপাতাল বিভাগ শিল্পী জিহানকে গত এপ্রিল মাসে ম্যুরাল আঁকার জন্য নির্বাচিত করে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক চুক্তিপত্র সম্পন্ন হলে গত ২ আগস্ট কুইন্স হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিল কমিউনিটি ম্যুরাল পেইন্ট পার্টির । উল্লেখ্য, সিটির হেলথ এন্ড হসপিটালস নিউইয়র্ক সিটির সবচেয়ে বৃহৎ শিল্প সংগ্রাহক হিসেবেও সমাদৃত। শিল্পকর্ম সংগ্রহের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই কাজগুলো এক নিরাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে, দৃষ্টিসুখের সৃষ্টি করে। কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্প হাসপাতালের সিটির নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশেও অবদান রাখে বলে প্রকল্পটি ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। উল্লেখ্য, সিটির হেলথ এন্ড হসপিটালস নিউইয়র্ক সিটির সবচেয়ে বৃহৎ শিল্প সংগ্রাহক হিসেবেও সমাদৃত, যাদের সংগ্রহে ৭,০০০ এর অধিক শিল্পকর্ম রয়েছে এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিক ম্যুরালের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীদের কমিশন করা হয়েছে। এ প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১৯৩০ এর দশকে ওয়ার্কস প্রগ্রেস প্রশাসনের আওতায় এবং এ প্রকল্পের অধীনে হাসপাতালগুলোতে স্থাপিত হয়েছে শিল্পকর্ম, মোজাইক, আলোকচিত্র, স্থাপত্য, ম্যুরাল। এসব কর্মে অবদান রেখেছেন আমেরিকার বহু নেতৃস্থানীয় শিল্পী, যাদের অন্যতম জ্যাকব লরেন্স, বোমারে বিয়ারডন, হেলেন ফ্রাঙ্কেনথালের, ম্যারি ফ্র্যাঙ্ক, বেটি ব্লেটন, ক্যানিডা আলভারেজ প্রমুখ। শিল্পকর্ম সংগ্রহের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই কাজগুলো এক নিরাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে, দৃষ্টিসুখের সৃষ্টি করে। সিটি হেলথ এন্ড হসপিটালস এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ কোয়ালিটি অফিসার এরিক ওয়ে, এমডি বলেছেন, আমাদের রোগী, তাদের পরিবার এবং আমাদের কর্মীদের নিরাময় সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করার কৌশল হিসেবে আমরা শিল্পকর্মগুলোকে করিডোর, ক্লিনিক ও স্টাফদের বিচরণের জায়গায় স্থাপন করি, যা ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সিটির হাসপাতালগুলোতে চলতি বছর যে নয়টি নতুন ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে, কুইন্স হাসপাতালে জিহানের 'রুটস অফ মেডিসিন' তার অন্যতম।

জিহান ওয়াজেদ এর আগেও সিটির বিভিন্ন স্থানে ম্যুরাল অঙ্কন করেছেন। কুইন্স হাসপাতাল ছাড়াও সম্প্রতি জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টার্মিনাল-৪ এ একটি ম্যুরাল এঁকেছেন জিহান ওয়াজেদ। শ্রীঘ্রই ম্যুরালটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবে জেএফকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার ইস্ট রিভার তীরে 'এ সিটি ইন মোশন' নামে একটি ম্যুরাল এঁকেছেন জিহান। হল্টারস পয়েন্ট মেগা ডেভেলপমেন্টে ৭৫০ ফুটের এই ম্যুরালটির স্থিরচিত্র সচল হয়ে উঠে মোবাইল অ্যাপসে। আকর্ষনীয় ম্যুরালটি দৃষ্টি কেড়েছে এলাকাবাসীর। তার অন্যতম শিল্প কর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ ম্যুরাল 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' মুর‍্যাল এবং সিটিতে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় 'বাংলাদেশ ম্যুরাল' অন্যতম। নিউইয়র্ক সিটিতে এইভাবেই জিহান বাংলাদেশীদের গর্বিত করে চলেছেন। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরোতে বড় বড় মুরাল্য অঙ্কণ করেছেন জিহান ওয়াজেদ। মুর‍্যাল ছাড়াও নিউইয়র্কে ম্যানহাটানস্থ গ্যালারীতে তার বেশ কয়েকটি একক চিত্র প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগায় মুলধারার দর্শকের মাঝে। স্টুডিওতে ছবি আঁকার পাশাপাশি তার নিজস্ব স্টাইলে ম্যুরাল আঁকছেন দেয়ালে। তার ম্যুরালের রয়েছে নিজস্ব ও নূতন ধারা। তার স্টুডিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। তিনি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খানের পুত্র।

শাপলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েটস্ নিউইয়র্ক এর নবনির্বাচিত কমিটি ২০২৪-২৫

পরিচয় ডেস্ক: "শাপলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েটস্ নিউইয়র্ক ইনক" এর পক্ষ হতে কার্যকরী পরিষদ ২০২৪-২৫ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার কমিটি ২০২৩ গঠন করা হয়। তাহারা হলেন নির্বাচিত কমিটির প্রধান মির এই জমাল সদস্য নং ২০৭, কমিটির সদস্য আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সদস্য নং ১৪৪ ও মোঃ নওশেদ হোসেন সদস্য নং ৩৬৭। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার নবান্ন রেস্টুরেন্টের বেইজমেন্টে সংগঠনের সভাপতি আমাদেরকে শপথ পাঠ করে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। নির্বাচন কমিশনারগণ গত ৫ নভেম্বর গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের তফসিল মোতাবেক গত ২১শে নভেম্বর রোজ সোমবার ওয়াযীম উদ্দিন ভূঁইয়া সদস্য নং ১৬৮, ১৩টি মনোনয়ন পত্র আমাদের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। ২১শে নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার নুরুল হাসান সদস্য নং ১২৪ এর নেতৃত্বে ১৩ টি মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ২২শে নভেম্বর

এর মধ্যে কোন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নাই। ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে কমিশনারগন চূড়ান্ত প্রার্থিতা ঘোষণা করা হলো। তাহারা হলেন সভাপতি ওয়াযীম উদ্দিন ভূঁইয়া সদস্য নং ১৬৮, মিঃ সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা সদস্য নং ২২০, সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন সদস্য নং ২৯০, সাধারন সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সদস্য নং ৩০৪, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আল-আমিন সদস্য নং ৩৭৭, অর্থ সম্পাদক মোঃ ওমর ফারুক সদস্য নং ৩৪০, সহ-অর্থ সম্পাদক বিমল চন্দ্র বর্মন সদস্য নং ৩০৮, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ফিরোজ উদ্দিন সদস্য নং ৩৫৬, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ আবু তাহের সদস্য নং ৩৫৮, প্রচার সম্পাদক মোঃ জহিরুল ইসলাম সদস্য নং ৩০৭, কার্যনির্বাহী সদস্য নুরুল হাসান সদস্য নং ১২৪, রহিম চৌধুরী সদস্য নং ১৯৫ ও মোঃ এফ মিয়াজী সদস্য নং ২২৪। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের প্রত্যেক পদের জন্য একজন করে প্রার্থীতার মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। যেহেতু কোন পদে একের অধিক প্রার্থীতার প্রার্থী না থাকার কারণে নির্বাচন কমিশনারগণ সকল প্রার্থীদের কে তাদের স্ব-স্ব স্থানে নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো এবং আগামী ২২শে ডিসেম্বর ভোট গ্রহণের তারিখ প্রত্যাহার করা হলো। নির্বাচন কমিশনারের পক্ষ হতে নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ ২০২৪-২৫ এর প্রতি শুভকামনা রইল।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ওয়াশিংটনে জাতীয় প্রেসক্লাবে হেনরী কিসিঞ্জারের সাথে কিছুক্ষণ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন পরম নন্দিত আবার কারো কাছে চরম নিন্দিত। তাঁকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লী ডাক থো-র সাথে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। যদিও কেউ কেউ তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবেও চিহ্নিত করেছিল। তাতে কিছু যায় আসেনি তাঁর। প্রচন্ড দাপটে চষে বেড়িয়েছেন বিশ্বের সর্বত্র। ১৯৭১ এ চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে নেপথ্যে মূল ভুমিকাও ছিল হেনরী কিসিঞ্জারের। সবার অগোচরে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন চীনে পাকিস্তান হয়ে। মাস কয়েক আগেও গিয়েছিলেন চীনে।

তবে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশীদের মনে দারুণ কষ্ট দিয়েছিলেন ৭২ এ হঠাত্ই বাংলাদেশকে 'বটমলেস বাস্কেট' অর্থাত্ তলাবিহীন ঝুড়ি আখ্যা দিয়ে। তার আগে বাংলাদেশেও গিয়েছিলেন। সেই সময়টাতে আমিও বাংলাদেশে।

যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ভাবিনি সেই হেনরী কিসিঞ্জারের দেখা পেয়ে যাবো। দিন তারিখ মনে নেই, নোটটিও খুঁজে পেলামনা। সম্ভবত ২০০৫ সালের দিকে হবে হয়তো। ঠিকানার সে সময়কালের সম্পাদক সাঈদ উর রবের সাথে যাওয়ার সুযোগ হল ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে শুনি হেনরী কিসিঞ্জারও সেখানে হাজির। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা পেয়ে গেলাম। আমেরিকান কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে খোশগল্প করছেন। খুবই হাসিখুশী মেজাজে।

আমিও একটু কাছাকাছি গিয়ে গুড আফটারনুন মি: কিসিঞ্জার বলে সম্বোধন করে বললাম আমরা বাংলাদেশী সাংবাদিক। আর কিছু বলার আগেই সাথে ছবি তুলতে চাইলাম। সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। সাঈদ উর রব তুললেন আমার সাথে ছবিটা আর আমি তুললাম সাঈদ উর রবের সাথে ছবিটি। সাথে সাথে আমি বললাম, তুমি তো আগে বাংলাদেশকে 'বটমলেস বাস্কেট' বলেছিলে তা কি মনে আছে? এখনো কি তুমি তাই মনে করো? হঠাত্ তাঁর কপালে ভাঁজ স্পষ্ট হলো বেশী। বললেন, ইয়েস আই রিমেম্বার বাট দ্যাট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট টাইম.. নাউ থিংস আর বেটার.. নো মোর কোয়েশ্চান প্লীজ বলে দ্রুত হেঁটে গেলেন মঞ্চের কোণার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে চলেই গেলেন হল ছেড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তী পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জারের সাথে সেটাই ছিল প্রথম ও শেষ দেখা। নিউ ইয়র্ক ডিসেম্বর ২০২৩

নিউইয়র্কে প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির নয়া কার্যকরি কমিটি:

লেবু সভাপতি উজ্জ্বল সাধারণ সম্পাদক ও রুবেল সাংগঠনিক সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ নভেম্বর বুধবার নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে আব্দুর রউফ লেবু সভাপতি ও এসএম নাদির উজ্জ্বল সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ২৭ সদস্য কার্যকরি কমিটির মধ্যে শুধুমাত্র সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিসহ অন্যান্য পদের প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ঐদিনবিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন চলে।নাদির উজ্জ্বল ৯৪ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এলাহী তরফদার আরিফ পেয়েছেন ৫১ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৯১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন রুবেল হাসান মুন্সী। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি জাকারিয়া সরকার পেয়েছেন ৫৬ ভোট। এবারের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণেশ নাথ চৌধুরী। কমিশনের অপর ২ জন সদস্য ছিলেন উত্তম কুমার সাহা ও সাইফুল ইসলাম। তাদের সহযোগিতা করেন রাশেদ মান্নান ফয়সল।

সিরাজগঞ্জ সমিতির ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরি কমিটির কর্মকর্তরা হলেন আব্দুর রউফ লেবু (সভাপতি), মৌসুমী আহমেদ খান (সিনিয়র সহ সভাপতি), মাকসুদা পারভীন ও এহতেশামুল হক রোকনী (সহ সভাপতি), এসএম নাদির উজ্জ্বল (সাধারণ সম্পাদক), জহুরুল ইসলাম সুজন (যুগ্ম সম্পাদক), ফারুক হোসেন রনি (সহ সাধারন সম্পাদক), রুবেল হাসান মুন্সী (সাংগঠনিক সম্পাদক), মাহমুদুল হাসান মার্ক (প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক), জহুরুল ইসলাম টিপু (ক্রিড়া সম্পাদক), রেজোয়ানা রাজ্জাক সেতু (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), জান্নাত ফেরদৌস লিপি (মহিলা সম্পাদিকা), কার্যকরি সদস্য কামরুজ্জামান কামরুল, আবুল কাশেম, বেনজামিন হামিদ অনু, আব্দুল মমিন মানিক, তানজিল আরিফ, দেবব্রত সাহা, মাসুদ রানা, খান হোসেন বিপু ও হাসান বিন নোমান রাসেল।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পিতৃহারা হলেন লেখক- সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী

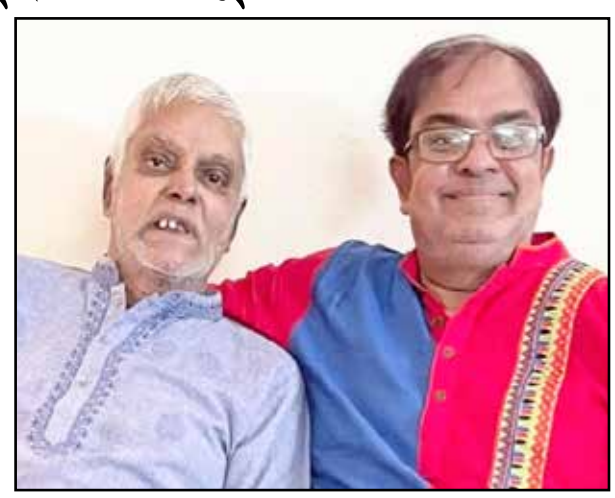

পরিচয় ডেস্ক : নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি নিবাসী লেখক, সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী পিতৃহারা হলেন।তাঁর পিতা দীপেশ চৌধুরী দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ২৮ নভেম্বর, মংগলবার রাত ১০ টা ২৮ মিনিটে চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে মৃত্যুবরন করেন। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার গুয়াতলী গ্রামের সন্তান দীপেশ চৌধুরীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর। তাঁর পিতা স্বর্গীয় হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী ও মাতা স্বর্গীয়া সুজলা রানী চৌধুরী। তিনি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর ছোট ছেলে কানাডা প্রবাসী ।

তৎকালীন জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা দীপেশ চৌধুরী পঁচাওরের পনেরো আগষ্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করেন এবং যুবলীগ নেতা মৌলভী সৈয়দের নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন।চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী সহ আরো অনেকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহনের কারনে তিনি সেনাবাহিনীর ইন্টারোগেশন সেলে

অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। তৎকালীন সরকার তাঁকে আলোচিত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা "চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা"য় আসামী করেন এবং দীর্ঘ দুই বছরেরও অধিককাল তিনি কারাবরণ করেন। গত ২৮ নভেম্বর, মংগলবার রাতে চট্টগ্রামের বলুয়ারদীঘি মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

দীপেশ চৌধুরীর মৃত্যুতে কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউ, নিউ জারসি রাজ্য সিনেটর ভিন্স পলিসতিনা , এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, এসেম্বলিওম্যান ক্লারা সুইফট, আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, আটলান্টিক কাউন্টির কমিশনার এট লারজ কারেন ফিৎজপ্যাটরিক,আটলান্টিক সিটি কাউন্সিল সভাপতি এ্যারন রেনডলফ, সিটি কাউন্সিল সহ সভাপতি কলিম শাহবাজ, কাউন্সিলম্যান মোঃ হোসাইন মোর্শেদ, কাউন্সিলম্যান এম আনজুম জিয়া, কাউন্সিলম্যান জেসি কার্টজ, কাউন্সিলম্যান এট লারজ জর্জ টিবিট, কাউন্সিলওম্যান এট লারজ স্টিফেনি মার্শাল, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, আটলান্টিক সিটির পাবলিক স্কুল সমূহের সুপারিনটেনডেনট ডঃ লা কোয়েটা স্মল, আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশনের পর্ষদ সভাপতি শে স্টিল, সহসভাপতি প্যাটরিসিয়া বেইলি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, ট্রাষটি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান, সাধারন সম্পাদক মোঃ সোহেল আহমদ, প্রমুখ ।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউ ইয়র্কের জালালাবাদ ভবনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা-র থ্যাংক্স গিভিং ডে উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৩শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে জালালাবাদ বাসীর স্বতঃপুর্ত অংশগ্রহণে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ইতিহাসে প্রথম থ্যাংকস গিভিং ডে পালন করা হয় । সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী। শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে জালালাবাদ ভবনে উপস্থিত সবাইকে বিশেষ অতিথি হিসাবে সম্বোধন করে মইনুল ইসলাম বলেন জালালাবাদবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশী সকল জাতীয় দিবস এবং থ্যাংক্স গিভিং , ঈদ পুনর্মিলনী সহ সকল আনন্দঘন অনুষ্টান আপনাদের সাথে নিয়ে পালন করব ।সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন সংগঠনের কার্যকরী সদস্য জনাব হেলিম উদ্দিন।
উপস্থিত অতিথি বৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক ট্রাষ্ট্রী বোর্ড সদস্য ও নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির তিন বারের নির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাষ্ট্রী জনাব আব্দুল হাসিম হাসনু, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক কর্মকর্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু, ঢাকা জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক কর্মকর্তা সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি শেখ আখতারুল ইসলাম, কাতার জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, সিলেট সদর

এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সাবেক ছাত্রনেতা শাহাব উদ্দিন, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ইয়ামীন রশীদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, শাহ রকিব উদ্দিন,যক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুর রহমান,হাজী ইকবাল হোসেন,মৌলবীবাজার জেলা সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান, মৌলভীবাজার সোসাইটির উপদেষ্টা শাহ রাকিব আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক সহ সভাপতি মৌলানা সাইফুল আলম সিদ্দীকি , গোলাপগন্জ সলিতির সভাপতি এবাদ চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি বিল্লাল চৌধুরী,জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক হুমায়ূন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ,নবিগন্জ সমিতির সভাপতি শেখ জামাল হোসেন,জকিগঞ্জ সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জকিগঞ্জ ইউনাইটেড সমিতির সাধারণ সম্পাদক লায়েক আহম্মদ,দেওয়ান মন্জু হবিগন্জ সোসাইটি সাবেক সভাপতি,আব্দুল মুসাব্বির, ফয়জ্জুন নুর চৌধুরী,মদব্বির হোসেন,মাসুক মিয়া,প্রপেসর আজাহার,আলম উদ্দীন,মাহমুদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি মনির আহমদ, সাবেক সভাপতি,মনির উদ্দীন,হাসান চৌধুরী মাসুম,শাহনূর কোরেশি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর সাবেক প্রচার সম্পাদক অব্দুল করিম ,জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর আবুল খায়ের মন্জু, সাবেক কর্মকর্তা আকবর হোসেন স্বপন সাবেক সদস্য জালালাবাদ,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ময়নুজ্জানান চৌধুরী,গিয়াস উদ্দীন সহ সভাপতি হবিগন্জ জেলা কল্যাণ সমিতি,শাহ গোলাম রাহিম শ্যমল,মনসুর চৌধুরী, এনাএত হোসেন জালাল সাধারণ সম্পাদক মদিনা মসজিদ, আব্দুস সালাম সাবেক সাধারণ সম্পাদক উসমানী নগড় সমিতি,শফিকুল ইসলাম সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিয়ানীবজার সমিতি,বদরুল উদ্দীন,মখন মিয়া সাবেক জালালাবাদ এসাসিয়েশান কর্মকর্তা ,আবুল কালাম সাবেক সাধারণ সম্পাদক হবিগন্জ সদর সমিতি,ফারুক আহমেদ, আব্দুস সবুর,আব্দুর রউফ তুলন,,জামাল আহমদ,জয়নাল উদ্দীন লায়েক,সৈয়দ এ রব সহ বিপুল সংখ্যক নারী ও নতুন প্রজন্মের অসংখ্য ছেলে মেয়ে উপস্হিত ছিলেন।পরিশেষে নৈশভোজ ও জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব,জালিলুর রহমান অপু,ফোরকান মিয়া রফির সঙ্গীত পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংকৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এবারেরর থ্যাংকসগিভিং পার্টির সমাপ্তি ঘটে।

নিউ জার্সির প্যাটারসনে হজ্জ সংক্রান্ত এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের পবিত্র হজ্জ ও উমরাহ পালনে সুব্যবস্থার মহত্ উদ্দেশ্যে তামান্না ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গত ১৮ নভেম্বর শনিবার প্যাটারসন শুকরিয়া সুপার মার্কেট এর হলে হজ্জ সংক্রান্ত এ মতবিনিময় সভায় প্যাটারসনে প্রবাসী বাংলাদেশী, বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বিরা উপস্থিত ছিলেন। তামান্না ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস পবিত্র হজ্জ যেতে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের জন্য সর্বনিম্ন খরচে সুন্দর মনোরম পরিবেশে থাকা খাওয়া ব্যবস্থা সহ পবিত্র হজ্জ পালনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় তামান্না ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস সিইও মামুনুর রশিদ মামুন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই বোনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।এছাড়াও প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান এটলার্জ ফরিদ উদ্দিন, কাউন্সিল ম্যান শাহিন খালিক এবং প্যাটারসন সিটির ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী আহায়া খান উপস্থিত ছিলেন। তামান্না ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস তাদের উত্তর আমেরিকায় প্রতিনিধি হিসেবে হানিফ মাহমুদ ও নাজিম উদ্দীন এর সাথে পবিত্র হজ্জ ও উমরায় যেতে আবেদনকারীদের যোগাযোগ করার বিনীত অনুরোধ করেন।
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যে হোটেলে রাত কাটালে একই সময়ে দুই দেশে ঘুমাতে পারেন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত। হোটেলের বিছানাগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে আপনি একই সময়ে দুই দেশে ঘুমাতে পারেন। খবর সিএনএনের। ছোট্ট একটি পরিবার হোটেলটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। ওই হোটেলের পেছনে ১৮৬২ সালের ইতিহাস রয়েছে। জানা যায়, একটি চুক্তির অধীনে হোটেলটি নির্মাণ করা হয়। চুক্তি অনুসারে, নিকটবর্তী রাস্তায় ফরাসি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ছোট অঞ্চল অদলবদল করতে সম্মত হয়েছিল ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড। ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে যেকোনো স্থাপনা অক্ষত রাখার জন্য নিয়মও বলবৎ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই হোটেল আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত লা কিওর নামক ছোট গ্রামে অবস্থিত হোটেল আরবেজ। ১৯২১ সালে খোলা হয় এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হোটেলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। জার্মানদের ফ্রান্স দখলের সময় হোটেলের সুইজারল্যান্ডের অংশে আশ্রয় নিয়েছিল অনেক ফরাসি।
গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, হোটেলটির ডান দিক হলো সুইজারল্যান্ড এবং বাঁ দিকে ফ্রান্স। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড সীমান্ত হোটেলের একটি ঘরের বিছানা এবং বাথরুমের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। ওই নির্দিষ্ট ঘরে যদি কোনো ব্যক্তি ঘুমাতে যান, তাহলে তার সুইজারল্যান্ডে মাথা এবং ফ্রান্সে পা থাকবে। কক্ষটির নম্বর ৯।

বিশ্ব নারী উদ্যোক্তা দিবস ২০২৩ : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের ইউএসবিসিসিআইর বিশেষ সম্মাননা প্রদান

পরিচয় ডেস্ক: নারীদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে কাজ করে যাচ্ছে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি - ইউএসবিসিসিআই। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও নারী উদ্যোক্তা দিবস বা উইম্যান এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডে উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে গত রবিবার ১৯ নভেম্বর নিউইয়র্ক লাগার্ডিয়া বিমানবন্দর সংলগ্ন ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে নারী উদ্যোক্তা সামিট এবং নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি রুম্মান বখর্ত বিরতীজ ও সঞ্চালনায় ছিলেন আয়োজক সংস্থাটির পরিচালক শেখ ফরহাদ। সহযোগীতায় ছিলেন রুমা আহমেদ, চেয়ারপারসন ইউএসবিসিসিআই উমেন স্ট্যান্ডিং কমিটি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলির দুই সদস্য মিসেস জেনিফার রাজকুমার ও স্টিভেন রাগা, মোহাম্মাদ মেহেদি হাসান, ইকনোমিক মিনিষ্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি। এস এম নাজমুল হাসান, ডেপুটি কনসাল জেনারেল, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট প্রমূখ অতিথিবৃন্দ।

ইউএসবিসিসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ লিটন আহমেদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। লিটন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সেতু বন্ধন রচনা করা ও পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশী নারী সমাজকে ব্যবসায়িক নেতৃত্বে এগিয়ে নিতে ইউএসবিসিসিআই নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিনি আরো বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলনটি একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যা, নতুন প্রতিভা, সফল উদ্যোক্তা এবং শিল্পের অভিজ্ঞদের একত্রিত করে। এর লক্ষ্য ইন্টারেক্টিভ প্রশিক্ষণ এবং মূল্যবান তথ্য প্রদান করা, ব্যক্তিদের তাদের কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা। অংশগ্রহণকারীদের সহকর্মী পেশাদারদের সাথে সংযোগ করার অনন্য সুযোগ রয়েছে, তাদের পেশাদার বৃদ্ধির সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জড়িত। এই অর্ধ-দিনের শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যক্তিদের পরামর্শদাতা, বন্ধু, ক্লায়েন্ট বা কর্মচারীদের খুঁজে পেতে একটি সম্পর্ক হিসাবে কাজ করে।

তিনি নারী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'নারী উদ্যোক্তাদের জন্য, আমার বার্তাটি সহজ: তুমি এটা করতে পারবে। নিজের ওপর এবং আপনার ব্যবসার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। মহিলাদের উত্সাহিত করার জন্য আত্মবিশ্বাস তৈরি করা এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য, এসএমই খাতের একটা বড় অংশ নারী উদ্যোক্তা। নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের সহায়তায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে ইউএসবিসিসিআই। নারী উদ্যোক্তাদের কেন্দ্র করে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করি।

নানা প্রতিকূলতা সত্বেও বহুজাতিক এ সমাজে উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারিগণের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন এস জে ইনোভেশনের কো-ফাউন্ডার সাহেরা চৌধুরী, তানজিয়া চৌধুরী, সহকারি প্রধান, ব্রঙ্কস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি একাডেমি, মিসেস জুন্নাতুল রুমা, অ্যাটর্নি অ্যাট ল, রুমা জুন্নাতুল পিএলএলসি, ডাঃ সায়েরা হক, এমডি (ইন্টারনিস্ট, হক মেডিকেল অফিস, পিসি), রিতা চৌধুরী, সিনিয়র ফ্যাডারেল ম্যানেজার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ, মিলি ভূঁইয়া, প্রেসিডেন্ট, ফ্রেন্সচাইস ডমিনোস পিৎজা, প্রিসিলা নিউইয়র্ক ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা প্রমূখ।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন বলেন, আগামীতে বাংলাদেশী আমেরিকান নারী উদ্যোক্তাগণ আরো বেশী পরিমানে অর্থনৈতিক নেতৃত্বে আসবে এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকা উভয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩, যারা ব্যবসায়িক ল্যান্ডস্কেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাকে চলতি বছর পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন : মিসেস ইভানা আক্তার (বিউটি বাই ইভানা), মিসেস রোজা আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা, রোজার ব্রাইডাল মেকওভারের, মিসেস ডাঃ ফাতেমা রহমান, চেয়ারম্যান, বেঙ্গা ফ্যাশন লিমিটেড, মিসেস তাসনিমা মান্নান সুনিয়া, পরিচালক, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন, মিসেস নাজমুন নুর এশা, সিইও, জাট ইউনাইটেড কর্পোরেশন, মিসেস ত্রিনিয়া হাসান (ব্যক্তিগত সঙ্গীত শিল্পী), মিসেস শামীমা হক সিইও, ফয়রোজ ক্যাফে অ্যান্ড লাউঞ্জ, মিসেস তাসমিয়া এ. চৌধুরী (লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, মেগা হোমস রিয়েলটি ইনকর্পোরেটেড), মিসেস সানজানা আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, বাফেলো টি চ্যাট ইনক, ডাঃ সায়েরা হক, এমডি (ইন্টারনিস্ট, হক মেডিকেল অফিস, পিসি), মিসেস জুন্নাতুল রুমা, এসক (জুরিস ডক্টর অ্যান্ড অ্যাটর্নি অ্যাট ল, রুমা জুন্নাতুল পিএলএলসির আইন অফিস), মিসেস সাদিয়া আফরিন (প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, ইরা কনসালটিং সার্ভিসেস ইউএসএ এলএলসি), মিসেস সুলতানা রহমান (এনওয়াইএস লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েলটর, প্রস্থান রিয়েলটি প্রাইম), নূরা মেহেদী, চীফ এডিটর, দ্যা চার্জ।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি লিয়াজোন ফর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের পরিচালক বক্তব্য রাখেন, প্যাট্রিসিয়া রঘুনন্দন। তিনি বলেন, মাইনোরিটি এবং উইমেন উদ্যোক্তাগণের জন্যে সিটি অফিসে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বিপুল বরাদ্দও রয়েছে। তার সদ্ব্যবহার করতে আজকের এ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনিউর সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩-এর একটি সুস্পষ্ট মিশন ছিল- নারী উদ্যোক্তাদের আরো ভালো করতে এবং তাদের প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অনুপ্রাণিত করা। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অ্যাডভোকেসি, ব্যবসায়িক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট এবং সদস্যদের সরাসরি পরিষেবা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আমেরিকান ব্যবসার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদান এবং সম্পর্ক জোরদার করা।

ইভেন্টটি সফলভাবে নারী উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় প্রতিভা এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, ক্ষমতায়ন ও সহযোগিতার চেতনাকে উৎসাহিত করে। ইউএসবিসিসিআই ব্যবসায় মহিলাদের সমর্থন ও প্রচার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আগামীতে ইউএসবিসিসিআই উভয় দেশের প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে আরো সচেষ্ঠ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

সমাপনী বক্তব্যে এস শেকিল চৌধুরী বলেন, প্রবাসী নারী উদ্যোক্তারাও দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছেন, দেশীয় পণ্যের সমাহার ঘটিয়ে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশকে তুলে ধরছেন প্রবাসী নারীরা। এজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট গোপনে কেউ নজরদারি করছে কি?

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ফেসবুক আমাদের জীবনের অনেকটা জুড়েই রয়েছে। এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসার প্রসার ঘটাচ্ছেন অনেক উদ্যোক্তা। এদিকে ফেসবুক ব্যবহারের রয়েছে বিড়ম্বনাও। হ্যাকাররা ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিতে নানাভাবে চেষ্টা করে যান। এ জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড হ্যাক করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যার আক্রমণ চালিয়ে থাকে তারা। সচেতন না হওয়ার কারণে অনেক সময় হ্যাকাররা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলেও তা জানতে পারেন না ব্যবহারকারীরা। এভাবে হ্যাকাররা অন্যদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগইন করে দূর থেকে নজরদারি করতে থাকেন। এতে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়। ফেসবুকে থাকা বিভিন্ন নিরাপত্তাসুবিধা ব্যবহার করে চাইলেই আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট গোপনে অন্য কেউ ব্যবহার করছে কি না, তা জানা সম্ভব।

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট গোপনে অন্য কেউ ব্যবহার করছে কি না, তা জানার জন্য প্রথমেই অপরিচিত কোনো যন্ত্র থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে কেউ প্রবেশ করেছে কি না, তা পরীক্ষা করতে হবে। কোথায়, কখন, কোন কোন যন্ত্রে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লগইন করা রয়েছে, তা জানার জন্য স্মার্টফোন থেকে ফেসবুক অ্যাপের প্রোফাইল ছবিতে ট্যাপ করে 'সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি' অপশনে যাবেন। এরপর 'সেটিংস' অপশন নির্বাচন করে অ্যাকাউন্টস সেন্টারের নিচে থাকা 'সি মোর ইন অ্যাকাউন্টস সেন্টার'এ ট্যাপ করতে হবে। এবার 'পাসওয়ার্ড অ্যান্ড সিকিউরিটি' অপশনে ক্লিক করে সিকিউরিটি চেকসের নিচে থাকা 'হোয়্যার ইউ আর লগড ইন' ট্যাপ করে 'অ্যাকাউন্ট' নির্বাচন করলেই পরবর্তী পৃষ্ঠায় কোথায়, কখন, কোন কোন যন্ত্রে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি লগইন করা হয়েছে, সেটির তালিকা দেখা যাবে। অপরিচিত কোনো যন্ত্রে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লগইন করা থাকলে তৎক্ষণাৎ সেটি লগআউট করে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে।

নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানী: এক ছাঁদের নীচে বসে উপভোগ করুন ঝালমুড়ি, শীতের পিঠাসহ বাংলাদেশী এবং চাইনিজ খাবারের স্বাদ

মনে মন মিলুক
হাতে মিলুক হাত
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলুক
জিভে মিলুক স্বাদ!

আপনাদের জিভে নতুনত্বের স্বাদ দিতে নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের খলিল ফুড কোর্টে আমাদের নতুন সংযোজন -কুড়মুড়ে মুচমুচে ঝালমুড়ি।

ভালোবাসার জন্মভূমি হচ্ছে পেট।পেট খুশ তো দিল খুশ। হৃদয় যদি খুশী থাকে তখন ভালোবাসার নদীতে বান ডাকে।

ভালোবাসা কিংবা প্রেম সবগুলোকে সজীব রাখতে বর্ণিল খাবার দাবারের কোন জুড়ি নেই।বাংগালির প্রেম ভালোবাসার শুরু বাদাম চিবোতে চিবোতে।দুজনের মাঝখানে বাদামের ঠোঙ্গা রেখে খোসা ছড়িয়ে বাদামি স্বপ্ন উড়িয়েই বাংগালির রোমান্টিকতা শুরু।তারপর ঝালমুড়ি। রিকসায় হুড তুলে কাঁচা মরিচ, শর্ষের তেল আর টক আচার মাখানো ঝালমুড়ি খাওয়ার যে কি মজা তা রসিক মাত্রই জানেন।

ঝালমুড়ির প্লেট বা ঠোঙ্গা সামনে নিয়ে প্রিয়সঙ্গ উপভোগের জন্য একটা সুন্দর পরিবেশ চাই। আর তা আছে ব্রঙ্কসের খলিল ফুড কোর্টে। তাই চলে আসুন। এক ছাঁদের নীচে বসে উপভোগ করুন ঝালমুড়ি, শীতের পিঠা সহ ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী এবং চাইনিজ খাবারের স্বাদ। আমাদের এখানে পার্টি করার ব্যবস্হা আছে।

খিদে' নামের একটি ছড়া লিখেছিলেন আমাদের সবার প্রিয় ছড়াকার লুত্ফর রহমান রিটন। ছড়াটি শুরু হয়েছে এভাবে, 'আবদুল হাই/করে খাই খাই/এক্ষুণি খেয়ে বলে/কিছু খাই নাই।'

আশপাশে একটু খুঁজে দেখুন, ছড়ার 'আবদুল হাই'য়ের মতো অনেককেই পাবেন। কানে কানে বলছি এরা কিন্তু সবাই খলিলে একবার হলেও ঘুরে গেছে। এমনি আবদুল হাই' হতে পারেন আপনি নিজেও। তাই বলছি খলিলে আসুন। তা হলে বুঝবেন কিছুক্ষণ আগে খেয়েও আবদুল হাইদের বারবার খিদে লাগে কেন? - হাবিব রহমান, সাংবাদিক , নিউ ইয়র্ক।

বাংলাদেশে অবৈধ তফশীল বাতিল ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবীতে সেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে অবৈধ তফশীল বাতিল ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবীতে গত মঙ্গলবার ২৮ নভেম্বর বিকাল তিনটায় যুক্তরাষ্ট্র সেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুস্টিত হয় ।

সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুনের সন্চালনায় অনুস্টিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সংগ্রামী সদস্য, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি জননেতা জনাব আবদুল লতিফ সম্রাট, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি জনাব আনোয়ার হোসেন, সাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা, যুক্তরাস্ট্র বিএনপি নেতা আবদুস সবুর, যুক্তরাস্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভুঁইয়া, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ আতিকুর রহমান, যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাঈদুর রহমান সাঈদ, মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী।

আরো বক্তব্য রাখেন সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক খোরশেদ আলম, কেন্দ্রীয় সদস্য নুর আলম, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ গৌউসুল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ার জাহিদ, যুক্তরাস্ট্র যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আমানত হোসেন আমান, নিউ ইয়র্ক স্টেট সেচ্ছা সেবক দলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শরিফ হোসাইন, যুবনেতা আল মামুন সবুজ, নিউইয়র্ক স্টেট সেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বাদল মির্জা, সেচ্ছাসেবক দল নেতা নাজমুল হোসেন, সেচ্ছাসেবক দল নেতা উত্তম বনিক, যুবনেতা মনিরুল ইসলাম মনির, আনোয়ার হোসেন টিপু সোহাগ রানা, দিদার চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ !

সভায় বক্তারা অবিলম্বে অবৈধ প্রধান মন্ত্রীর আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফশীল বাতিল করে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের মাধ্যমে নতুন করে নির্বাচন কমিশন গঠন করে একটি অবাধ ও সুস্ট নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গনতন্ত্র পুন প্রতিস্টা করতে হবে, গনতন্ত্রের মাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দেয়া ফরমায়েশি রায় বাতিল করতে হবে এবং অনতিবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

অত্যন্ত বৈরী আবহাওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাস্ট্র বিএনপি, স্টেট, মহানগর বিএনপি, যুবদল ও সেচ্ছাসেবক দলের যেসকল নেতা কর্মী উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন সভার সভাপতি মাকসুদ চৌধুরী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্ক পুলিশের দুই বাংলাদেশী অ্যামেরিকান কর্মকর্তার পদোন্নতি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক পুলিশের দুই বাংলাদেশী অ্যামেরিকান কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন। গত ২১ নভেম্বর দুপুরে এ উপলক্ষে নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ প্লাজায় এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ ক্যাবানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহন করেন সার্জেন্ট রুবেল নাথ ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহিম। পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা এই এই পদে পদায়ন পেয়েছেন।

নিউইয়র্ক পুলিশের সার্জেন্ট রুবেল নাথ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার স্বনামধন্য শিক্ষক দম্পতি কানাই বন্ধু নাথ ও রূপসী দেবীর সন্তান। ২০০০ সালে তিনি আমেরিকায় পাড়ি জমান। এরপর স্ট্যটান আইল্যান্ড কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপরে ডিগ্রী অর্জন করেন। রুবেল নাথের বাবা নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ট্রাফিক এজেন্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। নিউইয়র্ক পুলিশের সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের জন্ম নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে। এখান থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি রসায়েন অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। তিনি ২০১১ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ইমিগ্রেন্ট হয়ে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে মাসে নিউইয়র্ক পুলিশের ট্রাফিক এজেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। বর্ণিল অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পরিবার, প্রিয়জন ও স্বজনরা উপস্থিত থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের উৎসাহ দেন। প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে পুরো হলজুড়ে উৎসবের আমেজ তৈরী হয়। এই দুই জনের পদোন্নতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে উচ্ছ্বাস। এদিকে, সার্জেন্ট রুবেল নাথ ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের পদোন্নতিতে বাংলাদেশী অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক এবং সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন একেএম আলম অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই দুই কর্মকর্তার অর্জন বাংলাদেশী অ্যামেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্য উচ্ছ্বসিত বলে জানান তারা। তাদের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে জানান বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা'র)মিডিয়া লিয়াজন ডিটেক্টিভ জামিল সারোয়ার জনি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সাবেক বোর্ড মেম্বার ক্যাপ্টেন মিলাদ খান, সার্জেন সাঈদুল, সার্জেন্ট সাইফুল ইসলাম, সার্জেন্ট মোঃ লতিফ, সার্জেন্ট মাহমুদ, সার্জেন্ট হোসাইন, অফিসার রহমান, বাপা'র সাবেক নেতৃবৃন্দ, বাপা'র সদস্যসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।উল্লেখ্য বিশ্বের অন্যতম চৌকষ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এনওয়াইপিডি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে এসএটি পরীক্ষায় মামুন'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষার্থীদের অসামান্য কৃতিত্ব

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের মামুন'স টিউটোরিয়ালের স্টুডেন্টরা এসএটি (স্যাট) পরীক্ষায় কৃতিত্বেও স্বাক্ষর রেখেছে। মামুন'স টিউটোরিয়ালের কৃতি শিক্ষার্থী রেহান কাজী ও তাহরিন হোসেন অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসএটি পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই টিউটোরিয়াল থেকে অংশ নিয়ে রেহান কাজী ১৬০০-তে ১৫৭০ পেয়েছেন। তিনি ম্যাথে ৮০০-তে ৭৯০ আর ইংরেজিতে ৮০০-এর মধ্যে পেয়েছেন ৭৮০। তাহরিন হোসেনও পেয়েছেন ১৫৭০। তিনি ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৮০০ আর ইংরেজিতে পেয়েছেন ৮০০-তে ৭৭০ নম্বর।

এছাড়া সৈয়দ আলী পেয়েছেন ১৫৪০ নম্বর। তিনি ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৭৮০ এবং ইংরেজিতে ৮০০ এর মধ্যে ৭৬০ নম্বর পেয়েছেন। শাহরিয়ার হোসেন পেয়েছেন ১৫৪০। ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৭৯০ আর ইংরেজিতে পেয়েছেন ৮০০-তে ৭৪০ নম্বর। নেমেরা বিসমা পেয়েছেন ১৫০০। ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৭৯০ আর ইংরেজিতে পেয়েছেন ৮০০-তে ৭১০ নম্বর। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও এসএটিতে ভালো নম্বর পেয়েছেন। মামুনস টিউটোরিয়ালের জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা থেকে শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নেন। মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন এ তথ্য জানান। এই রেজাল্টে শেখ আল মামুন সহ মামুন'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষকবৃন্দ খুবই আনন্দিত। গত ২৬ নভেম্বর রোববার মামুন'স টিউটোরিয়ালের জ্যাকসন হাইটস শাখায় কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন।

এ সময় মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন বলেন, এসএটি পরীক্ষায় স্কোর ভালো হলে এবং জিপিএ ফোর থাকলে ভালো স্কলারশিপ পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক সিটি ও স্টেটে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিসহ খ্যাতনামা সব ইউনিভার্সিটি এবং সুনি, কিউনির মতো খ্যাতনামা কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভালো বিষয়ে সুযোগ পাওয়া ও স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য এসএটির ভালো স্কোর অনেক কাজে লাগে। তিনি বলেন, দেখা গেছে যারা এসএটি পরীক্ষায় ভালো স্কোর পেয়েছে তারা এসএটি অপশনাল কলেজে আবেদন করেও ভালো স্কলারশিপ পেয়েছেন। এ কারণে ভালো কলেজে চান্স পেতে এসএটির ওপর গুরুত্ব দিতে আমরা স্টুডেন্টদের পরামর্শ দিচ্ছি।

শেখ আল মামুন জানান, যারা ভালো ফলাফল করেছেন তারা ন্যাশনাল র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। বিশেষ করে, খ্যাতনামা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন করার জন্য এটি লাগবে। আর আবেদন বিবেচনার সময়ও এটি দেখা হয়। কারণ এসএটি অপশনাল হলেও ভর্তি প্রতিযোগিতায় এসএটির স্কোর দেখা হয়। এ ছাড়া যারা এসএটিতে ভালো রেজাল্ট করে তাদের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাসও তৈরি হয়। জিপিএ স্কোর ৪ ধরে রাখার আগ্রহ তৈরি হয়। এসএটি স্কোর ভালো হলে এবং জিপিএ ফোর থাকলে ভালো স্কলারশিপ পাওয়া যায়। তিনি কমিউনিটির অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা মামুন'স টিউটোরিয়ালের ওপর আস্থা রাখুন। মামুন'স টিউটোরিয়ালের গাইড লাইনগুলো ছেলে-মেয়েদের ফলো করান। তাহলে অবশ্যই আপনাদের সন্তানরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।- ইউএসএনিউজ

সহকর্মীদের ভোটে বহিষ্কৃত নিউ ইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য জর্জ সান্তোস

৫৪ পৃষ্ঠার পর

করতে বাধ্য হন তিনি। ফৌজদারি দুর্নীতি ও প্রচারণার অর্থ তছরুপের অভিযোগে বহিষ্কারের পক্ষে ভোট দেন তারা।

বিতর্কিত নবীন আইনপ্রণেতাকে অপসারণের জন্য ৩১১-১১৪ ভোট পড়ে। সান্তোসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন ছিল। এর আগে দুই দফা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া যায়নি।

অতীত সম্পর্কে মিথ্যার প্রকাশ, একটি ফৌজদারি অভিযোগ ও কংগ্রেসের নৈতিকতা বিষয়ক তদন্তের প্রতিটিই ৩৫ বছরের সান্তোস বিরুদ্ধে যায়। মার্কিন ইতিহাসে হাউস থেকে বহিষ্কৃত হওয়া ষষ্ঠ সদস্য তিনি।

ভোটের পরপরই হাউস থেকে বের হয়ে আসেন জর্জ সান্তোস। এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানান। দাবি করেন, অনানুষ্ঠানিকভাবে তিনি আর কংগ্রেসের সদস্য নন।

পরে একজন ক্যাপিটল কর্মীকে সান্তোসের সাবেক অফিসের তালা পরিবর্তন করতে দেখা যায়। দরজা থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তার নামফলক। এদিন হাউস স্পিকার মাইক জনসন ও শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকান নেতারা বহিষ্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে তাদের আহ্বান প্রভাব ফেলেনি। কিছু আইনপ্রণেতা চেয়েছিলেন, সান্তোসের ভাগ্য আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে বা আইনি চ্যালেঞ্জের ওপর ছেড়ে দিতে।

সান্তোস গত বছরের নভেম্বরের নির্বাচনের পর থেকে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি স্বীকার করেছেন, জীবনীতে অনেকগুলো ভুল তথ্য রয়েছে। এছাড়া ফেডারেল প্রসিকিউটররা প্রচারের তহবিল তছরুপ ও দাতাদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ আনেন। গত মাসের শুরুতে একদফা বহিষ্কারের প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যান জর্জ সান্তোস। তখন সহকর্মীরা বলেছিলেন, ফৌজদারি মামলা আগে সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু পরবর্তীকালে হাউজ এথিক্স কমিটির প্রতিবেদন তার সমর্থন কমিয়ে দেয়।

গত মে মাসে প্রতারণা, সরকারি তহবিল তছরুপ, মুদ্রা পাচার ও কংগ্রেসে মিথ্যা বক্তব্য দেয়াসহ ১৩টি অভিযোগে সান্তোসকে অভিযুক্ত করে আদালত। এরপর অক্টোবরে তার বিরুদ্ধে আরো ১০টি অভিযোগ তোলা হয় আদালতে।

গত মাসে একটি দ্বিদলীয় কংগ্রেসনাল তদন্তে দেখা গেছে, প্রচারণার অর্থ বোটক্সসহ স্পা চিকিৎসা, বিলাসবহুল পণ্য ক্রয় বাবদ খরচ করেছেন। এথিক্স কমিটির রিপোর্টের পর, সান্তোস বলেছিলেন যে তিনি আগামী বছর পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

২০২২ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের পরপরই সমস্যায় পড়েন জর্জ সান্তোস। ওই সময় সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, তিনি আসলে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি বা গোল্ডম্যান শ্যাস ও সিটিগ্রুপে কাজ করেননি। মিথ্যাভাবে ইহুদি ঐতিহ্যের দাবি করেছিলেন সান্তোস। ভোটারদের বলেছিলেন, তার দাদা-দাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন।খবর রয়টার্স।

রোটারি ক্লাব অফ হোপ নিউইয়র্ক এর চার্টার এবং প্রথম ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

জলি আহমেদ: গত সোমবার ,২১ই নভেম্বর ২০২৩ রোটারি ক্লাব অফ হোপ নিউইয়র্ক এর চার্টার অনুষ্ঠান এবং প্রথম ইনস্টলেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় গত শনিবার, ১৮ই নভেম্বর, ২০২৩-এ।অনুষ্ঠানটি ব্রুকলিনের একটি আড়ম্বরপূর্ণ আবাসিক ভবনের সুন্দর ছাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোটারি ক্লাব জেলা গভর্নর জে. লরেন রাসেল, প্রাক্তন জেলা গভর্নর মার্টিন শুলম্যান, ভাইস-গভর্নর এবং প্রাক্তন জেলা গভর্নর মাহবুব আহমেদ, প্রাক্তন জেলা গভর্নর এরিক স্টরবার্গ, প্রাক্তন জেলা গভর্নর গ্যারেট ক্যাপোবিয়ানকো, প্রাক্তন জেলা গভর্নর মেরি শাকলেটন, এরিয়া গভর্নর বিনা আহমেদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর রোটারিয়ান শাহনেওয়াজ রাহিম,লাবনী আহমেদ। হোপ রোটারি নিউইয়র্ক ক্লাবের চার্টার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান রওনক আহমেদ এর সাবলীল সঞ্চালনা ও আন্তরিকতায় পুরো আয়োজনটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তিনি আইপিডিজি মার্টিন শুলম্যানের কাছ থেকে চার্টার সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি, রোটারিয়ান কাজী আহমেদ ডিজি জে লরেন রাসেলের সাথে শপথ নেন। এই শপথে ডিজি সভাপতি কাজী সহ নতুন পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। সমস্ত চার্টার সদস্যরা ডিজি লরেনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহন করেন।

সভাপতি কাজী নতুন সদস্যদের রোটারি ল্যাপেল পিন উপহার দিয়ে স্বাগত জানান। সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করে সবাইকে উৎসাহিত করেন। রোটারি ক্লাব অফ হোপ নিউইয়র্ক কে জেলা গভর্নর তার বক্তৃতায় এক নম্বর রোটারি ক্লাব হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ক্লাবের উপদেষ্টা, পিডিজি মাহবুব আহমদ তার বর্ণাঢ্য বক্তৃতায় ক্লাবের কথা তুলে ধরেন। এজি, বিনা আহমেদ তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, সভাপতি, রওনক আহমদ এই আয়োজনের সকল কাজ নিজের হাতে নিষ্ঠার সাথে করেছেন । রওনক ও কাজী আহমেদ ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সদস্যরা হলেন নাহিদ জামান, নওশীন বারকো, শোয়েব খান, সাদ আহমেদ, নিয়াজ আফনান, মাদানী খান, মার্শা চৌধুরী, সোহেল পারভেজ, মোহাম্মদ বাবর, শাকারা মহিউদ্দিন, আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ আফতাব, শায়লা আফতাব, ফয়সাল মাহমুদ, সানজানা তাসমিন, সাজ্জাদ হোসেন, তারেক আবদুল্লাহ, রুবাইয়া রহমান, আরিফ আহমেদ, সুমাইয়া গনি, চাঁদ সুলতানা, রাকিব চৌধুরী ও ইথেল হোসেন। সভাপতি রওনক আহমেদ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সবাইকে "নথ স্টার প্রতীক" উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন যা "দিকনির্দেশ, নির্দেশনা এবং আশা" এর প্রতীক।

শেষে, ক্লাবের সদস্যরা শাকারা মহিউদ্দিন,সাজ্জাদ হোসেন ,সানজানা তাসমীন এবং আরিফ আহমেদের কণ্ঠে বিখ্যাত বাংলা গান "আমরা সবাই রাজা"-এর সাথে নজরকাড়া কোরিওগ্রাফি উপস্থাপন করেন। সমস্ত ক্লাব সদস্য এবং অতিথিরা একসাথে গান এবং নাচের মাধ্যমে পারফরম্যান্সে অংশগ্রহণ করেন যা অনুষ্ঠানটিকে অসাধারণভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল! সভাপতি কাজী সবাইকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান এবং আয়োজনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর সিঙ্গাপুর ও জুরিখ, পরেই নিউ ইয়র্ক

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সুইজারল্যান্ডের আরেক শহর জেনিভা ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) চলতি বছরে তাদের জরিপের ফল গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে। তালিকায় বিভিন্ন দেশের ১৭৩টি শহরের নাম উঠে এসেছে।

ইআইইউর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় মুদ্রায় ২০০টির বেশি পণ্য ও সেবার মূল্য বিবেচনায় বছরের হিসেবে এবার মূল্য বেড়েছে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। গত বছরের রেকর্ড ৮ দশমিক ১ শতাংশ থেকে এটি কিছুটা কম হলেও ২০১৭-২১ সালের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতার চেয়ে এটা বেশি। সে কারণে ইআইইউ বলছে, বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকট এখনো শেষ হয়নি।

গত ১১ বছরে ৯ বার বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের এ তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করল সিঙ্গাপুর। যানবাহনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে সেখানে পরিবহন খরচ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া সেখানে সবচেয়ে ব্যয়বহুল পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে পোশাক, মুদিপণ্য ও অ্যালকোহল।

অন্যদিকে জুরিখে মুদিপণ্য, গৃহস্থালি পণ্যসামগ্রী ও চিত্তবিনোদনের ব্যয় সবচেয়ে বেশি। জেনিভা ও নিউইয়র্ক একসঙ্গে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে হংকং, ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক শহর লস অ্যাঞ্জেলেস। এ ছাড়া তালিকায় ফ্রান্সের প্যারিস (সপ্তম), ডেনমার্কের কোপেনহেগেন (অষ্টম), ইসরায়েলের তেল আবিব (নবম) ও যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো (দশম) স্থানে রয়েছে। তালিকায় নিচের দিকের ১০টি শহরের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্স (১৬৩তম), ভারতের চেন্নাই (১৬৪তম), নাইজেরিয়া লাগোস (১৬৫তম), ভারতের আহমেদাবাদ (১৬৬তম), জাম্বিয়ার লুসাকা (১৬৭তম), তিউনিসিয়ার তিউনিস (১৬৮তম), উজবেকিস্তানের তাসখন্দ (১৬৯তম), পাকিস্তানের করাচি (১৭০তম), লিবিয়ার ত্রিপোলি (১৭১), ইরানের তেহরান (১৭২) ও সিরিয়া দামেস্ক (১৭৩তম)। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য এলাকার চেয়ে গড়ে এশিয়ায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা তুলনামূলক কম বলে জানিয়েছে ইআইইউ।

‘সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক’র ত্রয়োদশ বছর পূর্ণ: নিউইয়র্কের সাহিত্যিকদের অন্যরা অনুসরণ করবে

পলি শাহীনা : সাহিত্যানুরাগীদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ‘সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক’ ২৪ নভেম্বর ত্রয়োদশ বছর পূর্ণ করলো। মানুষের হৃদয়ে তেরো বছর আগে প্রতিষ্ঠানটির বীজ বপন করা হয়। পুরো আসরটি সঞ্চালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। তিনি প্রয়াত লেখক মনসুর আলী সহ যাঁরা প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে ছিলেন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সাহিত্য একাডেমির রয়েছে পর্বতসদৃশ্য অজস্র ভালোবাসাময় স্মৃতির প্রাচীর। আসরে আগত সকলে সাহিত্য একাডেমিকে ঘিরে প্রাণখুলে স্মৃতি রোমন্থন করেন, শুভেচ্ছা জানান, সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়ী মোশাররফ হোসেন এবং তাঁর সহযোগীদের সংগঠনটি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সঙ্গে সকলে মিলে বর্ষপূর্তির কেক কাটেন। তিনি বলেন, সাহিত্য একাডেমি আমাদের প্রাণের মেলা। সৃজনশীল সকল ক্ষেত্রের মতো লেখালেখিতেও অসাধারণ সব প্রতিভাবান লেখকরা এখন লিখছেন। প্রবাসী লেখক বলে কিছু নেই, সকলে বাংলা সাহিত্যের লেখক। আসরে উপস্থিত সিনিয়র, জুনিয়র সহ অনেক লেখক রয়েছেন যাঁরা বাংলাদেশে থাকলে তাঁদের নাম আরো বেশী উচ্চারিত হতো। প্রবাসে সাহিত্য চর্চায় সাহিত্য একাডেমি যে অবদান রাখছে, সেটি অনন্য এক দৃষ্টান্ত।

সাংবাদিক মঞ্জুর আহমেদ বলেন, ২০০১ সাল থেকে পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করে আজ অবধি জড়িত আছি। শুরুর দিকে পত্রিকার জন্য স্থানীয় লেখকদের খুব কম লেখা পেতাম। আজ আনন্দের সঙ্গে জানাই, স্থানীয় লেখকরা কবিতা-গল্প- প্রবন্ধ খুব ভালো লিখছেন। নিউইয়র্কের সাহিত্য অঙ্গন আজ খুব সমৃদ্ধ। সাহিত্য একাডেমিতে উপস্থিত অনেকের লেখা পাই, লেখাগুলো খুবই উন্নতমানের।

লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, আমরা এমন এক সময় উৎসবে মিলিত হয়েছি যখন খুবই দুঃসময়। আমাদের সামনে মানুষ মারা যাচ্ছে পাখীর মতো। গাজায় প্রায় ৬০০০ শিশু মারা গেছে। সাহিত্য একাডেমি এবং সকল লেখকদের পক্ষ হতে যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করছি, দাবী করছি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হোক। লেখকের বড় কাজ অন্যের মধ্যে আশা জাগানো। কবিতা মানুষকে বিশ্বাস, আশা যোগায়, পথ দেখায়। আমরা যেন সে কবিতা লিখি যে কবিতা মানুষকে পথ দেখাবে। বিশ্বাস করি সে কবিতা সাহিত্য একাডেমির কেউ লিখবে।

লেখক ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে ঢুকে অনেক নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি। আজ আমাদের উৎসবের দিন। গত তেরো বছর ধরে আমরা একে অপরের স্বরচিত পাঠ শুনে, সহযোগীতা করে এখানে পৌঁছেছি। সাহিত্য একাডেমি উন্মুক্ত জায়গা। যে কেউ এখানে আসতে পারে, যোগ দিতে পারে। সাহিত্য একাডেমির বড় গুণ সবাইকে আপন করে নেয়। লেখা এবং লেখা প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য একাডেমি লেখকদের ওই মধ্যবর্তী সময়টার যত্ন নেয়।

লেখক আবেদীন কাদের বলেন, তেরো বছর ধরে একটি সাহিত্য সংগঠন চালিয়ে নেয়া সহজ কাজ নয়। সাহিত্য একাডেমি নিয়মিত আসর করছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক, লেখক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন বলেন, আসরে উপস্থিত অনেকেই আমার পত্রিকায় লেখেন। এখানে লেখালেখি করে কেউ অর্থ পান না। কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যেও যে আপনারা লিখছেন সেটাই যথেষ্ট। নিউইয়র্কের সাহিত্যাঙ্গনে সাহিত্য একাডেমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, তাঁরা সকলকে একসঙ্গে যুক্ত রাখেন।

লেখক নীরা কাদরী বলেন, কবি শহীদ কাদরীর উৎসাহে আমি সাহিত্য একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। সাহিত্য একাডেমির মতো নিয়মিত সাহিত্য আসর এই শহরে আর কোথাও হয় না। সাহিত্য একাডেমির সঙ্গে আছি, এবং থাকব।

নাট্যব্যক্তিত্ব, লেখক রেখা আহমেদ বলেন, সাহিত্য একাডেমি বড়, ছোট সকলকে একসঙ্গে একই জায়গায় যুক্ত করতে পেরেছে, এটি অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। মুক্তিযোদ্ধা, লেখক মোহসীন আলী বলেন, ১৯৮৬ সালে প্রথম এই দেশে যখন আসি তখন এমন সাহিত্য আসর ছিল না। আজ সাহিত্য একাডেমির তেরোতম বার্ষিকীতে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, এখানে নতুনরা অনেক ভালো লিখছে। সাহিত্য একাডেমিতে এসে নতুনদের অসাধারণ স্বরচিত পাঠ শুনে খুব ভালো লাগে। সাহিত্য একাডেমি নতুনদের জন্য লেখালেখির আবহ তৈরি করছে। আশা করি, বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে নতুনরা একদিন সুনাম অর্জন করবে।

কবি শামস আল মমীন বলেন, এই শহরে যারা নতুন লিখছে তাদের জন্য সাহিত্য একাডেমি একটি অনুপ্রেরণামূলক প্লাটফর্ম। সাহিত্য সংগঠন নিয়মিত চালানো কঠিন কাজ, সাহিত্য একাডেমি সে কঠিন কাজটি করছে।

লেখক এ বি এম সালেহ উদ্দিন বলেন, এমন শীতার্ত সন্ধ্যায় আমরা সাহিত্য একাডেমিতে একসাথ হয়েছি প্রাণের টানে। আমাদের সাহিত্য শুধু কল্পনা নির্ভর না হোক, হোক মানবতার। একদিন হয়ত নিউইয়র্কের সাহিত্যিকদের অন্যরা অনুসরণ করবে।

লেখক আবু সায়ীদ রতন বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে এলে আরো ভালো লেখার তাগিদ অনুভব করি। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সাহিত্য পাতা আলোকিত করে রাখেন সাহিত্য একাডেমির অনেকেই।

লেখক রাণু ফেরদৌস বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে আসার পর নিয়মিত কবিতা লিখি, পড়ি। এখানে এসে অন্যের লেখা শুনে অনুপ্রাণিত হই। সাহিত্য একাডেমি একটি পরিবারের মতো।

বাফার প্রতিষ্ঠাতা ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, একটি সংগঠন নিয়মিত পরিচালনা করা কঠিন কাজ। সাহিত্য একাডেমি হতে আমাদের শেখার আছে। সাহিত্য একাডেমি অনেকদূর এগিয়ে যাক।

লেখক আকবর হায়দার কিরণ বলেন, সাহিত্য একাডেমির শুরু হতে যাঁদের দেখেছি তাঁদের অনেককে আজ দেখে ভালো লাগছে। সাহিত্য একাডেমির এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শহীদ উদ্দিন বলেন, সাহিত্য বুঝি না, এখানে আসি আমার প্রিয় মানুষরা আসেন, তাই।

লেখক স্বপন বিশ্বাস বলেন, আমি সাধারণত কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হই না। সাহিত্য একাডেমিতে এসে মনে হচ্ছে, ভুল করি নাই। যেখানে দু'জন লেখক বন্ধু বেশীদিন একসঙ্গে চলতে পারেন না, সেখানে লেখকের সংগঠন সাহিত্য একাডেমি তেরো বছরে পৌঁছালো কীভাবে, এটি আমার কাছে বিস্ময়!

আবৃত্তিকার আবীর আলমগীর বলেন, তারুণ্যের সময় হতে এই শহরে আছি, অনেক সাহিত্য আসর দেখেছি, কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে সাহিত্য একাডেমি তেরো বছর পার করছে, তাদের ধন্যবাদ। তিনি কবি বেনজির শিকদারের কবিতা আবৃত্তি করেন।

নাট্যব্যক্তিত্ব এজাজ আলম বলেন, সাহিত্য একাডেমি এগিয়ে যাক স্বমহিমায়। তিনি নবারুণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতা পাঠ করেন। আবৃত্তিকার কবির কিরণ বলেন, সাহিত্য একাডেমি আমার কাছে একটা অন্যরকম উদ্দীপনার নাম। যাঁরা লিখছেন আপনারা সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবেন।

গীতিকার মাহফুজুর রহমান বলেন, আমি এসেছি সাহিত্য একাডেমিকে সমর্থন যোগাতে, সাহস যোগাতে, এটি আমার দায়িত্ব মনে করেছি। ওকলাহোমা থেকে আগত আবৃত্তিকার দিনাত জাহান বলেন, আমার শহরে সাহিত্য চর্চার তেমন সুযোগ নেই। এমন সমৃদ্ধ সাহিত্য আসরে যোগ দিতে পেরে খুশি হয়েছি। তিনি শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

স্বরচিত পাঠ সহ আরো যাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা হলেন, ধনঞ্জয় সাহা, মৃদুল আহমেদ, পারভীন সুলতানা, তাহমিনা খান, বেনজির শিকদার, ফারহানা হোসেন, লুৎফা শাহানা, নেহার সিদ্দিকী, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, সুমন শামসুদ্দিন, মনিজা রহমান, শুক্লা রায়, রুপা খানম, আকলিমা রানা চৌধুরী, সুলতানা ফেরদৌসী, ছন্দা বিনতে সুলতান, মিয়া আসকির, শাহ পলাশ, স্বাধীন মজুমদার, পলি শাহীনা প্রমুখ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন আহমাদ মাজহার, রাহাত কাজী শিউলি, মিনহাজ আহমেদ, উদিতা আজাদ, সাবিনা হাই উর্বি, তাহরীনা পারভীন প্রীতি, ফরহাদ হোসেন, রওশন আরা নীপা, শহীদুল ইসলাম, আনিস সিদ্দিকী, রেদোয়ান জুয়েল, শাফী মাহমুদ, ইয়াকুস আলী মিঠু, এস এম রোজী, দিনা ফেরদৌস, মাহবুব লীলেন, শাহ আলম প্রমুখ।

নতুন প্রজন্মের আলভান চৌধুরীর সংগীত আসরে উপস্থিত সকলে তন্ময় হয়ে উপভোগ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে থাকছেন লাখ লাখ ভারতীয়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনিভাবে বসবাস করেন বহু দেশের নাগরিক। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় বসবাস করেন মেক্সিকোর নাগরিকরা। প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকো থেকে লাখ লাখ মানুষ গত কয়েক দশক ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেছেন। জীবনধারণের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধার চাহিদায় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন তারা। আর বেইআইনি অভিবাসীদের এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে ভারত। এমনই দাবি করা হচ্ছে রিপোর্টে। সম্প্রতি প্রকাশিত পিউ রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ৭ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় বেআইনিভাবে বসবাস করছেন। বেআইনি অভিবাসীদের তালিকায় মেক্সিকানরা শীর্ষে। রিপোর্ট বলছে ৪১ লাখ মেক্সিকান বেআইনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন।

এদিকে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এল সালভাদোরের বাসিন্দারা। এই দেশের ৮ লাখ মানুষ আমেরিকায় বিনা অনুমতিতে থাকেন বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে।

এই রিপোর্ট অবশ্য ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে সংকলিত। তাতে বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ বেআইনি অভিবাসী আছেন। যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশই হলো বেআইনি বাসিন্দা। এদিকে বিদেশে জন্ম নেয়া যে ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, তাদের মধ্যে ২২ শতাংশই বেআইনিভাবে সেখানে আছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশেই সর্বোচ্চ সংখ্যক বেআইনি অভিবাসী থাকত। রিপোর্ট বলছে ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৯ লাখ বিদেশী বেআইনিভাবে বসবাস করেন।

এরপরই তালিকায় আছে টেক্সাস। সেখানকার বেআইনি বাসিন্দাদের সিংহভাগই মেক্সিকোর। রিপোর্ট বলছে, টেক্সাসে বেআইনিভাবে ১৬ লাখ লোকের বাস। ফ্লোরিডাতেও মেক্সিকানদের রমরমা আছে। সেখানে বেআইনি অভিবাসীদের সংখ্যা ৯ লাখ। এরপর তালিকায় আছে নিউইয়র্ক (৬ লাখ) এবং নিউজার্সি (সাড়ে ৪ লাখ)।

এদিকে আইনি স্বীকৃতি পাওয়া শরণার্থীদের সংখ্যা বেড়ে ৮০ লাখ হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। আইনি স্বীকৃতি পাওয়া শরণার্থীর সংখ্যা ২৯ শতাংশ বেড়েছে সেই দেশে। এদিকে প্রকৃতভাবে মার্কিন নাগরিক হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা সেদেশে বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। মোট শরণার্থীদের মধ্যে থেকে প্রকৃতভাবে মার্কিন নাগরিক হওয়ার সংখ্যাও ৪৯ শতাংশ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধু ২০২৩ সালেই বেআইনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েন ৯৬ হাজার ৯১৭ জন ভারতীয়। ২০২২ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৬৩ হাজার ৯২৭। তার আগে ২০২১ সালে বিনা বৈধ নথিপত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে গিয়ে আটক হন ৩০ হাজার ৬৬২ জন ভারতীয়। ২০২০ সালে এই সংখ্যাটাই ছিল মাত্র ১৯ হাজার ৮৮৩। তবে ওই বছর কোভিডের প্রকোপ জারি ছিল। সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

নিউজউইক ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিবন্ধ

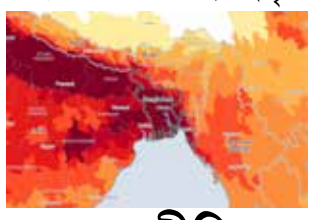

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিখ্যাত আমেরিকান সাপ্তাহিক নিউজ ম্যাগাজিন নিউজউইককে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর গ্লোবাল সেন্টার অন বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদের বাসভবনে মেয়র এরিক এডামস

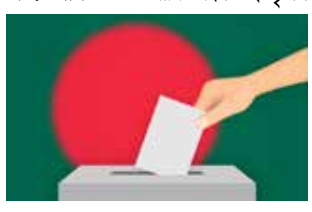

মামলা মোকাবিলায় অর্থ সংগ্রহে বিত্তশালীদের বাড়ী বাড়ী যাচ্ছেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এডামস

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস এখন মহাসঙ্কটে। তাঁর নির্বাচনী তহবিলে তুরস্ক সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কারো নিকট থেকে অর্থ জমা হয়েছে কিনা এফবিআই-র জোরদার তদন্তের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন মেয়র এডামস। একই সময় সীমান্ত দিয়ে আসা অভিবাসীদের সঙ্কট মোকাবিলায় নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনের চলতি বাজেটে যেমন বিরাট টান পড়েছে তেমনি প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও তাঁর প্রশাসনের সাথেও সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। বার্তা সংস্থা জানিয়েছে গত প্রায় এক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহরের

মেয়রের কোন বাক্যালাপই হয়নি। এযাবত তাঁর তিন সহযোগী তদন্তের আওতায় চলে এসেছেন। ফলে বড় একা হয়ে গেছেন মেয়র এরিক এডামস।

সর্বশেষ সঙ্কট হলো মেয়র এডামস এর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ, বর্তমানে বছরে এক লক্ষ ডলার বেতনধারী সিনিয়র এডভাইজার, ডাইরেক্টর অফ এশিয়ান এফেয়ার্স মিস উইনি গ্রেকোও তদন্তের আওতায় চলে এসেছেন দুর্ণীতি এবং নিয়ম বর্হিভুত কর্মকান্ডের অভিযোগে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেষ্টিগেশান। এর আগে বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

যে হোটেলে রাত কাটালে একই সময়ে দুই দেশে ঘুমাতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: হোটেল আরবেজ ফ্রাঙ্কো-সুইচ ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত। হোটেলের অর্ধেক অংশ ফ্রান্সে এবং বাকি অর্ধেক বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ভূরাজনীতির যোগ-বিয়োগে বাংলাদেশ

ড. মো. আব্দুল্লাহ হেল কাফি: আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের নানা মন্তব্য কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিভাজন ও উস্কানির বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর সিঙ্গাপুর ও জুরিখ, পরেই নিউ ইয়র্ক

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছর বসবাসের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয় বহুল শহরের তালিকায় একসঙ্গে শীর্ষস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ডের জুরিখ, এর পরই রয়েছে বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

ওয়াশিংটনে জাতীয় প্রেসক্লাবে হেনরী কিসিঞ্জারের সাথে কিছুক্ষণ

নাজমুল আহসান: ১০০ বছর বয়সে মারা গেলেন গত কয়েক যুগের বিশ্বব্যাপী আলোচিত চরিত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৮ বছরের পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জার। অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পদে দাপটের সাথে কাজ করেছেন দুই প্রেসিডেন্ রিচার্ড নিক্সন ও জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে। কারো কাছে বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

সহকর্মীদের ভোটে বহিষ্কৃত নিউ ইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য জর্জ সান্তোস

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ থেকে বহিষ্কার হলেন নিউ ইয়র্ক থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা জর্জ সান্তোস। শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) সহকর্মীদের ভোটে কংগ্রেস ত্যাগ বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট গোপনে কেউ নজরদারি করছে কি?

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক ব্যাবহার করেন অনেকেই। বন্ধু ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রিয় মুহূর্তগুলো ভাগ করা ছাড়াও বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে এবারো ভোট জমছে না?

শিতাংশু গুহ : বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেয়ার গ্যারান্টি চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এবার নির্বাচনটি হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, কেউ বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বাড়ছে হালাল খাবারের ক্রেতা

পরিচয় ডেস্ক: হালাল খাবারের বেচাবিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। সম্প্রতি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এক উপদেষ্টার সাথে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ প্রসঙ্গে হালাল খাবারের বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি জাহাজ থেকে নিখোঁজ ৪ ক্রু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীতে একটি বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজের (বাল্ক ক্যারিয়ার ভ্যাসেল) চারজন ক্রু'র কোনো খোঁজ মিলছে না। এই ক্রুরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। গত বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালালে সতর্ক করবে গুগল

পরিচয় ডেস্ক: বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অনেকেই। তাছাড়াও অতিরিক্ত গতির কারণে জরিমানা দিতে হয়। আবার অনেকে বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯